



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মাস্টার প্রেমের সাগর হতে হবে, কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না, একে অপরের সাথে অনেক ভালোবাসার সাথে থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের পথে চলতে-চলতে কোন্ বাচ্চাদেরকে মায়া একদম শ্বাসরুদ্ধ করে দেয় ?

*উত্তরঃ - যারা এতটুকুও কোনো কথায় সংশয় প্রকাশ করে, কাম অথবা ক্রোধের গ্রহের দশা বসে যায়, তখন মায়া তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। তাদের ওপর আবার এমন গ্রহের দশা বসে যার ফলে পঠন-পাঠনই ছেড়ে দেয়। বৃষ্টিতেই পারা যায় না যে যারা ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তো আর পড়তো তারা সবকিছু কীভাবে ভুলে গেল। বুদ্ধির তালাই বন্ধ হয়ে যায়।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর, তার এক ফোঁটার পিয়াসী মোরা...

ওম্ শান্তি । এ হল বাবার মহিমা আর বাচ্চারা জানে যে ভক্তরা তো এরকমই গান গায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা কতখানি প্রেমের সাগর। সকল পতিতদের পবিত্র বানান। সকল বাচ্চাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারাও জানো যে আমরাও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। অর্ধকল্প যখন মায়ার রাজ্য ছিল এইরকম প্রিয় বাবা তখন ছিলেন না। অসীমের পিতা হলেন প্রেমের সাগর। প্রেমের, শান্তির, সুখের সাগর তিনি কীভাবে এখন তোমরা এটা জানো। প্র্যাক্টিকালে বাচ্চারা তোমরা সবকিছুই প্রাপ্ত করছো। ভক্তি মার্গে যারা আছে তারা প্রাপ্ত করতে পারে না। তারা কেবল গান গায়, স্মরণ করে। এখন সেই স্মরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে। বোঝেও যে, অসীম জগতের পিতারই হল এটি গায়ন। অবশ্যই এই বাবা এতটাই ভালোবাসা দিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যযুগেও প্রত্যেকে, একে অপরকে অনেক ভালোবাসে। জন্তু-জানোয়ারদেরও একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা থাকে। এখানে তো সেটাও থাকে না। ওখানে এমন কোনো জন্তু-জানোয়ার থাকে না যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকে না। বাচ্চারা তোমাদেরকেও শেখানো হয় এখানে প্রেমের মাস্টার সাগর হলে তোমাদের সেই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যাবে। এখানে সকলেই একে অপরের শত্রু, কারণ এটি হল রাবণ রাজ্য। বাবা বলেন যে পূর্ব কল্পের মতোই হুবহু তোমাদের এখন অনেক প্রিয় বানাচ্ছেন। কখনো কারোর আওয়াজ কানে এল যে এ ক্রোধ করছে তখন বাবা শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চা ক্রোধ করা ঠিক নয়, এতে তুমিও দুঃখী হবে আর অন্যদেরকেও দুঃখী করবে। যে'রকম লৌকিক বাবাও বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন, ওরা হল সীমিত জগতের সুখ প্রদানকারী। এই পিতা হলেন অসীমের আর সদাকালের জন্য সুখ প্রদানকারী। তাই বাচ্চারা তোমাদের একে অপরকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। অর্ধকল্প অনেক দুঃখ দিয়েছো। রাবণ অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। যার উপরে চড়ে তাকে লুট করে নেয়। এখন তোমাদের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত করছো। এই ড্রামার চক্র আবর্তিত হতে থাকে। যদি তোমরা জ্ঞানের বিস্তারকে বুঝতে না পারো তাহলে দুটি শব্দ স্মরণ করো। অসীম জগতের পিতার থেকে আমরা এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যতটা যে বাবাকে স্মরণ ক'রে কমলপুষ্প সমান পবিত্র থাকবে অর্থাৎ বিকারের উপর জয়লাভ করবে ততটাই উত্তরাধিকারের অধিকারী হবে। বিকারও হল অনেক প্রকারের। শ্রীমত অনুসরণ না করা, সেটিও হল বিকার। শ্রীমত অনুসরণের ফলে তোমরা নির্বিকারী হও। মামেকম্ স্মরণ করতে হবে, আর কাউকে স্মরণ করা যাবে না। বাবা এনার দ্বারা বলেন যে বাচ্চারা আমি এসেছি, সকলকে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রতিটি ধর্ম ক্রমানুসারে রয়েছে। পোপের কতো মান মর্যাদা ! এই সময় তো সকলেই অন্ধশ্রদ্ধায় আছে। তোমরা এক বাবাকে ব্যতীত আর কাউকেই মান দিতে পারো না। সবকিছুই হল আর্টিফিশিয়াল। এই সময় সকলে পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। সকল মানুষ মাত্রকেই পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ পতিত হতেই হবে। পতিত-পাবন নাম বলে কিন্তু ডিটেলস্ কিছই বোঝে না। এটি হল পতিতদের দুনিয়া এখানে আর ঔঁনার মান কীকরে হবে। যে'রকম পোপদের ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড হিসাবে চলতে থাকে এবং অবতরণ হতে থাকে। তাদেরকে নম্বর ক্রমে দেখানো হয় তারাই তারপর নম্বর ক্রমানুসারে নিজেদের পদ প্রাপ্ত করবে। এই চক্রকে তোমরা এখন ভালোভাবে জানো। এখানে আসে-ই অসীমের পিতার কাছে, যাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। সাকার ব্রহ্মা ব্যতীত তো এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না।

বাবা বলেন যে দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। উঁচুর থেকে উঁচু এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কত বড় আঙু - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। দেহধারীদের যদি স্মরণ করো তাহলে তাদের স্মরণে আবার পুনর্জন্ম নিতে হবে। তোমাদের স্মরণের যাত্রা স্বর্গিত হয়ে যাবে। বিকর্ম বিনাশ হবে না। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কারবারে লাভও হয়, ক্ষতিও

হয়। নিরাকার পিতাকে জাদুগর, সওদাগর বলা হয়। তোমরা জানো যে দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার হাতেই আছে। আচ্ছা কোনো কিছুই দর্শনও যদি করলে, কৃষ্ণের দর্শন করলে, এতে লাভ কি আছে ? কিছুই নেই। এ তো হল ড্রামার চক্রকে জানার পঠন-পাঠন তাই না। যত বাবাকে স্মরণ করবে, চক্রকে আবর্তিত করবে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এখন তোমরা আমার বাচ্চা হয়েছো। স্মৃতিতে তো আসে তাই না যে, আমরা আপনার ছিলাম। আমরা আত্মারা পরমধামে থাকতাম। ওখানে কথা বলার কোন দরকার থাকে না। ড্রামা স্বতঃতই চলতে থাকে। যে'রকম একধরনের মাছকে খেলনা রয়েছে না ! তারের মধ্যে মাছ গাঁথা থাকে। এ'রকম করলে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যায়। ঠিক সেইরকমই সকল আত্মারা ড্রামার তারে বাধা রয়েছে। চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এখন হল উত্তরণের সময় তারপর অবতরণ করতে থাকবে। তোমরা জানো যে এখন হল আমাদের উত্তরণের কলা। জ্ঞান সাগর পিতা এসেছেন, উত্তরণের কলা তারপর অবতরণের কলাকে তোমরা জেনে গেছো। কত সহজ। অবতরণের কলা কত সময় নেয়। তারপর কীভাবে উত্তরণের কলা হয় - তোমরা জানো যে বাবা এসে পাল্টে দেন। সর্বপ্রথমে হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তারপর অন্য ধর্মরা আসতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমাদের এটি হল উত্তরণের কলা। অবতরণের কলা সম্পূর্ণ হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। এই ঝড় তুফান ইত্যাদি তো কিছুই নয়। তুফান তো এমন আসবে যার ফলে বড় বড় মহলও পড়ে যাবে। অনেক দুঃখের সময় আসতে চলেছে। এটি হল বিনাশের সময়। হায়-হায়, গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকবে। সবার মুখ থেকে হায় রাম নির্গত হবে। ভগবানকেই স্মরণ করবে। ফাঁসি হলেও পাদরী ইত্যাদিরা বলে যে গডফাদারকে স্মরণ করো। কিন্তু জানে না। নিজের আত্মাকেই যথার্থ রীতিতে জানে না। আমি আত্মা কি জিনিস ? কি পার্ট প্লে করছি ? কিছুই জানে না। আত্মা হল কত ছোট। বলেও থাকে তারার মত ছোট। আত্মার সাক্ষাৎকার অনেকেরই হয়েছে। অনেক ছোট লাইট। বিন্দু মতো সাদা লাইট। এটি দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত কেউ দেখতে পারবে না। যদিও দেখে কিছু বুঝতে পারে না। জ্ঞান ব্যতীত কিছুই বুঝতে পারবে না। সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হতে থাকে। এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। এখানে তো বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারবে। বাবা যথার্থ ভাবে বোঝান, অন্য কারোরই বুদ্ধিতে এটা থাকে না যে আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট নিহিত রয়েছে। যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়ে যায়, তাদেরই বাবা বোঝান আর তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। অন্য কারোরই বুদ্ধিতে বসবে না। তোমরা হুবহু বোঝো যে এটা হল ৮৪ জন্মের চক্র। প্রথমে গায়ন হল ব্রাহ্মণদের, মুখাবংশাবলী ব্রাহ্মণ যে। এটা আর কেউই জানে না। ব্রহ্মকুমার কুমারী অরডিনারী (সাধারণ) কথা যেন হয়ে গেছে। কেউই বোঝে না - এই সংস্থাটি কি ? এই নাম কেন দেওয়া হয়েছে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা নাম দেওয়ার ফলে কোনো প্রশ্ন আর উঠবে না। তোমরা বলতে পারো শিববাবার বাচ্চারা সকলে হল ভাই-ভাই। তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা হল ভাই বোন। এটা বোঝার পরে আর কোনো প্রশ্ন উঠবে না। বুঝবে যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। যথার্থভাবে ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। এইসব যে রাখি বন্ধন ইত্যাদি পালন করা হয়, এই পুরাতন রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে। এখন তোমরা যা-কিছু স্মরণিক আছে তার অর্থ যথার্থ ভাবে বোঝো, সবকিছুর তোমরা এখন এই সময়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। সত্যযুগে কি রামনবমী পালন করবে নাকি ! ওখানে পালনের কোন দরকার-ই থাকে না। ওখানে তো জ্ঞানই থাকে না। এটাও জানে না যে আমাদের এটা হল অবতরণের কলা। সুখে জন্ম নিতে থাকে। ওখানে তো হয়-ই যোগবলের দ্বারা জন্মগ্রহণ। বিকারের নাম-ই থাকে না, কারণ রাবণের রাজ্য-ই থাকে না। ওখানে তো হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। পূর্বেই সাক্ষাৎকার হয়। নাহলে কিভাবে সিদ্ধ হবে যে একটি পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন নেয়। এখান থেকে তোমরা প্রথমে যাবে শান্তিধাম। বাচ্চারা বোঝে যে ওটা হল আমাদের ঘর, তাকেই শান্তিধাম বলে। ওটা তো হল আমাদের বা বাবার ঘর, যে বাবাকে স্মরণ করি। বাবার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, সেইজন্যই স্মরণ করি। সুখের সময়কালে তো বাবাও স্মরণে আসে না। ওটা হল-ই সুখের দুনিয়া। বাবা নিজের ধামে থাকেন, যেন বানপ্রস্থে চলে যান। দুনিয়াতে তো যখন বৃদ্ধ হয় তখন বানপ্রস্থ নিয়ে নেয়। কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে তো বৃদ্ধ কখনই বলা যায় না। বৃদ্ধ অথবা যুবক শরীর হয়। আত্মা একরকমই থাকে। আত্মাতে মায়ার ছায়া পড়ে। তোমরা সবকিছু জেনে গেছো, আগে জানতে না। রচয়িতা আর রচনার রহস্য বাবা বুঝিয়েছেন।

তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে রয়েছো। তাঁর মহিমা তো অনেক উচ্চ। প্রেসিডেন্ট হলেন প্রেসিডেন্ট। প্রাইম মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টারই। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, এই কথাই প্রসিদ্ধ। আমাদের তাহলে তো অনেক উচ্চ বর্ষা পাওয়া উচিত, তাই না ? বর্ষা বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। তোমাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ, অতএব বুদ্ধিতে চক্র আবর্তিত হওয়া উচিত। সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে। দিন দিন অনেক সহজ হতে থাকবে, তবেই তো প্রজা বৃদ্ধি হবে, তাই না ? সহজে প্রাপ্ত হলে সহজে নিশ্চয় হয়ে যাবে। নতুন নতুন বাচ্চারা খুব উঠে পড়ে লাগে। সম্পূর্ণ নিশ্চয় বসে যায়। নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুসারে সকলের পার্ট চলছে। সকলে এক সত্যিকারের উপার্জন করবার পুরুষার্থ করছে। সত্য আর মিথ্যা উপার্জনের পার্থক্য তো আছেই। সত্যিকারের রত্ন দূর থেকেই চকমক করে। আজকাল

মানুষের তো টাকা পয়সা রাখাও কতো ঝামেলার ব্যাপার। কোথায় লুকাবে, কোথায় রাখবে। সব ধন পড়ে থাকবে, সময় এমন আসবে যে কিছুই করতে পারবে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির তালাও নস্বর ক্রমিক খুলতে থাকবে। কোথাও না কোথাও যদি গ্রহের দশা বসে যায় তবে কারো না কারো মনে সংশয় চলে আসে। পড়াই ছেড়ে দেয়। তারা বুঝতেই পারে না। আমরা তো পড়তাম, পড়াতাম, এখন তবে কী হয়ে গেল ! এতটুকুও সংশয় চলে এলে শ্বাসই বন্ধ হয়ে আসে। বাবার প্রতি সংশয় এল, বিকারে গেল তো একেবারে অধঃপতন। কাম আর ক্রোধ হল সবচেয়ে বড় শত্রু। মোহও কিছু কম নয়। এমন নয় যে সন্ন্যাসীদের তাদের পূর্বাশ্রমের স্মৃতি থাকে না। জ্ঞানী আত্মারা ইশারাতেই বুঝে যায় যে কীভাবে ভোগ লাগানো হয়, কারা আসে, কী হয়। ড্রামার পাট সেকেন্ড বাই সেকেন্ড উল্লেখিত হতে থাকে। মুখ্যতঃ বাবার স্মরণ, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। যত বেশী বাবার স্মরণে যুক্ত থাকে, ততই বিকর্ম বিনাশ হতে থাকে। নাহলে বাবা ধর্মরাজের রূপে সাক্ষাৎকার করাবেন। এখনও অনেকেই রয়েছে, যারা চলতে চলতে অনেক ভুল করতে থাকে। জানায় না। তাদের অনেক নাম ডাক আছে, কিন্তু বাবা জানেন যে, তাদের পদ কতো কম হয়ে যাবে। গ্রহের দশা যে কীভাবে লেগে যায় ! উল্টো বিকর্ম করে বাবার কাছে গোপন করে যায়। অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণরা নিমিত্ত হয়েছি রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য, আমাদের মধ্যেই যদি এই অভ্যাস থাকে তবে তো সেটা ঠিক নয়। স্কুলে কোনো টিচারের রিপোর্ট হলে, প্রিন্সিপাল সভা ডেকে তাকে বহিস্কার করে দেয়। তাই ভয়ডর থাকা উচিত। তোমাদেরকে এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। তোমাদের তো বাবার কাছে যেতে হবে। তাঁকে স্মরণ করতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে আর কাউকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মিক যাত্রা (রহানী) বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার গ্রহের দশা থেকে রক্ষা পেতে হলে সত্য পিতার সাথে সর্বদা সত্যতা বজায় রাখতে হবে। কোনো ভুল করে লুকিয়ে রাখলে চলবে না। অপকর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে।

২) শ্রীমতে না চলাও হল বিকার, সেইজন্য কখনোই শ্রীমৎ উলঙ্ঘন করলে চলবে না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের চেহারা আর আচরণের দ্বারা সত্যতার সত্যতা অনুভব প্রদানকারী মহান আত্মা ভব মহান আত্মা হল তারাই যাদের সত্যতার শক্তি আছে। কিন্তু সত্যতার সাথে সত্যতাও অবশ্যই প্রয়োজন। এইরূপ সত্যতার সত্যতা সম্পন্ন মহান আত্মাদের কথা বলা, দেখা, চাল-চলন, আহার-পানীয়, ওঠা-বসা প্রতিটি কর্মে সত্যতা স্বতঃতই দেখা যাবে। যদি সত্যতা না থাকে তাহলে সত্যতা নেই। সত্যতাকে কখনোই প্রমাণ দেখিয়ে প্রমাণ বা সিদ্ধ করতে হয় না। তারা তো সিদ্ধ হওয়ার জন্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত। সত্যতার সূর্যকে কেউই লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

স্লোগানঃ:- নম্রতাকে নিজের কবজ বানিয়ে নিলে সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য তোমরা ঋণে ঋণে প্রকৃত সত্য প্রিয়তমকে স্মরণ করো, প্রিয়তম এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ সব প্রিয়তমাদেরকে নিজের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ রহস্যটিকে জানবার ফলে তোমরা বাচ্চারা শান্তি বা সুখের চাহিদা রাখো না ?

*উত্তরঃ - তোমরা ড্রামার রহস্যকে জানো। তোমরা জানো যে এই নাটক সমাপ্ত হবে। আমরা প্রথমে শান্তিতে যাব পরে সুখের সময়ে আসবো, তাই তোমরা শান্তি বা সুখের চাহিদা রাখো না, নিজের শান্তি স্বরূপে স্থিত থাকো। মানুষ তো নিজের স্বধর্মও জানেনা এবং ড্রামার রহস্যও জানেনা তাই বলে আমাকে মনের শান্তি দাও। এখন শান্তি তো বাস্তবে আত্মার প্রয়োজন, মনের নয়।

*গীতঃ- প্রিয়তম এসে মিলিত হও....

ওম্ শান্তি । যেমন শাস্ত্রের কিছু কথা বোঝা যায়, তাতেও গীতার কোনো কোনো কথা ঠিক, রাইট লেখা আছে। তেমন ভাবে গীত গুলিতেও ঠিক বলা হয়েছে। এই প্রিয়তম শব্দটি তো ঠিক বলেছে কিন্তু জীবদেহ আহবান করে, জীবদেহ তো আহবান করতে পারে না। জীবে নিবাসরত আত্মা আহবান করে, কারণ আত্মা দুঃখী হয়েছে। পতিত আত্মা বলা হয় কিনা। আত্মাতেই খাদ বা অ্যালয় পড়ে। আত্মাই সতোপ্রধান হয়, তমোপ্রধান হয়। প্রকৃত খাঁটি সোনা মেকী (false) হয়ে যায়। এমন কখনও ভেবো না যে আত্মা নির্লিপ্ত হয়। মানুষ ভাবে আত্মাই পরমাত্মা তাই নির্লিপ্ত বলে দেয়, মানুষ খুবই কনফিউজড। এই মত কার ? রাবণের। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা কর্ম করা হয় - ভক্তি ইত্যাদি সবকিছু ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য করে। সবার ইচ্ছে এই থাকে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবো কীভাবে ? তার জন্যই যজ্ঞ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি করে। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রাপ্তি তো হয় না। যদি ঈশ্বরের প্রাপ্তি হতো তাহলে তীর্থে গমন কেউ করতো না। যদি কারো মূর্তির সাক্ষাৎকার হয়েও যায় তবুও ঈশ্বরকে তো পায় নি তাইনা। ঈশ্বরকে সবাই আহবান করে, হে পতিত-পাবন, হে প্রিয়তম এসো। কারণ আত্মার তো দুঃখ হয়। দেহের আঘাত লাগে তো আত্মারও দুঃখ অনুভব হয়। আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তারপরে শরীরটিকে যা কিছু আঘাত করে আত্মার আঘাত লাগবে কি ? আত্মা ও শরীর কস্মাইন্ড থাকলে আত্মার অনুভূতি হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো সত্যযুগে কোনো দুঃখ হয় না কারণ সেখানে তো মায়ার রাজত্ব নেই। তোমরা পুরুষার্থ করো স্বর্গে যাওয়ার জন্য, যেখানে মায়ী নেই। এই মায়ার রাজ্যের অবসান হবে। মানুষ তো কিছুই জানেনা। তারা বলে মনে শান্তি নেই। এই কথা বলে না যে আত্মার শান্তি নেই। মনের জন্য বলে দেয়। আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি থাকে, আত্মা বলে আমার শান্তি চাই। এমন নয় যে মনে শান্তি চাই। আত্মা শান্তি চায়। এই কথাও বোঝে যে আমরা আত্মারা পরম ধাম থেকে আসি। এই শরীরে আত্মা অর্গ্যান্স প্রাপ্ত করে। আত্মা বলে - প্রিয়তম এসে মিলিত হও। জীবন্ত প্রাণীই দুঃখী হয়। এবারে জীব আর মন দুইয়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। মন ও বুদ্ধি হল আত্মার শক্তি আর এই শরীর হল অর্গ্যান্স। এইসব কথা গুলি কেউই জানে না। বাস্তবে আত্মার নাম নেওয়া উচিত। আত্মার শান্তি চাই। এবারে আত্মা অর্গ্যান্সের দ্বারা বিকর্মের উপরে জয় লাভ করেছে। এমন নয় যে মনের উপরে জয় লাভ করেছে। না, মায়ার উপরে জয় লাভ করেছে, পরম পিতা পরমাত্মার শ্রীমৎ অনুসারে। যদিও মনের শান্তি চাই এই কথা বলাও ভুল হয়ে যায়। এমন নয় যে মনের সুখ চাই। আত্মা শান্তি চায় কারণ আত্মার শান্তিধামের কথা স্মরণে আসে।

এখন তোমরা বাচ্চারা আত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ জেনেছো। বাবা বলেন হে প্রিয়তমারা নিজের প্রিয়তমকে ঋণে ঋণে স্মরণ করো। প্রিয়তমও জানেন যে তাদের উপরে মায়ার আক্রমণ হয়েছে অনেক। ঋণে ঋণে মায়ী বিস্মৃত করে বুদ্ধিকে দেহ-অভিমাণে নিয়ে আসে। আত্মা পরিচয় পেয়েছে - আমি শান্তি স্বরূপ। আত্মার স্বধর্মই হল শান্তি। স্বধর্মকে ভুলে আত্মা দুঃখী হয়ে আহ্বান করে - আমার শান্তি চাই, মুক্তি চাই। শান্তির পরে হল সুখ। সন্ন্যাসীরা তো ড্রামার রহস্য জানেনা। শান্তির দেশের কথাও জানেনা। তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে আমরা আত্মারা হলাম পরমধাম নিবাসী। আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। এখন পার্ট পূর্ণ হয়েছে। এই কথাটি আত্মা বলে - প্রিয়তম এসে মিলিত হয়েছেন। ভক্তিমার্গে সবাই প্রিয়তমকে স্মরণ করে। প্রকৃত সত্য প্রিয়তম একজনই। একের নামই নেওয়া হয়। তোমরা সবাই বুঝেছো যে আমরা প্রিয়তমকে পেয়েছি। এখন এই সাধারণ দেহে বসে আছেন, এনার নাম ব্রহ্মা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। সবাইকে এই কথাটি বোঝাও। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের সামনে প্রজাপিতা শব্দটি না থাকলে এই কনফিউশন তৈরি হয়। প্রজাপিতা শব্দ না থাকলে মানুষ বুঝতে পারে না। প্রজাপিতাকে তো সবাই জানে। ব্রহ্মাকে সূক্ষ্মবতনবাসী ভাবে। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মা

বললে বুঝবে যে অবশ্যই এরা হল প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। তাই জিজ্ঞাসা করা হয় প্রজাপিতার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ ? পিতা শব্দ তো প্রথমেই আছে। শিবকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। এখন তোমরা জেনেছো এক হলেন পারলৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। লৌকিক পিতাকে তো তোমরা জানো সবাই। তোমরা তিন পিতার কথা বুঝেছো দুনিয়ায় অন্য কেউ জানে না। সত্য যুগেও পারলৌকিক পিতার কথা কেউ জানেনা। সেখানে সকলের একজন পিতা থাকে। এখন এই সম্মুখে তোমাদের ৩ জন পিতা আছেন। তিনজন পিতা একমাত্র সম্মুখেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। আর কখনও সম্ভব নয়। এক হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা, যাঁর দ্বারা বর্ষা প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় ব্রহ্মা হলেন সন্তান যার দ্বারা আত্মারূপী সন্তানদের অ্যাডপ্ট করি। ব্রহ্মা মুখবংশী কথাটি মনে রাখার মতো জাগতিক ব্রাহ্মণেরা কেবল বলে দেয় যে - আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু এটা বোঝে না যে আমরা হলাম ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তারা হলই মুখ বংশী অর্থাৎ গর্ভ দ্বারা (বিকারের দ্বারা) জন্ম হয়। মুখ বংশী কেবল এই সময়েই হয়। শিবের জন্য মুখ বংশী বলা হবে না। তাঁকে সবাই পিতা রূপে স্বীকার করে, তিনজন পিতা আছেন, শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবার সবাই সন্তান। লৌকিকে তো আছেই। অতএব এই কথাটি স্মরণ করা উচিত দৃঢ় ভাবে। পুনরায় বোঝানো হয় - পরম পিতা শিববাবার কোনো পিতা টিচার নেই। ব্রহ্মাও শিববাবাকে স্মরণ করেন। উনিই হলেন পরমপিতা, পরম শিক্ষকও হলেন উনি। রোজ শিক্ষাও দিচ্ছেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তোমরা জানো যে প্রিয়তম, আমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। উনি হলেন পতিত-পাবন। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তোমরা জানো এখন এই দুঃখের নগর পরিবর্তিত হয়ে সুখের নগরে পরিণত হবে। রাবণের রাজ্য শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তো নিশ্চয়ই আসবে। রাবণের কুশপুতলিকা এখানেই তৈরি করা হয়। রামরাজ্য এবং রাবণরাজ্য। বাবা এসে বোঝান এই রাবণ তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে। হার এবং জিত তোমাদেরই অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই হয়। রাবণের আগমনে তোমরা বাম মার্গে চলে যাও। রজঃ, তমো হতে হতে তমোপ্রধান হয়ে যাও তোমরা। রাবণকে তোমরা এখানে দহন করো। অবশ্যই রাবণের রাজত্ব রয়েছে। যদিও সীতা অপহরণের কোনো কথা নেই। এই রাজ্যই হল রাবণের। সব মানুষ মাত্রই রাবণের রাজ্যে আছে। রাবণের রাজ্যে আছে দুঃখ, রাম রাজ্যে আছে সুখ। রাম, ভগবানকে বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধি চলে যায় সেখানে, অন্য কারো বুদ্ধিতে এই কথা গুলি নেই। বাবা স্বয়ং এসে পরশ বুদ্ধি বানিয়ে দেন। নামও রাখা হয় পারস নাথ। সেখানেও বিষ্ণুর দুটি রূপ আছে। বোঝার ক্ষেত্রেই যত ব্যাপার। বাবা বসে ডিটেলে বুঝিয়ে দেন।

তোমরা গীতের একটি শব্দ শুনেও সজাগ হয়ে যাবে। কয়েকটি গীত খুব ভালো। তোমরা এখন যাত্রা করতে যাচ্ছ। তোমরা জানো রুহানী যাত্রা আমরাই করি। যথাযথ ভাবে আমাদের পান্ডা বা গাইড হলেন একমাত্র পিতা। এখন তোমাদের দুঃখ থেকে লিবারেট করে নিয়ে যান। সকলের গাইড উনি একজনই। সবাইকে মুক্তি ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন, যখন তাঁকে সকলের সদগতি করতে আসতেই হয়। তো অবশ্যই কোনো রূপে আসবেন ! ঘরে বসে তাঁকে আসতে হয়। সঠিকভাবে শিবরাত্রির গায়ন আছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে শিব তো হলেন নিরাকার তবে তাঁর রাত্রি কীভাবে হয় ? যাঁর নাম ও রূপ নেই তাঁর রাত্রি কীভাবে হয় ? লিঙ্গ রূপ দেখানো হয় - তাঁর নামও আছে, রূপও আছে, দেশও আছে, সময়ও আছে। তাঁরই মহিমা গায়ন করা হয় সুখের সাগর, সুতরাং অবশ্যই সুখ দেবেন তাইনা। এখন সবাই হল পতিত। যারা গুণবান, তাদের সম্মুখে গিয়ে গান করে - আমাদের বেগুনদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। কালো অর্থাৎ শ্যামলা অর্থাৎ পতিত মানুষদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। এই দুনিয়া তো কালো দুনিয়া তাইনা। কালো বেগুনে কোনো গুণ নেই। কালো অর্থাৎ শ্যাম বর্ণ পতিত মানুষের কোনো গুণ নেই। গুণ তো যারা গৌর বর্ণ হয় পবিত্রদেরই গুণ থাকবে। তোমরা এক পিতার কাছে শুনছো অন্য কারো কথা শোনো না। একে অপরকে এই জ্ঞানের পয়েন্ট শোনাও, রিপোর্ট করাও। এখানে যে সুখ তোমরা প্রাপ্ত করো, এখানে যে ধারণা গুলি হয় সেসব খুব ভালো। হোস্টেলে কিছু দিনের জন্য আসো, কেউ ৪ দিন, কেউ ৬-৮ দিনের জন্য আসো। তারা বসে বাবার কাছে শুনতে থাকে। এই দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে যায় যেন আমরা মাতা পিতার সঙ্গে ঘরে বসে আছি। এ হল ঈশ্বরীয় ঘর। ভাই বোনেরা আছে তাই একে ইন্দ্রপ্রস্থও বলে। এ হল জ্ঞানের সবুজ পরী, নম্বর অনুসারে নাম রাখা হয়েছে। এ হল শিববাবার দরবার। এখান থেকে তোমরা বাইরে গেলে তোমাদের স্থিতিতে রাত দিনের তফাৎ হয়ে যায়। সার্ভিস করতে যারা যায় তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে সার্ভিস করি। ড্রামার চক্রকেও বোঝানো খুব সহজ। আমরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি, বাবা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। ব্যাগ ব্যাগেজ রেডি করতে হবে। বাবাকে পুরানো সর্বস্ব অর্পণ করি। তার পরিবর্তে সব সোনা দেন। জ্ঞানের মান-সরোবরে তোমরা ডুব দাও। এ হল পড়াশোনার কথা, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে যাও। যদিও পরী অন্য কিছুই নয়, ডানা ইত্যাদি নেই। সেখানকার মহল, অলঙ্কার ইত্যাদি খুব ভালো থাকবে। এখন মায়া সকলের ডানা ভেঙে দিয়েছে, উড়তে পারবে না। এই কথাটি বুঝতে হবে। বোঝানো হয় - আত্মা একটি রকেটের মতো। রকেট উপরে গেলে ভাবে খোদার নিকটে পৌঁছে যাই। এবারে খোদা কি সেখানে বসে আছেন ? সম্পূর্ণ আত্মাদের দল যাত্রা করে। বুদ্ধিতে আসা উচিত - বাবা হলেন আমাদের পান্ডা (গাইড)।

অসংখ্য আত্মাদের নিয়ে যান। বাবা বলেন এ হল আমার কর্তব্য। আমি সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করি। আমি হলাম নলেজফুল। আমি তো আসি তাইনা, এনার মধ্যে বসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। যেমন তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে তো আমার মধ্যেও পার্ট আছে, যা আমি রিপট করি। তোমাদের পার্ট বেশি। আমি তো অর্ধেক কল্পের জন্য বাণপ্রস্থে বসে থাকি। তোমাদের অলরাউন্ড পার্ট আছে। তারা বলে ভগবান প্রেরণার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন, কিছুই বোঝে না। বাবা বলেন যখন আমার পার্ট প্লে করার সময় হয় তখন আমি এই সাধারণ দেহে প্রবেশ করে তোমাদেরকে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। আমি গর্ভে তো আসব না। অবশ্যই মনুষ্য দেহে এসেই রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করবো কচ্ছ মচ্ছ নিশ্চয়ই আসব না? আমি পতিতকে পবিত্র করি কীভাবে - সেই কথাও তোমরা জানো। বসে শিক্ষা প্রদান করি। পরম পিতা পরমাত্মা এসে সহজ রাজ যোগ এবং জ্ঞান প্রদান করে বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকেই জাদুকরও বলে কারণ নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। তোমাদেরকে সমস্ত রহস্য ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন। সৃষ্টির বিনাশ হবে কীভাবে? তারা নিজেদের মধ্যে কীভাবে যুদ্ধ করবে? রক্তের নদী কীভাবে বয়ে যাবে। তারপরে দুধ ঘিয়ের নদী বইবে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। পাণ্ডবরা কি যুদ্ধ করে? বাবা বলেন - দেহ-অভিমান ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। তত্ত্ব যোগী ভাবে আমরা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো। কিন্তু ব্রহ্মে বিলীন বা জ্যোতিতে কেউ মিশে যায় না। বাবা বলেন মন্মথানুভব। মাথায় অনেক বোঝা রয়েছে, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। নাহলে ধর্ম রাজের দ্বারা অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। আমাদেরকে তো শুধুমাত্র শিববাবার স্মরণে থাকা উচিত। যদি বহু কালের স্মরণের অভ্যাস না থাকে তাহলে শেষ সময়ে অবস্থা স্থির হবে না। অনেক সন্ন্যাসীরাও স্থির বসে বসেই গমন করে। ভক্তদের মহিমাও কোনো ভাবে কম নয়, তবুও পুনর্জন্ম তো সবাইকে নিতে হবে। এখন বাবা বলেন আমি সব আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। রাত দিন যেন এই চিন্তা থাকে যে পিতার পরিচয় প্রদান করবো কীভাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) এক পিতার কথাই শুনতে হবে অন্য কারো কথা নয়। জ্ঞানের কথাই মুখে বারবার রিপট করতে হবে এবং করাতে হবে।

২) বাবার সাথে ফিরে যেতে হবে, তাই পুরানো সর্বস্ব অর্পণ করে ব্যাগ ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে। সবাই যেন পিতার পরিচয় প্রাপ্ত করে - এই একটি চিন্তায় থাকতে হবে।

বরদান:- সদা সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা চাইবার সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সম্পন্ন ও ভরপুর ভব
এক ভরপুর অবস্থা হয় বাইরের স্থূল বস্তুর দ্বারা, স্থূল সাধনের দ্বারা, দ্বিতীয় হল মনের ভরপুর অবস্থা। যার মন ভরপুর থাকে তার কাছে স্থূল বস্তু বা সাধন নাই বা থাকুক তবুও মন ভরপুর হওয়ার জন্য সে কখনও নিজের অপ্রাপ্তি গুলির অনুভব করবে না। সে সদা এই গীত গাইতে থাকবে যে সব কিছু তো পেয়েছি, তার মধ্যে চাইবার সংস্কার অংশ মাত্রও থাকবে না।

স্লোগান:- পবিত্রতা এমন অগ্নি যাতে সবরকমের খারাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"চার সন্মার ব্যালেন্সের দ্বারা বাবা সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হও"

আজ সর্বশক্তিমান বাপদাদা নিজের সকল বাচ্চার বিশেষ শক্তিকে দেখছেন। আজকের বিশ্বে বিশেষ তিন শক্তি বিদ্যমান - এক, ধর্ম সন্মা। দুই, রাজ্য সন্মা। তিন, বিজ্ঞানের সন্মা। কিন্তু তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে চার সন্মা আছে। প্রথম তিন সন্মা তো আছেই, সেইসঙ্গে চতুর্থ সন্মা রয়েছে — শ্রেষ্ঠ কর্মের সন্মা। আজকের বিশ্বে এই চতুর্থ সন্মার ঘাটতি রয়েছে, যাকে বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের সন্মা। এই চার সন্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা নিজেদের এবং বিশ্বের কল্যাণ করছ। তোমরা স্পষ্টতঃ জানো যে আমাদের মধ্যে চার সন্মাই আছে। তোমাদের মধ্যে চার সন্মাই আছে নাকি শুধু এক ধর্ম সন্মাই আছে? ধর্ম সন্মা অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ সুখী, সুন্দর জীবন যাপনের কলা। একেই ধর্ম অর্থাৎ ধারণা বলা হয়ে থাকে। রাজ্য সন্মা অর্থাৎ নিজেকে এবং রাজ্যকে অর্থাৎ নিজের কর্ম সাথীদের আপন স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্সের দ্বারা দাতা হয়ে সর্বপ্রাপ্তি, সন্তুষ্টতার অধিকার অনুভব করানো। রাজা অর্থাৎ দাতা। প্রত্যেকের দ্বারা সন্তুষ্টতার বাহ! বাহ! হোক। এটাই যথার্থ রাজ্য সন্মা। সুতরাং রাজ্য সন্মা অর্থাৎ নিজেকে চালনা করার এবং অন্যকে চালিত করার কলা।

বিজ্ঞানের সন্মা অর্থাৎ বিজ্ঞান দ্বারা অথবা এর সাধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করানোর কলা। শ্রেষ্ঠ কর্মের সন্মা অর্থাৎ কর্মের বর্তমান ফল খুশি আর শক্তি অনুভব করা আর সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের ফল জমা হচ্ছে তার অনুভূতি হওয়া, একে বলে, কর্মের খাজানার সম্পন্নতার নেশার কলা। এখন ভেবে দেখ, এই চার কলা তোমাদের জীবনে আছে? সবচাইতে বড় খাজানা শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা। যদি শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা জীবনে না থাকে, তবে মানব জীবন অমূল্য জীবন হয় না, বরং পশু সমান জীবন হয়। তোমরা সবাই কোন অথরিটির সাথে বিশ্বের সামনে চ্যালেঞ্জ করো, জীবন যাপন কীভাবে করতে হয় শিখতে হলে এখানে এসে শেখো? এই চ্যালেঞ্জ তোমরা করো তো না! রাজনৈতিক নেতা হোক বা বৈজ্ঞানিক নেতা, অথবা ধর্মীয় নেতা সবার সামনে রুহানী গর্বের সাথে বলো — নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে দেখ। তোমরা বাদশাহ তো না! জীবনের যথার্থ আনন্দ অনুভব করছ, তাই না! সবচাইতে বড় খাজানা কার কাছে আছে? (আমাদের কাছে আছে) অথরিটির সাথে বলো তো না, কেননা, দুনিয়ায় তিন সন্মা আছে, তোমাদের কাছে চার সন্মা আছে। আর চার সন্মার ব্যালেন্স এটাই, বাবা সমান সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হওয়ার স্থিতি।

তপস্যা-বর্ষে কী করবে? এই চার সন্মার চেক করো। চার সন্মার আধারেই একরস স্থিতির আসন সদা অটল-অনড় থাকবে। তপস্যা সদাসর্বদা আসনে বসে করতে হয়। সুতরাং এই চার সন্মারূপী চার পা একরস স্থিতির আসনকে মজবুত করবে। সবসময় নিশ্চিত বাদশাহর অনুভব করবে। বাদশাহ অর্থাৎ অধিকারী আর প্রজা অর্থাৎ যাকে অধীনস্থ হতে হয়। তোমরা তো নিশ্চিত বাদশাহ, নিশ্চিত প্রজা নও। রাজযোগী তোমরা, প্রজাযোগী নও। এমন নিশ্চিত বাদশাহীর দৃশ্যমান লক্ষণ কী? যত অধিকারী ততই অন্যদের তারা সমাদর করে। তারা শুধু অধিকারী নয়। তাদের অতিথি-সংকারের দ্বারাই তাদের অধিকারিত্বের পরখ হয়। তোমরা শুনেছ তো না যে যোগ্য রাজার লক্ষণ হলো — সকলের থেকে সন্তুষ্টতা রূপী পুষ্পের বর্ষণ হয়। বাঃ! বাঃ - এর গীত হয়। এমন রাজ্যসন্মা প্রাপ্ত করেছ তোমরা? প্রথমে নিজের কাছের কর্ম-সাথী, কর্মেন্দ্রিয় চেক করো যে, আমি আত্মা রাজার স্নেহ আর শক্তি অর্থাৎ লাভ আর ল' দুইই সদা অর্ডারে চলে, নাকি কখনো-কখনো? বাধ্যবাধকতায় অগ্রচালিত হচ্ছে, নাকি ভালোবাসার সাথে চলেছে? উপর-উপর করছ নাকি হৃদয় দিয়ে করছ? এইভাবেই সারাদিনের দিনচর্যায় নিজের কর্মের পরিজনদের কিংবা কর্ম-সাথীদের দেখ, সেইসঙ্গে তোমার সম্পর্কে যারা আসে সেই আত্মাদের দেখ যে আমি রাজ্য অধিকারী আত্মা দ্বারা কত সংখ্যক এবং কত পার্সেন্টেজে আত্মারা সন্তুষ্ট, প্রসন্ন থাকে। এটাই রাজ্য-সন্মার যথার্থ অনুভূতি। বিজ্ঞানের সন্মার চেকিং কীভাবে করবে?

সীমাবদ্ধ দুনিয়ার বিজ্ঞান সীমিত স্থূল সাধন দ্বারা সুখ, আরামের অনুভূতি করায়। তোমাদের বিজ্ঞান যোগশক্তি। যোগ সর্বাপেক্ষা বড় বিজ্ঞান। সেখানে সাধন আর এখানে সাধনা। আত্মাকে মন আর বুদ্ধির সাধনা দ্বারা কতদূর নিয়ে যেতে পারো? সীমাবদ্ধ দুনিয়ার বিজ্ঞানী সূর্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অসীম দুনিয়ার বিজ্ঞানী চন্দ্র, সূর্যেরও উর্ধ্ব মন আর বুদ্ধির সাধনা দ্বারা কত সময়ে পৌঁছানো? আর কত খরচ লাগে? সময়কে বলা হয়ে থাকে টাইম ইজ মানি। স্থূল মানি তো ব্যয় হয় না, আবার টাইমের মানিও লাগে না। তাহলে, কত বড় বিজ্ঞান! তারা এয়ার কন্ডিশনার দ্বারা সুখ দেয়, আরাম দেয়, আর তোমরা সাধনা দ্বারা যখন চাও তখন শীতল স্থিতির অনুভব করো। যখন চাও তখন জ্বালা রূপের, শক্তি

রূপের অনুভব করতে পারো। সীমিত পরিসরের বিজ্ঞান অল্প সময়ের জন্য আরাম দেওয়ার নিমিত্ত হয়, কিন্তু তোমরা সদা আরামে থাকো। মানসিক শান্তিতে ঘুমাও। শান্তিতে ওঠো আর শান্তিতে সর্বকার্য করো। অশান্ত হও কি তোমরা? যখন আসন থেকে নেমে আসো তখন অশান্ত হও, নয়তো অশান্ত লেশমাত্র নেই।

বিজ্ঞান আর কী করে? মনোরঞ্জনের উপকরণ (সাধন) যোগান দেয়। যেমনই হোক, তোমাদের মন কখনো দুঃখী হয় না, যাতে তোমাদের সীমিত দুনিয়ার মনোরঞ্জনের আবশ্যকতা হবে, কারণ মন তখনই দুঃখী হবে যখন তুমি মনের দাস হবে। দাস হও কি তোমরা? নাকি কখনো-কখনো ৬৩ জন্মের সংস্কার উঠে আসে? এখন বাদশাহ হয়ে গেছ তো না। না তোমরা দাস হও, না তোমরা দুঃখী হও, সেইজন্য মন সদা সুখানুভবে থাকে। যখন একান্তে থাকো তখনও তোমরা সুখানুভবে থাকো, সংগঠনে থাকলেও আনন্দে থাকো। সদা আনন্দ-উৎসাহ দাতা, মালিক, বাবার সাথে তোমরা থাকো, নাকি কখনো-কখনো মান করে থাকো। মান করো না। মন কিংবা মুখ ফিরিয়ে নিও না। এমনভাবে চেক করো যে, বিজ্ঞানের সত্ত্বা তোমাদের সাথে কতটা অবিনাশী থাকে! একইরকম ভাবে প্রযোজ্য ধর্ম সত্ত্বা।

ধর্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীবন যাপনের কলা। এই ধারণাই ধর্ম। তোমরা তো সবাই ধর্ম-আত্মাও আর শ্রেষ্ঠ কর্ম আত্মাও। সুতরাং এটা চেক করো যে, তোমরা ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করছ। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ সদা নির্বিকল্প, নির্বিল্প, নির্বিকম্পী, সাকারে থেকেও সদা নিরাকারী। একে বলা হয়ে থাকে জীবন যাপনের কলা। যেখানে সীমিত দুনিয়ার কোনও ইচ্ছা থাকে না, কোনও অপ্রাপ্তি থাকে না, সদা এই গীত গাইতে থাকো - যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি, একেই বলা হয়ে থাকে - ধর্ম সত্ত্বা। এবারে ভাবো, চার সত্ত্বাই আছে তোমাদের? চার পা একরস থাকে? নাকি একটা ছোট একটা বড়? চার পা যখন একরস হবে তখনই অটল হবে নয়তো চঞ্চলতা হবে। সুতরাং শুনেছ বাবা কী দেখেছেন? প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে চার সত্ত্বা কতটা জমা হয়েছে? খুশিতে জীবন যাপন করছ তো না। যদি বাধ্যবাধকতায় বেঁচে থাকছ, চলতে হবে বলে চলছ, তাকে বেঁচে থাকা বলে না। যদি কখনো মৃত, কখনো জীবিত, কখনো শ্বাস রুদ্ধ হচ্ছে, কখনো শিথিল তো কখনো দ্রুত হয় তাহলে তা বেঁচে থাকা নয়। আত্মা।

(কোনো এক বোনের কিছু সমস্যা হয়েছে)

সেকেন্ডে কীভাবে ফুল স্টপ লাগাতে হয় জানো তোমরা, নাকি টাইম লাগে? যা অতীত হয়েছে তা অতীত, ফুলস্টপ দাও এটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানও জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তো না। অসীম বিজ্ঞানের সত্ত্বা দ্বারা সেকেন্ডে বিন্দু লাগানো অর্থাৎ ফুলস্টপ লাগানো — এইজন্যই তপস্যা করার গোল্ডেন চান্স দেওয়া হয়েছে তোমাদের। কারণ ফাইনাল পেপারে চারিদিকে প্রকৃতির পাঁচ তন্ত্র আর পাঁচ বিকার সবকিছু মিলিয়ে উত্থালপাতাল করার প্রচেষ্টা চালাবে। অতি অস্থিরতার মধ্যে সেকেন্ডে যারা অটল থাকবে তারাই পাস উইথ অনার হবে। এমন ভেবো না যে, লাস্টে একান্তে বসে পেপার দেবে। অতি অস্থিরতায় সম্পূর্ণরূপে অটল থাকবে, এটাই পেপার। এই কোশ্চেন আসবে, সেইজন্য এখন থেকে অভ্যাস করো। বাইরের অস্থিরতা যেন মনের অস্থিরতার কারণ না হয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে বিজয়ী রত্ন। আত্মা!

চারিদিকের ধর্ম-আত্মাদের যাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সত্ত্বা আছে, অসীমের বিজ্ঞান সত্ত্বা থাকা সাধনাস্বরূপ আত্মাদের, রাজ্য সত্ত্বা থাকা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের, শ্রেষ্ঠ কর্ম-সত্ত্বার কর্মযোগী আত্মাদের বাপদাদার, তোমাদের নিশ্চিন্ত বাদশাহ বানানো বাবার থেকে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

আত্মা — আজ টিচার্সও ত্যাগ করেছে। (সব টিচার পিছনে বসেছে) সুতরাং ত্যাগের ভাগ্য স্বরূপ বিশেষ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করো। টিচারদের কাজই হলো অন্যদের সামনে অগ্রচালিত করা। ভালো করেছ যে, তোমরা সেটা প্র্যাকটিক্যাল কর্মে করে দেখিয়েছ, এর জন্য অভিনন্দন। আত্মা - ডবল বিদেশিদের থেকেও অনেক পত্র আর কার্ড এসেছে, সেইসঙ্গে যারা এই দেশের তাদের থেকেও অনেক কার্ড আর পত্র এসেছে। কার্ড কোথায় রাখা হয়েছে? হৃদয়ের কৌটায় সন্তর্পণে রেখে দেওয়া আছে, যারাই নতুন বছরের বিশেষ স্মরণ-স্নেহ পাঠিয়েছে, তাদের সমেত সব বাচ্চাকে নতুন বছরে সবসময় নতুনত্বের জন্য অভিনন্দন, অভিনন্দন। এখন বিশ্বে একটা এক্সাম্পল হয়ে দেখাও যে, কর্মযোগী স্থিতির কী চমৎকার হয়, যারা এক্সাম্পল হয়, ড্রামাতে তাদের এক্সামের টাইমে এক্সট্রা মার্কস প্রাপ্ত হয়। আত্মা।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ — বাবার সাথে থাকায় শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভব সহজভাবে করছ তো না। দিনরাত বাবার সাথে অনুভূতি থাকায় সহজেই শ্রেষ্ঠ অনুভব করতে থাকবে। কারণ, কাছে হওয়ায় তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত

হয়। যেমন সাকারে কাছে থাকা সহজ লাগে, ঠিক তেমনই অব্যক্ত রূপে যত অ্যাটেনশন দিতে থাকবে ততই সহজভাবে অনুভব করবে। সবাই তোমরা নিরন্তর যোগী তো না। তোমাদের যোগী জীবন, জীবন নিরবচ্ছিন্ন হয়, দু' ঘন্টার হয় না। যখন একবার অনুভব করে নিয়েছ যে, বাবা আমার, আমি বাবার তাহলে আলাদা কীভাবে হবে? নিরন্তর যোগী জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখ, আনন্দের অনুভূতি হয় আর পরিশ্রমও হয় না। কোনো পরিশ্রমের কাজ কখনো-কখনো করা হয়ে থাকে আর যা সহজ তা তোমরা সবসময় করতে পারো। তাহলে সহজ লাগে নাকি কঠিন মনে হয়? মায়া আসে না তো? এই সময় তোমাদের নেশা উত্তপ্ত, সেইজন্য মায়া দৃশ্যগোচর নয়, আবার ওখানে যখন যাবে তখন বলবে কি, কী করবো হয়ে গেছে! যারা নিরন্তর তাদের স্থিতি ভালো। এক বাবা ব্যতীত তোমাদের কাছে উঁচু আর আছেই বা কী! প্রথমতঃ, যা কিছু উঁচু তথা শ্রেষ্ঠ তা তোমাদের প্রিয় লাগে, আর দ্বিতীয়তঃ, যে প্রিয় হয় তাকে তোমরা ভালোবাসো। তাহলে সবচাইতে প্রিয়, সর্বোচ্চ বাবাই তো না। সুতরাং তোমরা আর কী স্মরণ করবে! শুধু মাঝে-মাঝে নিজেকে চেক করতে থাকো। পার্সেন্টেজ সামান্যও কম যদি হয় তো সেটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তখন আর মায়ার আসার মার্জিন থাকবে না। কিন্তু হয় কী, চলতে-চলতে সাধারণ স্থিতি হয়ে যায় আর ভাবো যে, স্মরণ তো আছেই, বাবাকে তো ভুলিনি। কিন্তু সাধারণ হতে হতে বিস্মৃতির দিকে চলে যাও, সেইজন্য তোমাদের স্থিতি সাধারণ হতে দিও না। পার্সেন্টেজ সামান্যও কম যদি হয় তো অ্যাড করে নাও, তাহলে সদাই শক্তিশালী থাকবে। শক্তিশালী আত্মার মাঝে মায়ার আসার সাহস হয় না। মায়া আসে আর তখন তোমরা যুদ্ধ করো, এতে সময় চলে যায় এবং লিংক ছিন্ন হয়ে যায়। ছিন্ন হয়ে যাওয়া লিংক জোড়া দিলে, তাতে অবিস্থিন্ন থাকার ক্ষেত্রে ভিন্নতা এসে যায়, সেইজন্য সাধারণ স্থিতিও হতে দিও না। তোমরা এই ভুলের মধ্যেও থেকো না যে, বাবার স্মরণ তো আছেই। না, কিন্তু আমি কি সদা স্মরণ-স্বরূপ? স্মরণ-স্বরূপ অর্থাৎ শক্তিশালী। কখনো-কখনো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের বড় বিকার আসে না, কিন্তু নিজেরই স্বভাব অথবা নিজের সংস্কার সাধারণ স্থিতি বানিয়ে দেয়। অসতর্কতার রূপে এই মায়া আসে। তোমরা প্রতিদিন স্টাডি করো, মুরলীও শোনো, সেবাও করো কিন্তু যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়। তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু স্পীড কীরকম? এগিয়ে চলার সাথে সাথে ভালো স্পীডও দরকার। বাবা সব বাচ্চাকে সদাই উঁচু দেখেন আর সদাই উঁচু দেখার শুভ আশা রাখেন।

আচ্ছা - সবাই তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করা কর্ম-সম্মা তো না। শ্রেষ্ঠ কর্মের পুঁজি জমা হয়েছে, তাই না। কত জন্ম চলবে? কত জমা করেছে? পুরো কল্প চলবে নাকি ২১ জন্ম চলবে? অর্ধেক কল্পের পরেও পূজন হবে তো! পূজ্যও তখনই হও যখন শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা জমা করো। লাস্ট জন্মও দেখ কত ভালো! ভিত্তারী হওনি তো না। ডাল রুটি তো আছে। সুতরাং লাস্ট জন্ম যখন ভালো তখন অন্যান্য জন্মও অতি দুঃখের হবে না। এটা তো সুখের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা দুঃখ বোধ করো, তা নয়তো এমন দুঃখী হও না যে, তোমাদের ফকির হয়ে রুটি ভিক্ষা করতে হবে। দুনিয়ার হিসেবে তোমরা অতি দুঃখী হবে না, সত্যযুগের তুলনায় দুঃখ থাকে।

টিচারদেরও সেবার লটারী প্রাপ্তির লাক আছে। লটারী তো সবারই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এদের সেবার বিশেষ লটারী প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরাও টিচারদের দেখে খুশি হও তো না, নাকি তোমাদের মনে হয় টিচার্স কেন সামনে? যারা অন্যদের সামনে রাখে তারা আপনা থেকেই সামনে হয়ে যায়। যারা অন্যদের রিগার্ড দেয় তারা অবশ্যই রিগার্ড প্রাপ্ত হয়, এ' এক অনাদি নিয়ম। দেওয়া অর্থাৎ নেওয়া এবং নেওয়া অর্থাৎ খোয়ানো। যখন কেউ নেওয়ার চেষ্টা করে আর ভাবে, আমারও রিগার্ড পাওয়া উচিত, আমাকে কেন রিগার্ড দেয় না! সুতরাং নেওয়ার পিছনে ঘুরে বেড়ানো মানেই খোয়ানো আর দেওয়া অর্থাৎ নেওয়া। তো তোমরা দেওয়ার মালিক দাতার বাচ্চা, নাকি গ্রহীতা? দেবতা মানে যারা দেয়। এটা ভালো - বাবাও খুশি, বাচ্চারও খুশি, তাহলে আর কী বাকি রইলো? টিচাররা সবচাইতে বেশি খুশি, কারণ তারা স্টুডেন্টদের যখন দেখে তারা খুশি হয়। আচ্ছা।

***বরদানঃ-** আত্মিক বৃত্তি, দৃষ্টির দ্বারা দুঃখের লেশমাত্র সমাপ্ত করে সদা সুখদায়ী ভব ব্রাহ্মণদের সংসার অভিনব ও অনুপম তো তাদের দৃষ্টি-বৃত্তি সব অনুপম। যারা চলতে ফিরতে আত্মিক দৃষ্টি, আত্মিক বৃত্তিতে থাকে তাদের কাছে দুঃখের লেশমাত্র থাকতে পারে না, কারণ দুঃখ হয় শরীর বোধ থেকে। যদি শরীর বোধকে ভুলে আত্মিক স্বরূপে থাকো তবে সদাই সুখই সুখ। তোমাদের সুখময় জীবন সুখদায়ী হয়ে যায়। তারা সদা সুখের শয্যায় শোয় আর সুখস্বরূপ থাকে।

***স্নোগানঃ-** নিজেকে দেখো আর নিজের যা থামতি আছে তাকে ভরো, তবে ভগবানের (খুদা) ভালোবাসা পাবে।

2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানাতে, সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ স্বর্গের মালিক, তোমাদেরও কর্তব্য হল সবাইকে নিজের সমান বানানো”

*প্রশ্নঃ - সবথেকে নম্বর ওয়ান কনফারেন্স কোনটি এবং কবে হয় ? তার থেকে প্রাপ্তি কি হয় ?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে আত্মা আর পরমাত্মার মিলনই হল নম্বর ওয়ান কনফারেন্স। যখন এই কনফারেন্স হয় তখন আত্মাদের পরমাত্মার থেকে মুক্তির বা জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। একে সত্যিকারের কুস্তিও বলা হয়। এই কুস্তির মেলা হল ফাস্ট ক্লাস কনফারেন্স। এরপর আর কোনো কনফারেন্স, যন্ত্র, তপস্যা ইত্যাদি হয় না। সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মহিমার গান শুনেছে। বাচ্চারা জানে যে ভক্তি মার্গে মহিমা-ই হয়ে এসেছে। যেটা পাস্ট হয়ে গেছে তারই আবার মহিমা হয়। জগদম্ভার মহিমা গাইতে থাকে - তুমি হলে ভাগ্য বিধাতা। এখন এটা হল ভক্তি আর মহিমা। তোমরা ভক্তি আর মহিমা করতে পারো না। তোমরা জানো যে সৌভাগ্য বিধাতা হলেন এক বাবা। ভাগ্যবিধাতা বা সৌভাগ্য বিধাতা হলেন এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এটা এই সময়েই তোমরা জানতে পারো। তারা কেবল ভক্তি করতে থাকে, মহিমা গাইতে থাকে। এখন তো আমরা ভক্ত নই। আমরা হলাম ভগবানের সন্তান। কীভাবে ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বানাতে হয়, কীভাবে নিজেকে ভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্যশালী শ্রীমৎ অনুসারে বানাতে হয়, সেটা নির্ভর করে প্রত্যেকের পুরুষার্থের উপর। এই সময় তোমরা পুরুষার্থী হয়েছো বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এটা জানো যে সকল বাচ্চাদেরকে এক বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্য বিধাতা হলে তোমরা, কেননা তোমরা হলে মা-বাবার সন্তান। তোমাদেরও কর্তব্য হল যে প্রত্যেক মানুষকে ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বানানো। সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানাতে হবে। যারা ১০০% ভাগ্যশালী হয় তারাই স্বর্গের মালিক হয়। তাদের মধ্যেও পুনরায় নম্বরের ক্রম আছে। সূর্যবংশীকেই সৌভাগ্যশালী বলা হয়। ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে যায় তো তাকে স্বর্গ বলা যায় না। তাকে সূর্যবংশী বলা যায়না। বাচ্চারা তো জানে যে আমাকে তো ১০০% সৌভাগ্যশালী হতে হবে। সূর্যবংশীতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। এটা হল ঈশ্বরীয় কলেজ তাইনা। ঈশ্বর হলেন বিশ্বের রচয়িতা। এটা হলই বিশ্বের মালিক হওয়ার কলেজ। ঈশ্বর পড়াচ্ছেন, বলছেন যে আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। মহারাজাদেরও মহারাজা তৈরি করছি। এটা তোমাদের পড়ার উপর নির্ভরশীল, যে যতটা পড়বে সে অন্যদেরকেও এইভাবেই পড়াবে। এইরকমই সৌভাগ্যশালী বানাবে। বাচ্চারা তোমাদের ধান্দাই হলো এটা। শিব বাবা হলেন শিক্ষক। বাকি, ব্রহ্মা সরস্বতী ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সবাই শিখছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা জানে যে আমরা পুনরায় সেইরূপ দেবতা হচ্ছি। এই সময় ভারতে কোনও ধর্ম নেই। দেবতা ধর্মকে জানেই না। ধর্মকে না জানা মানে ই-রিলিজিয়াস (অধার্মিক) হওয়া। ধর্মের মধ্যে শক্তি থাকে। দেবী দেবতা ধর্মের যারা তারা যখন সত্য যুগে ছিল তো অগাধ সুখ ছিল। এখন তো হল কলিযুগ। পুরুষার্থ করে সত্যযুগে আসতে হবে। জীবন্মুক্ত হতে হবে। জীবনবন্ধের ত্যাগ করতে হবে। স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ বলো বা যোগ বলো, কথা তো একই। যোগকেই বলা হয় কমিউনিয়ন বা যোগাযোগ (আলাপন) তোমাদের যোগ হলোই এক শিব বাবার সাথে। দ্বিতীয় কারো সাথে কমিউনিয়ন নেই, কেবল এক শিব বাবা ছাড়া। তো তাঁকেই স্মরণ করো। ‘বাবা তুমি কতইনা মিষ্টি। না এ আমাদের মনের মধ্যে ছিল, না হৃদয়ে ছিল, তুমি কতই না অসম্ভবকে সম্ভব করছ, আমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করছো।’ যেকোনো পরিস্থিতিতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে বা কমিউনিয়ন (আলাপন) করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, বাবার সাথে কথা বলতে থাকো। তাঁর সাথে সকলের কমিউনিয়ন আছে। যখন বিপদ আসে তখন বলে, হে ভগবান এর আয়ু বাড়িয়ে দাও, প্রার্থনা আমাদের, এরপর মর্তি বাবা তোমার। তো এটাই হলো কমিউনিয়ন তাই না। এই স্মরণের যাত্রা হয়েই থাকে একবার, যখন বাবা এসে শেখান। অন্যান্য সব কমিউনিয়ন মানুষ মানুষকে শেখায়। গুরুর কাছে যায়, কৃপা করো, ক্ষমা করো, এই সমস্যার সমাধান করো। এখন তোমরা বাবার কাছে বসে আছো। বাবাকে স্মরণ করে বলতে পারো, বাবা এই পরিস্থিতিতে আমি কি করবো! বাবা বোঝান, বাচ্চারা ড্রামা অনুসারে দুঃখ-সুখ হতেই থাকে। তোমাদের কমিউনিয়ন হলই বাবার সাথে।

বাবা বলেন বাচ্চারা এ হল তোমাদের কর্মভোগ। এখন আমি তোমাদের কর্মভোগীত অবস্থা বানাতে এসেছি। কর্মভোগ তো

ভুগতেই হবে। এখন আমি তোমাদের এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছি। এই কমিউনিয়ন হয়ই আত্মার সাথে পরমাত্মার। পরমাত্মা বসে আত্মাদের সাথে কমিউনিয়ন করেন। এছাড়া অন্য কোথাও পরমাত্মা আত্মাদের সাথে কমিউনিয়ন করেন বা আত্মারা পরমাত্মার সাথে কমিউনিয়ন করে, এটা হতে পারে না। সেখানে তো না আত্মারা নিজেকে জানে আর না পরমাত্মাকে জানে। কেবল গল্প বলে থাকে। এটা আগে কখনো শুনেছো কি পরমাত্মা হলেন স্টার, তার মধ্যেই সমস্ত অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে। কখনও এইরকম শব্দ শুনেছ ? তাদের মধ্যে কমিউনিয়ন হয়না। বার্তালাপ হয় না। তারা তো কেবল ব্রহ্মকে স্মরণ করতে থাকে। ব্রহ্মের সাথে তো কিছুই বার্তালাপ হতে পারে না। বার্তালাপ তো হয় আত্মাদের সাথে। আকাশের সাথে কি বার্তালাপ করবে ? আত্মারা যারা মহাত্মে থাকে, সেখান থেকে তারা এখানে ভূমিকা পালন করতে আসে, এছাড়া নির্বাণধামে কি কমিউনিয়ন করবে ? সেটা তো হলো তত্ত্ব, তাই না। কমিউনিয়ন হয় পরমাত্মার সাথে। আত্মাই বলে, শোনে এই অর্গান্সের দ্বারা। আত্মা ছাড়া তো শরীর কোনও কাজ করতে পারে না। আত্মাদের সাথে পরমাত্মার এই কমিউনিয়ন একই বার হয়ে থাকে। যার জন্য এই মহিমা গাওয়া হয় - আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল...। এখন কমিউনিয়ন হয়। ব্যাস্, পুনরায় এই কল্পে আর কখনো হয় না। দেবতাদের কমিউনিয়ন হয় কি ? তারা তো কখনও স্মরণই করে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমাদের আত্মাদের কানেকশন আছেই বাবার সাথে। বাবাকেই সবাই স্মরণ করতে থাকে, হে পতিত-পাবন এসো। আত্মা বলছে পরমপিতা পরমাত্মাকে, যিনি এই সময় এই শরীরে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে বলা হয় শান্তি প্রদাতা। আমরা পুনরায় শান্তিধামে কীভাবে আসবো ? বাবা বলেন বাচ্চারা, আমাকে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার দিতে কল্পে-কল্পে আসতে হয়। স্মরণও করতে থাকে পতিত-পাবন এসো। তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা এখন আমার কাছে আসতে হবে। আত্মার উপরে পাপের বোঝা অনেক আছে। আত্মাকেই ভুগতে হয়। শরীর ধারণ করিয়ে শান্তি দেয়। তবেই তো আত্মার অনুভব হয় তাইনা। শরীরে আঘাত লাগলে তো আত্মার কষ্ট হয় তাই না। পূণ্য আত্মা পাপ আত্মা বলা হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই যে আমি হলাম আত্মা। কমিউনিয়ন সকল আত্মাদের সাথে আত্মাদেরই হয়। আত্মারাই সমস্ত খেলা খেলতে থাকে। আত্মা শরীরের সাথে বলে যে - আমার সাতটি সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। তিনি বলেন - আমি এই শরীরে এসেছি, আমার অনেক অনেক সন্তান। কতো কতো বাচ্চার ঠাকুরদাদা হই। হিসাব কি করতে পারা যায় ! পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করছেন। আত্মা ব্রহ্মা কার সন্তান ? শিববাবার। এটা বুদ্ধিতে থাকে যে পরমপিতা, ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করছেন। ব্রহ্মা ক্রিয়েটর (রচয়িতা) নন। ক্রিয়েটর নিরাকার শিব পরমাত্মাকেই বলা হয়। তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। তিনি বারে বারে "বাচ্চারা, বাচ্চারা" বলতে থাকেন। এখন এই সব কথা তোমরা বুঝতে পারছো। সেটাও আবার সকলের বুদ্ধিতে একরস (সমান ভাবে) বসে না। বাবা-ই উত্তরাধিকার দেবেন, যোগ্য বানাবেন। বাবাকে স্মরণ করো। একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয়। এর দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। পুনরায় অন্তিম কালে যেমন মতই সেই অনুসারে গতি হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারাই নিরোগী হবে। আয়ু বৃদ্ধি হয়ে যাবে। পুরুষার্থের দ্বারা প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে। দেবী-দেবতারা সত্যযুগের মালিক কীভাবে হয়, এটা কেউই জানেনা। মহিমা গাইতে থাকে। অর্থ কিছুই জানেনা। কতো পূজা করতে থাকে, তীর্থযাত্রা করতে থাকে। এখানে তো একদমই শান্তি। যদিও বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর কিন্তু বলেন যে এটা তো সেকেন্ডের কথা। কেবল আমাকে স্মরণ করো তাহলেই উত্তরাধিকার তোমাদেরই হবে। মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব। বাকি সবই হল বিস্তারিত ভাবে বোঝার বিষয়। সেটাও কত সময় ধরে বোঝাতে থাকেন। তারা তো কত কনফারেন্স করতে থাকে। ধর্মীয় সম্মেলন করতে থাকে। যোগ সম্মেলন করতে থাকে। সবই হল বেকার (ফালতু)। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রদান করেন এক বাবা-ই। আত্মাদের সাথে পরমাত্মার যখন কনফারেন্স হয় তখনই পরমাত্মার দ্বারা আত্মাদের মুক্তি প্রাপ্ত হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা থাকে বহুকাল... সুন্দর মেলা হয়ে যায়, যখন সঙ্গী মিললেন দালাল রূপে। বাবা-ই এসে নতুন দুনিয়া রচনা করেন, যোগ্য তৈরী করেন। সবথেকে নম্বর ওয়ান কনফারেন্স হল এটাই। একেই কুস্তুর মেলা বলা হয়। কুস্ত সঙ্গমকে বলা হয়। এই সঙ্গমের মেলা হল ফার্স্ট ক্লাস কনফারেন্স, যখন পরমাত্মা এসে আত্মাদের সাথে মিলিত হন। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এরপর এই কল্পে আর কোনও কনফারেন্স, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি কিছুই হয় না, সব বন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের এই আত্মা পরমাত্মার কনফারেন্স কেন নম্বর ওয়ান ? আত্মা জীবের মধ্যে প্রবেশ করে জীবাত্মা হয়। বলে যে আমি এর মধ্যে প্রবেশ না করলে, নিজের পরিচয় কীভাবে দেব আর ত্রিকালদর্শী বা স্বদর্শন চক্রধারী কীভাবে বানাবো! তোমরা বলো যে আমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হই। মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। বিষ্ণুর সাথে কৃষ্ণকেও চক্র দিয়ে দিয়েছে। গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। নাহলে তো চক্রের কথাই ছিলনা। বাবা বসে তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। এই কনফারেন্স কতই না ফার্স্ট ক্লাস। বাকি যেসব কনফারেন্স হতে থাকে সেসব হল সময়ের অপচয়। সবথেকে শ্রেষ্ঠ কনফারেন্স হল এটাই। জীবাত্মাদের সাথে পরমাত্মার। জীব আত্মা স্মরণ করে পরমাত্মাকে, তো অবশ্যই জীবের মধ্যে আসবেন তাই না। নাহলে তো বলবেন কীভাবে ? এই কনফারেন্স হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ, যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা এসে সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন। পতিত

আত্মাদের সাথে অবশ্যই পতিত-পাবনের কনফারেন্স হবে, তবেই তো পাবন বানাবেন। কত সহজ বোঝার মতো কথা। সর্বোত্তম যোগ হলো আত্মাদের সাথে পরমাত্মার যোগ। সেটাও পরমাত্মা নিজে এসে শেখাচ্ছেন মামেকম্ স্মরণ করো। হে জীবাত্মারা, আমার সাথে অর্থাৎ নিজের পারলৌকিক বাবার সাথে যোগ রাখো, তাহলে তোমাদের সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হবে। যখন সমস্ত আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, তখন অবশ্যই পরমাত্মা এসে উত্তরাধিকার প্রদান করবেন। সকলের সঙ্গতি দাতা জীবন্মুক্তি দাতা হলেন বাবা। এইরকম কথা আর কেউ তো শোনায় না। তোমরা শোনাতে তো বলবে আর তো কারো থেকে এই কথা শুনি। তোমরা তো খুব ভালো বোঝাচ্ছে। এই কথা তো কোনও শাস্ত্রেও নেই। কিন্তু শাস্ত্রে কি করে আসবে? বাবা বলেন যে - সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। শাস্ত্র পড়ে কি শিখবে? বাবা বলেন কালেরও কাল। বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যান। অবশ্যই আসবেন তবেই তো পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমাদেরকে পাবন বানাচ্ছেন। সত্যযুগে সবাই হল পাবন। অবশ্যই সঙ্গমে আসবেন, পাবন বানানোর জন্য। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে এটা হল কল্পের সঙ্গম। বাবা এসেছেন তোমাদের কমিউনিয়ন নিজের সাথে করাতে। বলেন যে আমি সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে এসেছি। এই দাদা কোনও ব্রহ্মা ছিলেন না। যদিও তিনি বাস্তুবে ব্রাহ্মণ (জাগতিক) ছিলেন, কিন্তু সেটাও ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। এখন ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত হয়, তাই ব্রহ্মা চাই। তিনি নিজে বলছেন যে আমি ব্রহ্মার শরীরে এসেছি। নম্বর ওয়ান পাবন তথা নম্বর ওয়ান পতিত, ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, তাই পাবন হবেন তাই না। পুনরায় ফরিস্তা হন, তত্বম্। ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হবেন। যার যত বেশি পুরুষার্থ চলে সে ততো বেশি উচ্চপদ প্রাপ্ত করে। তোমরা সবাই হলে কল্যাণকারী, তাই না। কেবল একা বাবা খোড়াই করেন। খুদাই-খিদমতগার তো অনেক চাই তাই না। তোমরা এখন অন গড ফাদারলী সার্ভিসে তৎপর আছো। ইংরেজি শব্দটি খুব ভালো। তারা যদিও হেভেন-এ যায় না, গাইতে থাকে - স্থাপনাকারী হলেন হেভেনলি গডফাদার। মুসলমানরা বহিস্ত বলে থাকে। নিজেরা বহিস্তে খোড়াই যায়। এটা তো হল বুদ্ধির কথা। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। হেভেন-এর স্থাপন কর্তা বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হেল-এর (নরকের) অন্তিম সময় এলে তবেই তো পুনরায় বাবা এসে হেভেন-এ নিয়ে যাবেন। হেল-এই বাবাকে আসতে হয়, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। এখন তোমরা দোজক অর্থাৎ নরক আর বহিস্তের মাঝখানে বসে আছো, অন্যরা সবাই নরকে আছে। কেবল তোমরা বাচ্চারাই নিজের পুরুষার্থের দ্বারা বহিস্তে যাও, এই জন্য তোমাদের অনেক খুশি হওয়া চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এক বাবার সাথেই সত্যিকারের কমিউনিয়ন (যোগ) রাখতে হবে, বাবার সাথেই আন্তরিক ভাবে বার্তালাপ করতে হবে। বাবার সামনে নিজের কথা রাখতে হবে, কোনও দেহধারীর সামনে নয়।

২) খুদাই-খিদমতগার হয়ে সবাইকে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা বলতে হবে। সকলের কল্যাণকারী হতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা সুখ দিয়ে আর সুখ নিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী ভব যে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী হয় সে সর্বদা বাবার সাথে সুখের দোলনায় দুলতে থাকে। তার মনে কখনো এই সংকল্প আসেনা যে অমুকে আমায় অনেক দুঃখ দিয়েছে। তার এই প্রতিজ্ঞা থাকে যে - না দুঃখ দেব, না দুঃখ নেবো। যদি কেউ জোরজবস্তি দুঃখ দিয়েও দেয় তবুও সেটা ধারণ করবো না। ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ সর্বদা সুখী। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো সুখ দেওয়া আর সুখ নেওয়া। তারা সর্বদা সুখময় সংসারে থাকা সুখ স্বরূপ আত্মা হবে।

স্লোগানঃ:- নম্র হও তাহলে মানুষ নমস্কার জানিয়ে সহযোগিতা করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় উঠে রোজ বাবার স্মরণের ঘৃত ঢালো, তাহলে আত্মা রূপী জ্যোতি সদা জাগ্রত থাকবে"

*প্রশ্ন:- কোন্ একটি কর্তব্য বাচ্চাদের আছে, যা বাবার নেই ?

*উত্তর:- বাচ্চারা বলে যে, বাবা অমুক সম্বন্ধীর বুদ্ধির তালা খোলো...বাবা বলেন, এই কাজ আমার নয় । বাচ্চারা, এ তো তোমাদের কর্তব্য । তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তাই তোমরা অন্যদেরও তালা খুলে তাদের স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত বানাও অর্থাৎ সবাইকে মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দাও ।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । তোমরা জাগ্রত বাচ্চারা বসে আছো, এবার তোমাদের অন্যদেরও জাগাতে হবে । অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগাতে হবে । তোমরা জাগ্রত হয়েছো, তাও নম্বরের ক্রমানুসারে, কেননা প্রতি মুহূর্তে তোমরা ভুলে যাও । যিনি জাগ্রত করেন তিনি বলেন, সজনীরা ভুলে যেও না । এ হলো স্মরণের ঘৃত । মানুষের মৃত্যু হলে প্রদীপে ঘৃত ঢালতে থাকে যাতে প্রদীপ নিভে না যায় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা স্মরণ করতে থাকো । এই স্মরণ করার জন্য অথবা ঘৃত ঢালবার জন্য ভোরবেলার সময় খুব ভালো । ভোরবেলা স্মরণ করলে সেই স্মরণ দীর্ঘ স্থায়ী হয় । তোমাদের প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে গেছে । এখন তোমরা স্মরণের দ্বারা সেই প্রদীপ জাগিয়ে থাকো । তোমাদের প্রদীপ জাগ্রত থাকে । সত্যযুগ থেকে ত্রেতা পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে, একে দীপমালা বলা হয় । রুদ্রমালা আর দীপমালা ---একই ব্যাপার । স্মরণ তো শিব বাবাকেই করতে হবে, তাই না। তোমরা তো প্রকৃতপক্ষে রুদ্রমালার মুক্তো, তাই না ! অর্থাৎ তোমরা নির্বাণধামে থাকো । তাকে শিব বাবার ধাম, রুদ্র ধামও বলা যেতে পারে । বাচ্চারা জানে যে, আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে। এই স্মরণের দ্বারাই প্রদীপ জাগ্রত হবে । তোমরা এই শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত পাও । এমন গায়নও আছে যে, শ্রীমৎ লাভ হয়েছিলো, তাতে শ্রেষ্ঠ সত্য ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । তোমাদের এখন বড় ঝাঁক তৈরী হয়েছে । নম্বরের ক্রমানুসারে যতটা জাগানো যেতে পারে, ততটা জাগাতে পারো । এই প্রদীপকে জাগ্রত করার জন্য ভোরবেলা উঠতে হয়, ঘৃত ঢালতে হয়, এতে কোনো সমস্যা নেই । বাবাকে স্মরণ করা, এটাই হল ঘৃত ঢালতে থাকা। আত্মা এতেই পবিত্র হতে থাকে । আত্মা পূর্বে পতিত ছিলো অর্থাৎ জ্যোতি নিভন্ত ছিলো । এখন বাবাকে স্মরণ করলে জ্যোতি জাগ্রত হবে আর বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে অর্থাৎ আত্মা পবিত্র হতে থাকবে । এখন আত্মার উপরে অজ্ঞানতার ছায়া পড়ে আছে । বাবা হলেন সবথেকে বড় সার্জন । তিনি কোনো স্থূল ওষুধ খাওয়ার জন্য দেন না । তিনি কেবল বলেন মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো। এই স্মরণই সমস্ত ওষুধের কাজ করে । এই স্মরণেই তোমরা ভবিষ্যৎ জন্ম - জন্মান্তরের জন্য স্বাস্থ্যবান হয়ে যাও । ওরা তো নানা ধরনের যোগ শেখায়, ওতে অনেকেই পালোয়ান তৈরী হয় । অনেক পরিশ্রমও করে ।

তোমরা এখন মহাবীর হও । পবিত্রতাকেই মহাবীরত্ব বলা হয় । এতে আয়ুও অনেক বৃদ্ধি পায় । বাবার স্মরণে শক্তিও প্রাপ্ত হয় । বাবা বোঝান যে, তোমাদের যদি পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হয়, তাহলে এই অস্তিম জন্ম পবিত্র হও । সন্ন্যাসীরাও পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করে, কিন্তু তারা তো অনেক দূরে জঙ্গলে চলে যায় । তোমাদের এখানেই গৃহস্থ জীবনে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে । তোমরা জানো যে, এই সন্ন্যাসের প্রাপ্তি অনেক বেশী । ওরা তো কিছুই জানে না যে, আমরা মুক্তি পাবো, নাকি কি হবে আমাদের ! ওদেরও তো পুনর্জন্মে আসতেই হবে । তোমরা তো এই মৃত্যুলোকে আর আসবেই না । তোমাদের অমরপুরীতে যাত্রা করতে হবে । তফাৎ তো হয়ে গেলো, তাই না । সন্ন্যাসীরা যতই হঠযোগ ইত্যাদি করুক না কেন, তবুও তাদের এই মৃত্যুলোকেই আসতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাত্রা করতে হবে, এইজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়, সেই পরিশ্রম করতে ওরা ভয় পায় । ওরা মনে করে, গৃহস্থ জীবনে থেকে আমরা যোগী হতে পারবো না । ওরা কিছুই জানে না যে, সন্ন্যাসে কি প্রাপ্ত হবে ? ওদের কোনো লক্ষ্যই (অভীষ্ট) নেই, তোমাদের কাছে তো লক্ষ্য (অভীষ্ট) আছে । ওরা তো বলবেই না যে, আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো । ওরা তো মুক্তিধামে যাবে, কিন্তু ওরা তো তা জানেই না । তোমরা তো রাজ পরিবারে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করছো । এখানে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে, আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো কথা নেই । এমন নয় যে, তোমরা বললে, আমার পতির বুদ্ধির তালা খুলে দাও, আশীর্বাদ করো। আমি কি সকলেরই তালা খুলে দেবো ? বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায়, তবুও তোমাদেরই পরিশ্রম করতে হয় । বাবা কারোরই তালা খোলেন না । ড্রামা অনুসারে যে বাচ্চাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তাদের এখানে আসতেই হবে । যাদের পূর্ব কল্পেও তালা খুলে গিয়েছিলো, তাদেরই আবার খুলবে । হ্যাঁ, শুভ চিন্তক

হয়ে রায় দেওয়া হয়। দয়া তো হয়ই যাতে তারাও যেন বিত্তবান হতে পারে। তালা খুললে স্বর্গে চলে যাবে। এরাও যেন স্বর্গের মালিক হয়ে যায়, এমন চিন্তা করাই হলো তোমাদের কাজ। ওদের হলো জাগতিক সন্ধ্যাস। তোমাদের হলো অসীম জগতের সন্ধ্যাস। তোমরা অসীম জগতের রাজ্যের অধিকার চাও। ওদের মুক্তি হলো এমন, যেমন তোমাদের জীবনমুক্তি। সবসময়ের জন্য তো আর মুক্তি হতে পারে না। পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হবে। বাচ্চারা জানে যে, প্রথমে যখন ওখান থেকে আসে, তখন পুনর্জন্ম হলেও খুব ভালো সতোপ্রধান অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তারপর রজঃ, তমঃতে এসে যায়। তোমরা হলে সবথেকে উচ্চ বংশের। সর্বপ্রথম হল আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের বংশ। তারপর অনেক প্রকারের ধর্মের স্তম্ভ বের হয়। তারা সব পরের দিকে আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা থাকা উচিত। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, ওরা শূদ্র। আমরা এই শিক্ষা পেয়ে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছি। কে আমাদের এমন তৈরী করেন? যিনি চির সতোপ্রধান, তিনি কখনোই রজঃ বা তমঃতে আসেন না। তিনিই আমাদের তৈরী করছেন। প্রত্যেকেই পরিশ্রম করতে হবে। তোমাদের পরিশ্রমে তোমরা স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। প্রত্যেকেই তোমরা নিজের রাজধানীর সুরক্ষা করো। তোমাদের সাহায্য করেন একমাত্র অসীম জগতের পিতা। তিনি সহজভাবে উপায় বলে দেন। এর নামই হলো সহজ রাজযোগ, যার থেকে দৈবী স্বরাজ্য পাওয়া যায়। স্ব অর্থাৎ আত্মাই রাজ্য প্রাপ্ত করে। আত্মা বলে, আমরা এখন বেগারী (ভিক্ষুক) শরীরে আছি। এরপর রাজার শরীর প্রাপ্ত করবো। তোমরা আত্মারা এখানে বসে আছো, তোমাদের যাঁর কাছে যেতে হবে, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। গুরুরা মন্ত্র দান করেন। এখানে বাবা যে মন্ত্র দেন, তা আর কেউই দেয় না। বাবা একটাই মন্ত্র দেন, আমি তোমাদের নিরাকার বাবা। আমি তোমাদের টিচারও, আবার পতিত পাবন গুরুও। আমি তো নিরাকারই, তোমাদের এই নিশ্চয়ের প্রয়োজন। আমাদের বাবা পতিত পাবন, তিনি নিরাকার, জ্ঞানেরও সাগর। তিনি রাজযোগের দ্বারা আমাদের মহারাজা - মহারানী বানান। অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ১০০ শতাংশ সম্পত্তিবান, আয়ুষ্মান ভব। দেবতাদের মতো আয়ু আর কারোরই হয় না। পুত্রবান ভব, এতে তোমাদের কুল চলতে থাকে। তোমরা জানো যে, ওখানে বিকার থাকতে পারে না। আত্মার নিজের নলেজ থাকে। আমরা সকলেই গিয়ে প্রথমে বাচ্চা হবো, তারপর যুবা হয়ে পরবর্তীতে বৃদ্ধ হবো। তারপর অন্য দেহ ধারণ করবো। ওখানকার নিয়মকানুন অন্য, আর এখানকার নিয়মকানুন অন্য। বাবাই তা বোঝাতে পারেন। তিনি রোজ বলেন --

বাচ্চারা, জীব আত্মারা, তাহলে জীব ছাড়া কিভাবে শোনাবেন? একথা স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা বোঝাচ্ছেন, কিন্তু এও ভুলে যায়। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে বসে আছো। তোমরা এও জানো যে, জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমরা অপ্রয়োজনীয় কথা শুনে এসেছো। কতো গীতা, পুস্তক ইত্যাদি শুনে এসেছো। এখন হলো সঙ্গম যুগ। সঙ্গম যুগের অর্থই হলো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, তাই একে মঙ্গলময়, কল্যাণকারী যুগ বলা হয়। সঙ্গম যুগকে ভুলে যাওয়ার কারণে নিজের রাজধানীকেই ভুলে যায়। যদিও তোমরা প্রদর্শনী ইত্যাদি রাখো, তবুও কারোর বুদ্ধিতেই বসে না। তারা এতটাই বলে থাকে, এখানে ঈশ্বর প্রাপ্তির ব্যাপারে খুব ভালো বোঝানো হয়। ব্যস। একথা বুঝতেই পারে না যে, ঈশ্বর এখানে পড়ান। বিশেষ কয়েকজনেরই বিশ্বাস হয়, যারা বলে যে, অবশ্যই এটাই ঠিক। আমরাও বুঝতে পারি যে এখানে পড়ান পরমপিতা পরমাত্মা। যেমন ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিরা পরের দিকে মেনে নিয়েছিলো যে, পরমাত্মা এদেরকে পড়ান। পরের দিকে এই জ্ঞান আসবে। যদিও প্রদর্শনীতে হাজার জন আসে, কিন্তু এ কেউই বুঝতে পারে না যে, তোমাদের নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। ওরা বলে দেয় যে, এই কথা আমরা বুঝতে পারি না। নিরাকার কিভাবে পড়াবেন? আচ্ছা, আমরা এসে বুঝবো, এই বলে তারপর আর আসে না। এমনও হয়ে থাকে। তোমরা কতো বোঝাও - চলো, আমরা তোমাকে স্বর্গের বাদশাহী দেবো, তাও মানে না। স্বর্গের চারা রোপন হচ্ছে। বাবা বোঝান, তোমাদের ভক্তদের বোঝাতে সহজ হবে। তোমরা সর্বব্যাপী বলে দাও, তাহলে পূজা কেন করো? এ তো জড়, তোমরা হলে চৈতন্য। তোমরা তো বড় হয়ে গেলে, তাই না। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, অসীম জগতের বাবা একজনই। তাঁরই মহিমা। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, পতিত - পাবন। এই দুনিয়া এখন পতিত, একে পাবন বানান একমাত্র বাবাই। তাহলে তিনি অবশ্যই সঙ্গমে আসবেন। এখন তিনি এসেছেন, তিনি বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। গীতাতে 'মামেকম্' শব্দ আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার কারণে বুদ্ধিতে বসে না। তোমরা জানো যে, এই জ্ঞান হলো খুবই সহজ, কিন্তু এতে বিঘ্ন আসতেই থাকে। আত্মীয় পরিজনেরা সবাই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। আমি তোমাদের এই দিকে টানতে থাকি, তারা আবার ওইদিকে টানতে থাকে। বড় শিকল যে। বাবা বোঝান, এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। শিব বাবা তো জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। কিছু তো তিনি করেছিলেন, তাই না। তিনি স্বর্গ স্থাপন করেন। আমি কেবল বলি - তোমরা আমাকে স্মরণ করো। কৃষ্ণ তো একথা বলতেই পারে না। বোঝানোর জন্য খুব পরিশ্রম করা চাই, তোমাদের ক্লান্ত হয়ে গেলে চলবে না। অনেকেই এই পরিশ্রম করতেও পারে না। তারা অনেক অজুহাত দেখায়। বাবা কোনো পরিশ্রম করান না। তোমরা বাচ্চাদের লালন পালন

করো, খাবার প্রস্তুত করো, তিনি কেবল বলেন, তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করো । আচ্ছা, দিনে সময় না পেলে, অমৃতবেলায় স্মরণ করো । বলা হয়, প্রভাতে রাম নাম জপ করো । আচ্ছা বলে, প্রভাতে নিজের বাবাকে স্মরণ করো । বাবাও এটাই বলেন, তোমাদের নিদ্রাও সময়মতো করা চাই । সম্পূর্ণ চাট রাখতে হবে । তোমরা ভোরবেলা উঠতে পারো । এর উপর সিক্তিতে একটি কথা আছে -- তাড়াতাড়ি শোওয়া আর তাড়াতাড়ি ওঠা (সবেরে সোনা, সবেরে উঠনা, early to bed and early to rise) । এখন তোমরা বুদ্ধিমান হও । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে । তোমরা কোনো দুঃখ পাও না । তোমরা কতবড় রাজার রাজা হয়ে যাও । তোমাদের ধনের কোনো অভাব হয় না, আর সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী হও । এই সমস্ত গুণ তোমরা এখন শিব বাবার থেকে প্রাপ্ত করো । তোমরা চিরকালের জন্য হেলদি, ওয়েলদি আর হ্যাপি (স্বাস্থ্যবান, ধনবান, সুখী) হয়ে যাও । তোমরা এও জানো যে, হোলি, দীপাবলী ইত্যাদি সব এই সময়কারই কথা, যার স্মরণ ভক্তিতে করা হয় । তাই ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করা খুবই ভালো । আচ্ছা ।

বাচ্চারা গীতও শুনেছে - অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগো আর জাগাও । গৃহস্থ জীবনে থেকে সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । ওরা আবার লিখেও থাকে - বাবা, অমুকের দ্বারা আমি তোমাকে জেনেছি । এখন তো আমি তোমারই হয়ে যাবো, অবশ্যই তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো । আমি তোমারই ছিলাম । এমন চিঠি আসলে তখনই সেবার প্রমাণ পাওয়া যায় । পত্র দেখে বাবা খুশী হবেন । বাকি কেবল ক্লাসে যাওয়া, এ তো তোমরা আগেও করেছো । যেমন তোমরা আগে অন্য সংসঙ্গে নিয়ম করে যেতে । তোমাদের তো এক - একজনকে খুব ভালো করে বোঝাতে হবে এ হলো খুব উচ্চ পড়া । জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে তোমরা এমন সুন্দর নলেজ পাও । এ বোঝার জন্য পরিশ্রম চাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আচ্ছাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণের অভ্যাস বৃদ্ধি করতে হবে । এই যাত্রাতে কখনোই পরিশ্রান্ত হয়ো না বা অজুহাত দিও না । স্মরণের সম্পূর্ণ চাট রাখতে হবে । ভোজনও শিব বাবার স্মরণে প্রস্তুত করতে হবে বা গ্রহণ করতে হবে ।

২) বুদ্ধির দ্বারা অসীম জগতের সন্ধ্যাস করতে হবে । এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করতে হবে । বাবার কাছে যে মন্ত্র পেয়েছো, তা সবাইকে দান করতে হবে । যদি নিজে জাগো তবে অন্যকেও জাগাও ।

বরদান:- প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি পদে শ্রীমত অনুযায়ী সঠিক ভাবে চলে সং এবং বিশ্বাসী ভব প্রতিটি কর্মে শ্রীমত অনুযায়ী চালিত আত্মাকেই অনেস্ট অর্থাৎ সং এবং বিশ্বাসী বলা হয় । ব্রাহ্মণ জন্ম পাওয়া মাত্রই বাপদাদা দিব্য বুদ্ধিতে যে শ্রীমৎ ভরে দিয়েছেন, অনেস্ট আত্মা প্রতিটি সেকেন্ড প্রতি পদে সেই অনুযায়ী সঠিক ভাবে চলতে থাকে । সায়েন্সের শক্তির দ্বারা যেমন কোনো জিনিস ইঙ্গিতেই স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে, চালাতে হয় না, সে লাইটের দ্বারাই হোক, অথবা ভাইব্রেশনের দ্বারা, সুইচ অন করলে তা চলতে থাকে । তেমনই অনেস্ট আত্মা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা সদা আর সততঃই চলতে থাকে ।

স্লোগান:- যেখানে চিন্তা থাকে সেখানে শান্তি থাকতে পারে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার হয়ে গেলে একটা কড়িও খরচ না করে সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি পাওয়ার অধিকার অর্জন করে থাকো, নিশ্চয় হল আর উত্তরাধিকার পেয়ে গেলে।

*প্রশ্নঃ - চতুর বুদ্ধি (বিচক্ষণ) বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

*উত্তরঃ - সত্য বা প্রকৃত যাত্রা করা এবং করানোই হচ্ছে বিচক্ষণ বাচ্চাদের কর্তব্য। প্রকৃত যাত্রা হলো মন্মানাভব। এই যাত্রায় থাকলে অন্যান্য সব ধাক্কা থেকে বাঁচতে পারবে। বাবা যেমন কল্যাণকারী বিচক্ষণ বাচ্চারাও বাবার সমান কল্যাণকারী হবে।

*প্রশ্নঃ - বাবা তোমাদের সাথে কোন্ বিষয়ে কথা বলেন যা তোমরা অন্যদের কানে (শোনাতে) দিতে থাকো ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। দেহধারীকে স্মরণ করলে দেহ-অভিমান তৈরি হবে, সেইজন্যই মনে করো সব দেহধারীই মরে পড়ে আছে, আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই কথাই সবার কানে দিতে (শোনাতে) থাকো।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের ভাগ্য তৈরী করতে কি কিছু খরচ করতে হয় ? মা বাবার কাছে বাচ্চা এসেছে, কিছু কি খরচ হয়েছে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য ? জন্ম হওয়ার সাথে-সাথেই বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। সংবাদপত্রেও লেখা হয় যে অমুকের উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে। এতে বাচ্চাদের কি কোনো খরচ হয়েছে ? কিছুই না। এখানেও গাওয়া হয় সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। যদিও দুনিয়ার কেউ-ই জীবনমুক্তির অর্থ জানে না। এখন এটা তো তোমরা জেনেছ বিশ্বের মালিক জীবনমুক্ত দেবতারা ছিল। ভারতেই জীবনমুক্তি হয়। এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন বাবার সন্তান হওয়ার জন্য কি কিছু খরচ করতে হয়? শুধুই বাবা আমি তোমার। গায়ন আছে জনক সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। শুধু বাবার পরিচয় পাওয়া, যার জন্য বাবা যুক্তি বলতেই থাকেন। বলো পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ ? পরমপিতা... তিনি তো পিতা। বাবা বলেন আমার হওয়ার জন্য কোনো খরচ লাগে ? কিছুই লাগে না। শুধুই আমার হয়ে যাও, খরচ কিছুই নেই। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। এখানে খরচের কোনো কথাই ওঠেনা। বাচ্চা এসেছে কি খরচ হয়েছে ? তোমরা বাবার হয়েছ এতে কি খরচ হয়েছে। শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করেছে যে আমি তোমার। বাচ্চারা বুঝেছে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায়। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। উত্তরাধিকার হিসেবে হেভেনের বাদশাহী পাওয়া যায়। নিশ্চয়ের বিষয় (অটুট বিশ্বাস)। এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। স্মরণের দ্বারাই তোমরা হীরে তুল্য হয়ে যাবে। আমি লিখেও থাকি তোমরা জীবনমুক্তি পেতে পারো। বিনা কড়ি খরচে তোমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করবে। তোমরা কত ধাক্কা খাও। ভক্তি মার্গের যাত্রায় মানুষ কত ধাক্কা খায়। সেখানে পান্ডাও থাকে বা কোনো ধর্মপ্রাণ পুরুষও ধাক্কা খাইয়ে থাকে। পয়সাও অনেক খরচ করে, কিন্তু কিছুই পায় না। বাবা তো এসবই বোঝান কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকার কারণে বুদ্ধিতেও বসেনা যে কাউকে যুক্তি বলে দিয়ে ধাক্কা খাওয়া থেকে বাঁচাবে। শুধু বাবার মুরলী শুনে তারপর গিয়ে শোনানো - এটা এমন কিছু বড় বিষয় নয়। কাকে কি বলা উচিত, কি করা উচিত। টেনে কোথাও যাত্রা করতে যাচ্ছে। সেই সময় কি যুক্তি বের করা যায়, বাবা যেমন যুক্তি বলেন সেটা কেউ বাস্তবায়িত করেনি। কাউকে খুব ভালোবাসার সাথে বোঝানো উচিত, পতিত-পাবন যিনি জ্ঞানের সাগর তাঁর সাথে তোমার কি সম্বন্ধ ? এখনও পর্যন্ত কেউ বাবাকে লেখেনি যে বাবা এই কাজে লেগে পড়েছি। অমুক-অমুককে জিজ্ঞাসা করেছি ওরা কি করে। বাবাকে কোনো খবরই দেয় না। বাবার কাছ থেকে তোমরা এক সেকেন্ডেই জনকের দৃষ্টান্ত অনুরূপ জীবনমুক্তি পেতে পার, যদি প্রথমে এই ধাঁধা সমাধান করতে পারো। বাবা ফার্স্টক্লাস কথা শোনান - প্লাস্টিকের ছোট কার্ড ছাপিয়ে নাও। ভালো পোস্টকার্ড হতে হবে যাতে যে কোনো জায়গায় পাঠানো যেতে পারে। তীর্থে গিয়ে তো ধাক্কাই খেতে থাকে। তোমরা লিখতে পারো যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে ধাক্কা খাওয়া থেকে যদি মুক্তি পেতে চাও তবে এই ধাঁধার সমাধান করো। এর সমাধান করতে পারলে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারবে। বাবা শব্দ তো দেন। বুদ্ধিমান বাচ্চা হলে যথার্থ ভাবে লিখে সুন্দর করে ছাপিয়ে পাঠাবে। বড় শহরে ঝট করে কাজ হয়ে যায়। খুব সুন্দর প্লাস্টিকের কার্ড হবে, তার মধ্যে ত্রিমূর্তির চিত্র চাইলে লাগাতে পারো, নাও পারো। বাবা অনেক রকম সুন্দর যুক্তি দিয়ে থাকেন। জনক এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। ওরা শুধু গেয়েই থাকে, কিন্তু কেউই কিছু জানে না। যদিও অষ্টবক্র গীতায় এর উল্লেখ আছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। সবই দলু কথা (অতিরঞ্জিত করা গল্পকথা) । তোমরা প্র্যাকটিক্যালী বোঝার জন্য বসেছো আর কারো বুদ্ধিতেই নেই। বুদ্ধিমান

(সমঝদার) হলেন একজনই, গডফাদার। বাকি সবাইকে রাবণ অবিবেচক করে তুলেছে। পবিত্রদের বিবেচক, পতিতদের অবিবেচক বলা হয়। এই অসীমের বিষয় সম্পর্কে কেউ জানেনা, এটা খুবই সহজ। শুধু বলো তিনিই আমাদের সত্য পিতা। পিতার কাছ থেকে তো অবশ্যই বিনা খরচে বাচ্চাদের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। বাচ্চা জন্ম নেয় আর উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। লৌকিক পিতার কাছ থেকে বাচ্চারা জীবনবন্ধের উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। ইনি একজনই পিতা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। এখানে হচ্ছে রাবণের আসুরি রাজ্য। এখন এই ঈশ্বর হলেন বাবা, বলাও হয়ে থাকে হেভেনলি গডফাদার। সুতরাং ঔঁনার কাছ থেকেই হেভেনের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। হেভেন বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। পুরানো দুনিয়ার মহা বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। তোমরাও বলে থাকো আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমার কুমারী। শিববাবার সন্তান তো অবশ্যই, উত্তরাধিকারের অধিকারীও হয়ে যাই। শুধুমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। কার্ডেও এই বাক্যটি লিখতে হবে। এই একটা ধাঁধা সমাধান করতে পারলেই সেকেন্ডে একটা কড়িও খরচ না করে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তবেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে তাইনা। স্বর্গেও নম্বরানুসারে পদ আছে, তাই না ! জ্ঞানের দ্বারা নিজেই বুঝতে পারবে যে আমাকে কি করতে হবে। এখানে পয়সা কড়ির কোনো বিষয় নেই। বাবা সবসময় বাচ্চাদের বলেন - চাওয়ার চেয়ে মরণ ভালো। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছো তারপরও কেন চাও ? মা বাবা দুজনেই চায় যে ছেলে উত্তরাধিকারী হোক। তোমরা এখন বাবার সন্তান হয়েছ না ! সবাই ফাদার বলা না ! বাবা আমাদের সাথে কথা বলেন। তোমরা তো আমারই সন্তান, তবে কেন আমাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো না। আমি আমাদের সাথে কথা বলি ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা। তোমরা ব্রহ্মারও সন্তান, তা না হলে ব্রহ্মার ঘরে কিভাবে আসতে পারতে। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় দাদার (শিববাবা) দ্বারা। স্বর্গের রচয়িতা ব্রহ্মা নয়। তোমাদের গুরুও কোনো ব্রহ্মা নয়। সঙ্গুরু তো একজনই। এই ব্রহ্মাও ঔঁনার থেকে শেখেন, এমন নয় যে ঔঁনার কাছে শিখে ব্রহ্মা চলে যাবে আর আমরা গদিতে বসে পড়ব। না। এমনটা হয় না, সঙ্গুরু একজনই। আমরা সবাই ঔঁনার কাছে শিখে সঙ্গতি পেয়ে থাকি। বাচ্চারা অনেক সার্ভিস করে থাকে। সুযোগ আছে (সার্ভিস করার)। মন্দির ইত্যাদি স্থানেও এই কার্ড নিয়ে বোঝাতে পারো। কেউ কেউ এই রকম কাজ করে দেখাবে। বাবা যেসব যুক্তি বলে দেন, খুবই সহজ। বাবা যাচাই করতে থাকেন। দেখেন যে কোথা থেকে খবর আসে নাকি যে বাবা ট্রেনে আমি ১০-২০ টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি। একজনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই ১০ জন সেটা শুনবে। ঘরে বসে কাউকে বোঝানো, এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়।

বাবা বলেন শুধু বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তো থাকেনা। যখন একটু বড় হয় তখন বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদের তো অরগ্যান্স বড়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাও। তোমরা জানো বাবা আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। বেচারা মানুষ বাইরে গিয়ে কত ধাক্কা খায়। তাদের কীভাবে ছাড়িয়ে আনবে। এখানে অনেক যুক্তির প্রয়োজন পড়ে। কত বাচ্চারা ঘরে বসে লেখে বাবা আমি তো তোমার হয়ে গেছি। কখনও দেখেওনি, মিলিতও হয়নি। লেখে বাবা আমি তোমার। তোমার কাছ থেকে আমি উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। মারও কত খায়। এমন বাচ্চারা অনেক এগিয়ে যেতে পারে। তোমাদের তো মারও খেতে হয় না তাও তোমরা সার্ভিস কর না। বাবার কথাও শুনেও না শোনার কাজ করে থাকো। তোমরা যে কোনো ভাষায় কার্ড ছাপাতে পারো। কাজ করে যারা তাদের বুদ্ধি থাকা উচিত। বাবা এমন কিছু বেশি কাজ দেন না। ঐ দুনিয়ার গভর্নমেন্টের কত বড় পঞ্চায়েত (অনেক অনেক কমিটি) আছে - বিনাশের জন্য। তোমাদের কাছে অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করার জন্য কত সুন্দর যুক্তি আছে। ভক্তি মার্গে কত খরচ করে থাকে আর তোমরা দেখো কি করছ। কোনো খরচ নেই। ভক্তি মার্গে অনেক খরচ হয় - তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়ে থাকো। যে বাচ্চারা বিচক্ষণ তারা বাবার কার্ড ছাপিয়ে দেখায়। আমরা কত সহজেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে চলেছি। মানুষ কত দুঃখী। কত মানুষ যাত্রা করতে গিয়ে মাঝ পথেই ফিরে আসে। বেচারি গরিব অনেক দৌড়ে বেড়ায়। ঐ বেচারাদের প্রতি দয়া হয়। তোমরা গডফাদারের সন্তান সুতরাং তোমাদের তো স্বর্গে আসা উচিত। এখানে তোমরা নরকে কেন পড়ে আছ। এ কথাও বলার জন্য কাউকে প্রয়োজন। তোমরা যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারো যে আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ-র ঘরে যাওয়ার জন্য। তোমরা ওখান থেকেই এসেছ। তোমরা এখন বাবাকে স্মরণ করো। কাউকেই নয় একজনকে। তোমাদের সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে হবে, তোমাদের স্মরণ করতে হবে - গডকে। ক্রাইস্টও তাঁকেই স্মরণ করেছিল। ব্রহ্মা চলে গেলেও তোমাদের স্মরণ করতে হবে শিববাবাকে। শরীর তো ছাড়তেই হবে। তোমাদের ঔঁনাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহধারী সব মরে পড়ে আছে। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। দুনিয়াতে একে অপরকে দুঃখীই করে থাকে। এখানে একটা কথাই কানে শোনাই। সেটা খুবই সহজ। অল্ফ আর বে, বাবা আর বাদশাহীকে স্মরণ করো। মন্মনাভব'র অর্থই হলো এই। বাকি সব বিস্তার। বাবা হলেন কল্যাণকারী। বাচ্চাদেরও কল্যাণকারী হতে

হবে। বাচ্চাদের প্রমাণ দিতে হবে। আজ আমি কতজনের কল্যাণ করেছি। কল্যাণ করার জন্য ঘুরতে হয়। ধর্ম স্থাপনার্থেও ধাক্কা খেতে হয়। আমি তোমাদের এমনই যাত্রা শেখাই যাতে অন্য কোনো যাত্রা করতে না হয়, সেটা হল মন্মনাভব। যাত্রীদের পিছনে লেগে পড়তে হবে। এর জন্য চতুর বুদ্ধি (বিচক্ষণতা) চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) হীরে তুল্য হওয়ার উপায় (সাধন) হল বাবাকে স্মরণ করা। বাবাকে স্মরণ করলে বিনা খরচে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারবে। সেইজন্যই নিরন্তর এক বাবার স্মরণ থাকতে হবে।

২) চাওয়ার চেয়ে মরা ভালো - বাবার কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছ সুতরাং কিছুই চাইবে না। কল্যাণকারী হয়ে সবাইকে সঠিক পথ দেখাতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব খাজানাকে কার্যে লাগিয়ে বুদ্ধিকারী যোগী এবং প্রয়োগী আত্মা ভব বাপদাদা বাচ্চাদের সর্ব খাজানা প্রয়োগ (ব্যবহার) করার জন্য দিয়েছেন। যে যত প্রয়োগী হবে, প্রয়োগীর চিহ্ন হচ্ছে প্রগতি। যদি প্রগতি না হয় অর্থাৎ সে প্রয়োগী নয়। যোগের অর্থই হল প্রয়োগে আনা। সুতরাং তন-মন-ধন বা বস্তু যা কিছু বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত করা আমানত (সম্পদ) পেয়েছ, তা আলস্যের কারণে ব্যর্থ নষ্ট করো না, পরিবর্তে সেগুলো কার্যে ব্যবহার করে এক থেকে দশ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে, কম খরচ করে অনেক অর্জন করতে হবে - এটাই হল যোগী বা প্রয়োগী আত্মার লক্ষণ।

স্লোগানঃ:- বিকর্ম আর বিকার গুলিকে ত্যাগ করাই হল প্রকৃত ত্যাগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হলে বাবার শ্রীমতানুসারে চলো, বাবা আসেনই তোমাদের সকল প্রকারের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে"

- *প্রশ্নঃ - সবচেয়ে বড় (উঁচু) লক্ষ্য কী ? যারজন্য অনেক কাল ধরে পুরুষার্থ করা উচিত ?
- *উত্তরঃ - অস্তিম সময় পর্যন্ত যেন একমাত্র বাবা-ই স্মরণে থাকে, আর কেউ স্মরণে না আসে, এ হলো অত্যন্ত বড় লক্ষ্য। যদি কেউ স্মরণে আসে তাহলে এই দুনিয়াতেই জন্ম নিতে হবে। সেইজন্য বহুকাল ধরে শিববাবার স্মরণে থাকার অভ্যাস করো।
- *প্রশ্নঃ - অনেক বাচ্চাদের অবস্থা চলতে চলতে ডামাডোল (অস্থির, বিশৃঙ্খল) হয়ে যায়, কেন ?
- *উত্তরঃ - কারণ পাকা বা দূঢ় নিশ্চয় নেই। যখন নিশ্চয় কমে যায় তখন স্থিতি পারদের মতন বিশৃঙ্খলভাবে উপর-নীচে হতে থাকে। কখনো অত্যধিক খুশী বিরাজ করে আবার কখনো খুশী কম হয়ে যায়।
- *গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে আমরা ভোলানাথ শিববাবার সম্মুখে বসে রয়েছি আর ব্রহ্মা মুখের দ্বারা এই সহজ রাজযোগও শিখছি। সমস্ত বেদ, গ্রন্থ, শাস্ত্র, উপনিষদের সারকথা বাবা বসে থেকে আমাদের বোঝান। এ'কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে রয়েছে। চিত্রেও রয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। সেইজন্য ব্রহ্মার দ্বারাই সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের সার শুনিয়েছেন। বাচ্চারা, তোমাদের এই সব কে বোঝায় ? পরমপিতা পরমাত্মা ভোলানাথ শিব। তিনি হলেন নিরাকার, সেইজন্য প্রতিটি কথা ব্রহ্মার দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। যাকে বোঝান সে আবার অন্যদের বোঝায়। যদি না বোঝাতে পারে তবে নিশ্চয়ই সে নিজেই বোঝেনি অর্থাৎ অবুঝ। অবুঝকে বোঝানো হয়ে থাকে। বাবা সকলকেই বলেন, তোমরা হলে অবুঝ। তোমরা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে জানো কি ? তোমরা ভারতবাসীরা উত্তরাধিকার নিয়ে ছিলে। সত্যযুগীয় স্বরাজ্য ছিল, তারপর রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে তোমরা উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছো। রাবণ রাজ্যের কারণে তোমরা পতিত, অবোধ, কাঙ্গাল হয়ে পড়েছো। সকলেই আসুরীয় মতানুসারেই চলতে থাকে। তোমরা বোঝো যে কল্প পূর্বে বাবা আমাদের সমঝদার বানিয়েছিলেন। আমরা বিশ্বের মালিক হয়েছিলাম, এখন মায়ার গোলাম (ভৃত্য) হয়ে গেছি। ধন-সম্পদের গোলাম নয়, মায়া রাবণের গোলাম। ৫ বিকারের শঁকলে আমরা বাঁধা পড়ে রয়েছি আর শোক বাটিকায় রয়েছি। অবশ্যই সমগ্র বিশ্বে রাবণের রাজ্য রয়েছে। বিশেষভাবে ভারতবাসীরা, সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়ার সকলেই রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সেইজন্যই যাকিছু করে, ভুলই করে থাকে। বাবা এসে সমস্ত সত্য বলেন। সেইজন্য পরমপিতা পরমাত্মাকে রাইটিয়াস (ন্যায়নিষ্ঠ) বলা হবে। রাবণকে বলা হবে আনরাইটিয়াস (ন্যায়পরায়ণতাহীন)। অর্ধেককল্প ধরে চলে ন্যায়নীতির রাজ্য। অর্ধেক কল্প ধরে চলে ন্যায়নীতিহীন রাজ্য। রাবণ রাজ্যকে অসত্য দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো। জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদের বোঝান ব্রহ্মার দ্বারা। গায়নও আছে যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। এইরকম অনেকেই বলে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। কিন্তু এইসময় সকলেই জীবনবন্ধনে রয়েছে, বিশেষ করে ভারত। ভারতবাসীরাই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো যে আমরা ভগবানের হয়ে গেছি। ভগবান স্বয়ং বলেন - তোমরা হলে আমার সন্তান, তোমরা জানো যে ঈশ্বরই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে পুরোনো দুনিয়ায় আসতে হয়। পুরোনো দুনিয়াকে পতিত ব্রষ্টাচারী বলা হয়ে থাকে। সকলেই ভগবানকে আহ্বান করে থাকে যে আমাদের জীবনকে মুক্ত করো। দুঃখ থেকে মুক্ত (লিবারেট) করো। মানুষ জানে না যে দুঃখের রাজ্য কখন এবং কে স্থাপন করে। যদিও শাস্ত্র অনেক পড়া রয়েছে। বিদ্বান, পন্ডিত ইত্যাদি আছে, যাদের প্রচুর অহংকার থাকে। কিন্তু এমন কেউ নেই যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিতে পারে। কেউ বলতেও পারে না যে আমরা জীবনমুক্তি দিতে পারি অথবা সকলের সঙ্গতি করতে পারি। আমিই বিশেষতঃ ভারত, সাধারণভাবে সকলের সঙ্গতি করে থাকি। গাওয়াও হয়ে থাকে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। সকলের মুক্তিদাতা, দুঃখ থেকে মুক্ত করে থাকেন। সুখ থেকে কেউ লিবারেট (মুক্ত) করে কি? দুঃখের থেকে লিবারেট তো বাবা করেন। আচ্ছা, সুখের থেকে লিবারেট কে করে ? ভারত তো সুখী ছিল, তাই না! তারপর সুখ থেকে লিবারেট করে দুঃখে কে নিয়ে এসেছে ? সুখ থেকে লিবারেট করে রাবণ। এখন রামের শ্রীমতানুসারে চলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য লিবারেট হয়ে যাও। তাকেই বলে জীবনমুক্তি বা সঙ্গতি। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন বসেছে। অবশ্যই ভারত জীবনমুক্ত ছিল, তখন সুখধাম ছিল। এখন ভারত হলো দুঃখধাম, জীবনবন্ধনে রয়েছে। এ হয়ে যায় অসীমের প্রশ্ন। সেইজন্য বাবা অসীম জগতের সমস্ত কথাই শোনাবেন,

যারা পার্থিব জগতের মানুষ, তারা তো জানেই না। না স্বর্গকে, না নরককে জানে। তারা তো এ'সবকে কল্পনা মনে করে নেয়। জীবনমুক্ত তো কেউ হতে পারবে না। এ হলো অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। মুখ্য হলো শিববাবা। ওঁনাকে ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টরও বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করেরও ভূমিকা রয়েছে। জগদম্বা, জগৎ-পিতারও ভূমিকা রয়েছে। দেবী-দেবতাদেরও ভূমিকা রয়েছে। তারপর ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি ইত্যাদিরাও আপন-আপন ভূমিকা পালন করে থাকে, সেই ভূমিকাই পুনরায় সকলকে পালন করতে হবে। পুনরায় ভূমিকা এক ধর্মের হয়ে হবে। তারপর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের সময়ানুসারে আপন ভূমিকা রিপীট করবে।

এখন তোমরা জেনেছো যে এইসময় ব্রাহ্মণকুলের রিপীটেশন হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে বড় ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা হয়। তাদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে। খ্রীস্টের থেকে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের রচনা হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেছেন তাহলে তারা এতজন আবার সকলেই ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত হয়ে যাবে। গর্ভজাত তো হতে পারে না। বলাও তো হয়ে থাকে না - ভূমিই মাতা-পিতা... তাহলে এরা সকলেই হলো অ্যাডপ্টেড (দোক) সন্তান। এ তো হলোই অ্যাডপশন (দোক নেওয়া)। প্রথমে ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেন, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা অ্যাডপ্ট হও। তোমরা জানো যে আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। প্রথমেই হয় একমাত্র ব্রাহ্মণদের কুল। অত্যন্ত উচ্চ কুল। এখনই অ্যাডপ্ট করেন। এরপর আর কখনো অ্যাডপশন হয়ই না। সন্তানসীদের হয়ে থাকে। তারা নিজেদের জিজ্ঞাসুদের অ্যাডপ্ট করে। তারা বলবে - তোমরা আমাদের ফলোয়ার্স বলতে পারো না। ঘর-পরিবার ত্যাগ করে একবস্ত্র পড়বে তখনই ফলোয়ার্স বলা যাবে। এখানে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের এই সত্য সহজ রাজযোগের রাস্তাই সকলকে বলে দিতে হবে। কিছু না কিছু বোঝাতে হবে। এক সেকেন্ডে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে অবশ্যই মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হবে। শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সকল আত্মাদের বাবা হলেন শিব, ওঁনাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। লৌকিক পিতাকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হবে না। অবশ্যই ঘরে থাকো কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করো। আমরা আত্মারা হলাম শিববাবার সন্তান, এই নিশ্চয়েই থাকতে হবে।

সম্পূর্ণ নিশ্চয় না হলে স্থিতি অস্থির হয়ে যায়। যেমন পারদ হয় ! এখন-এখনই খুশীর পারদ চড়তে থাকে। এখন-এখনই ভুলে যাবে। বাবা এখন বলেন, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুনরায় এসে নতুন খোলস ধারণ করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছি। সাপেদের ক্ষেত্রে এই পুনর্জন্ম কথাটি হয় না। তারা একটি খোলস ত্যাগ করে দ্বিতীয় নতুন নিয়ে নেয়। তেমন করেই তোমাদেরকেও বদলাতে হবে। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন বলে, এখন যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। এখন আমি বালক হবো। তাদের জানা আছে যে এখন আমরা শরীর ত্যাগ করে বালক হবো তখন সতোপ্রধান শরীর প্রাপ্ত হবে। পুরোনো শরীরকে জরাগ্রস্ত বলা হয়ে থাকে। দুনিয়াও প্রথমে নতুন হয়, তারপর কলা কম হতে থাকে। সেইজন্য ৪ ভাগ রাখা হয়েছে। বলে থাকে যে কল্পের আয়ু তো অতি দীর্ঘ। কল্পে ৮৪ লক্ষ জন্ম (যোনি পার করতে হয়) নিয়ে থাকে। তোমরা তো কল্পকে ছোট করে দিয়েছো। তারপর দুঃখও দেখো কত। লক্ষ-লক্ষ বছর আয়ু বলায় মনে করে ৮৪ লক্ষ জন্ম হবে হয়তো। এ'টাই বাবা বসে বোঝান। এ'টা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, টিচার কখনো স্টুডেন্টকে ভুলে যায় না। তোমরাও জানো যে আমরা পড়তে আসি ঈশ্বরীয় ক্লাসে। মুরলী সমস্ত সেন্টারবাসীরাই শুনে থাকে। অবশ্যই শিক্ষাদাতা হলেন একমাত্র জ্ঞানের সাগরই। ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা বলা হয়ে থাকে। সর্ব অর্থাৎ এতে ভারত আর সকল খন্ডই চলে আসে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমরা ঈশ্বরের মাধ্যমে যত পড়বে ততই উচ্চ পদ লাভ করবে। পড়াও অতি সহজ, কেবল দু'টি শব্দ স্মরণ করতে হবে। তোমরা যে কাউকেই বলতে পারো যে পরমপিতা পরমাত্মা অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের স্বর্গে অসীমের সুখ প্রাপ্ত হবে। ব্যস, অদ্বিতীয় বাবাকেই স্মরণ করো। অন্তিম সময়ে যদি দ্বিতীয় কেউ স্মরণে আসে আর অন্তিম সময়ে যদি স্ত্রী স্মরণে আসে..... তেমনই জন্মে যাবে। বাবা বলেন, লক্ষ্য অনেক উঁচু। সাবধানতার সঙ্গে সিঁড়িতে বুঝে বুঝে চড়তে হবে। একে-অপরকে সতর্ক করতে থাকতেই হবে। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - বৎস, এই গুরুদেরও আমাকেই উদ্ধার করতে হবে, তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের দ্বারা। তোমরা অর্থাৎ গুরুমাতারা ব্যতীত কেউই উদ্ধার হবে না। মাতাকেই নিমিত্ত হিসেবে রাখা হয়ে থাকে। জগদম্বা হলেন মুখ্য, তাই না।। দেখো ওঁনার কত প্রভাব। ব্রহ্মার এতখানি নয়। কেবল (ব্রহ্মার) পুষ্ট্রে মন্দির রয়েছে। সেখানে অধিক মাত্রায় পুরুষরই যায়। অম্বার মানমর্যাদা অনেক। যেখানে-সেখানে দেবীদের মন্দিরে অনেক মেলার আয়োজন হয়। গুরুদের মতানুসারে চলতে চলতে অনেক ধাক্কা খেয়েছে। কি লাভ হয়েছে ? কিছুই না। অবরোহণ (নামা) কলা হওয়ার জন্য ভারতকে পতিত হতেই হবে। ফিরে কেউই যেতে পারে না। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে মানুষ মাত্রই যারা রয়েছে সকলেই পতিত। জরাজীর্ণ অবস্থায়

রয়েছে, এতে সকলেই চলে আসে। এই দুনিয়ায় মানুষের কত দুঃখ। প্রতিটি পদক্ষেপে দুঃখ বাড়তেই থাকে।

বাম্বারা, তোমরা বোঝো যে, বাইরের যারা, তারা তো একদম অবোধ, বাবাকেই জানে না। তারা বলেও যে তুমিই হলে মাতা-পিতা... অবশ্যই তিনি স্বর্গের রচনাকার। যারা হয়ে চলে গেছে তাদেরই গায়ন করা হয়ে থাকে। এখন তোমরা জেনেছো যে পুনরায় স্বর্গের স্থাপনা হতে চলেছে। যখন স্বর্গ ছিল তখন আর কিছু ছিল না। এখন আর সব আছে কিন্তু এই ধর্ম নেই, ফাউন্ডেশনই নেই। এখন সেই যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, পুনরায় তার স্থাপনা হচ্ছে। আধাকল্প পর্যন্ত আর কোনো ধর্ম বেরোয় না। একটিই ধর্ম থাকে। অর্ধেককল্প হলো সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় স্বরাজ্য। এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীর জন্মসিদ্ধ অধিকার, হেভেনলী গডফাদারলী বার্থ রাইট। আমরা নিজেদের স্বর্গ স্থাপন করছি। রাজ্য করার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠছি। তিনিই আমাদের পড়ান, সুযোগ্য করে তোলেন। রোজ-রোজ বোঝান, পরিপক্ব করার জন্য। তিনি বোঝান - তোমরা যতই চেষ্টা করো, মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেবে না, বাবাকে স্মরণ করার জন্য যুদ্ধ চলতে থাকে, তাই না! বাবা বসে-বসে রাস্তা বলে দেন যে কি করবে, তোমরা হলে কর্মযোগী। হ্যাঁ, সন্তানাদিরা বিরক্ত করতে থাকে, ভয়াবহ নরক, তাই না! সন্তান দুঃখ দেবে। ওখানে থাকে সুখ প্রদানকারী সন্তান, ওটা হলো সুখধাম, তাই না! ওখানে এইরকম কোনো বস্তু থাকে না যা দুঃখ দেয় বা যাতে মলিনতা আসে। এখানে তো কত দুঃখ আছে। রোগও কেমন কেমন খারাপ ধরনের বেরিয়ে থাকে। আগে ছিল নাকি! ক্যান্সার রোগের নাম কেউ শোনেইনি। স্বর্গে কোনো রোগ হয়ই না। যখন আসুরীয় রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে এইসব খারাপ রোগের শুরু হয়। এও ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। স্বর্গে কত সুন্দর গরু থাকে, বলা হয় যে কৃষ্ণের কাছে এইরকম-এইরকম ভালো ভালো গরু ছিল, তাকেও গোয়াল বানিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ কি কোনো গোয়াল ছিল নাকি! তোমরা বলবে, শিববাবা এই চৈতন্য মনুষ্যরূপী (হিউম্যান) গাভী চড়ান। স্ত্রী ঘাস খাওয়ান। স্ত্রীনের কলস মাতাদের উপর রেখেছেন। বাবা বলেন, এখন আমি যা শোনাচ্ছি সেটাই শোনো। প্রথম কথা হলো মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম ভস্মীভূত হবে। এ হলো অতি সহজ উপায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার শ্রীমতানুসারে সকলকে রাবণের শৈকল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রদান করার সেবা করতে হবে।

২) একমাত্র বাবার থেকেই শুনতে হবে। বাকি যাকিছু শুনেছো তা ভুলে যেতে হবে। লক্ষ্য উচ্চ, সেইজন্য একে-অপরকে সতর্ক করে বাবাকে স্মরণ করিয়ে উল্লসিত প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- সত্যতার শক্তির দ্বারা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠা বাবা এবং পরিবারের স্নেহী ভব বিশ্বাসের তরী হলো সত্যতা। হৃদয় এবং মস্তিষ্কে (মন-বুদ্ধি) সততা থাকলে তখন তার উপর বাবার এবং পরিবারের হৃদয় (মন) থেকে ভালবাসা এবং বিশ্বাস স্বততঃ-ই আসে। বিশ্বাসের কারণে সম্পূর্ণ অধিকার তাকে দিয়ে দেয়। তারা স্বততঃ-ই সকলের স্নেহী হয়ে যায়। সেইজন্য সত্যতার শক্তির দ্বারা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে। সত্যকে সিদ্ধ(প্রমাণ) করো না বরং সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে যাও, তাহলেই তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে পারবে।

স্নোগানঃ:- সর্বাপেক্ষা অধিক ধনবান সে-ই যার কাছে শান্তি আর পবিত্রতার ঐশ্বর্য (খাজানা) রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অনর্থক (ব্যর্থ) কথায় তোমাদের নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করবে না, বাবার স্মরণের দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাপদাদা উভয়েই নিরহংকারী হয়ে বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য কোন্‌ রায় দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, সর্বদা মনে করবে আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন। যদিও ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের পড়াতে পারেন, কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। সেইজন্য এই দাদা নিরহংকারিতার সাথে বলেন যে, আমি তোমাদের পড়াই না। পড়ান যিনি তিনি হলেন এক বাবা, ওঁনাকেই স্মরণ করো। ওঁনার স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজীত হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে। আমাকে স্মরণের দ্বারা নয়।

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা সামনে বসে আছে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকবে যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর তিনি এই ব্রহ্মার তন দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বুদ্ধি তো প্রথমে যাবে নিজের শান্তিধামে, তারপর আসবে এখানে। শিববাবা এসেছেন এই ব্রহ্মার তনে আমাদেরকে রাজযোগ শেখানোর জন্য। স্টুডেন্টদের বুদ্ধি তো এটা থাকবে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন ? স্কুলে গেলেও বুঝবে যে অমুক টিচার আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। ওনার নামও খেয়ালে থাকবে। চোখে দেখেও থাকে। সৎসঙ্গ ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়। ওখানে বলবে আমাদেরকে অমুক মহাত্মা অমুক শাস্ত্র শোনান। ভিন্ন-ভিন্ন অনেক প্রকারের শাস্ত্র শোনাতে থাকেন। জন্ম-জন্মান্তর এভাবেই শুনিয়ে এসেছেন। তোমরা এখন এখানে বসে-বসে স্মরণ করো শিববাবাকে। তোমরা জানো যে আমাদের পতিত-পাবন পিতা তিনি হলেন শিব। উনি এসে ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের পড়ান। এই ব্রহ্মাও পড়েন। যখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা পঠন-পাঠন করাতে পারে, তাহলে কেন ব্রহ্মা পড়াতে পারবেন না! তাও তোমরা মনে করবে যে শিববাবাই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এই ব্রহ্মা নয়। এতেও তোমাদের অনেক লাভ হবে। একেই বলা হয় নিরহংকারিতা। বাবা আর দাদা উভয়েই হলেন নিরহংকারী। ইনি স্বয়ং বলেন যদি আমিও পড়াই তবুও বুঝবে যে শিববাবার পড়াচ্ছেন। যত শিববাবাকে স্মরণ করবে ততই বিকর্মজীত হতে থাকবে। সর্বদাই বুঝবে যে শিববাবা পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যতখানি সম্ভব শিববাবাকে ভুলবে না। উত্তরাধিকার ওঁনার থেকে প্রাপ্ত করতে হবে। শিববাবা বলেন যে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন যে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, এতে উপার্জন অনেক ভালো হবে। স্বাস্থ্যও অনেক ভালো প্রাপ্ত করবে। কখনোই সময় নষ্ট করো না। হিয়ার নো ইভিল, টক নো ইভিল.... জ্ঞান আর যোগ ব্যতীত কোনো অনর্থক (ব্যর্থ) কথার দরকার নেই। যার জ্ঞান কম সে অবশ্যই অজ্ঞান-ই হবে। ঋগড়া-বিবাদ করতে থাকবে। এ'রকম কথা কখনোই শুনবে না। যখন দেখবে যে সে ব্যর্থ কথা শোনায় তাহলে বুঝবে এ হল আমার শত্রু। ফালতু কথা শুনিয়ে সময় নষ্ট করে। বাবা বলেন যে এরকম ফালতু কথা শুনবে না। কারোর গ্লানী করলে, কাউকে নিয়ে কিছু বলবে, এ'রকম কথা কখনোই শুনবে না, আর না কখনোই শোনাবে। যার মধ্যে জ্ঞান নেই সে-ই এ'রকম কথা শুনিয়ে আরও ক্ষতি করতে থাকবে। সেইজন্য বারংবার বোঝানো হয় যে সার্তিসে(সেবা) তৎপর থাকো। এই চিত্রের আধারে যতটা একে অপরকে বোঝাবে ততই ধারণা হবে। এখানে বসে চিত্র দেখো - এই খেয়াল রাখবে, ইনি হলেন শিববাবা, ইনি হলেন দাদা। এনার দ্বারা আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তারপর এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এ'রকম কথা বলতে থাকতে পারো নিজের সাথে এবং নিজেকে ভোলাতে পারো। সেটা ভালো হবে। ঋগড়া-বিবাদ করলে তো পাপাত্মা হয়ে যাবে। বাবা বলেন, বাচ্চারা পাপাত্মা হয়ে না। দুনিয়ার সমাচার, অমুক এ'রকম, ও এটা করেছে, এ'রকম কথা যারা শোনে আর শোনায় তারা শুধুমাত্র সময়গুলো নষ্ট করে। তোমরা তো সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। বিশ্বের মালিকও হচ্ছে। যথার্থভাবেই ভারত সমৃদ্ধশালী ছিল। এখন নষ্ট হয়ে গেছে। বাবার দ্বারা সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। বাবা আর সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করা এ তো হল খুবই সহজ। এই সঙ্গমযুগের কথা কেউই জানে না। কলিযুগে সকলেই হল পতিত, সত্যযুগে সকলেই পবিত্র ছিল। বাবা বলেন, আমি কল্প-কল্পের সঙ্গমযুগে আসি পতিতদের পবিত্র বানাতে। অজামিলের মত পাপীরাও আছে। এটি হল-ই পাপের দুনিয়া, এখানে কোনো শান্তি নেই। ওটি হল পূণ্য আত্মাদের শান্তির আরাম প্রাপ্ত করার দুনিয়া। এই কথা কেউ বোঝাতে পারবে না। কারোরই বুদ্ধিতে নেই যে শান্তি কোথায় প্রাপ্ত করা যায়। এটা তোমরা বোঝাও যে সুখধামে সুখ প্রাপ্ত করা যায়। এটা হলই দুঃখধাম। যদিও বড়-বড় মহল বানিয়ে বসে আছে কিন্তু রাস্তা তো সবই হল পতিত বানানোর। না হলে ভারতের এতো অবতরণের কলা কেন হবে। উত্তরণের কলা করান যিনি তিনি হলেন এক বাবা। বাকি সকলে নীচে নামায়। এতে অনেক বুদ্ধির দরকার। এ কোনো অন্ধশ্রদ্ধার বিষয় নয়। টিচার

বলে তোমাদেরকে বি.এ. পড়াই, তাহলে সে কি মিথ্যা কখনোই বলবে। এই অসীম জগতের পিতা বলেন যে আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা আর নরকের রাজা হওয়ার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। নরকের যারা রাজা-রাণী হয়, তারা দান পুণ্যের দ্বারা হয়। অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত করে। আর স্বর্গের রাজা-রাণী হয় পঠন-পাঠনের দ্বারা। এটাও তোমরা জানো যে - বাবার কি প্ল্যান চলছে। সমগ্র সৃষ্টি যেটি হল দুঃখধাম, সেটিকে সুখধাম, শান্তিধাম বানাতে হবে। জানো যে ভারত সুখধাম ছিল। বাকি সকল আত্মারা শান্তিধামে ছিল। এখন তো সকলে দুঃখধামে আছে।

তারপর শান্তিধাম, সুখধামে যেতে হবে। যারা রাজযোগ শেখে তারাই সুখধামে আসবে, বাকি সকলেই হিসাব-নিকেশ মিটিয়ে শান্তিধামে চলে যাবে। শান্তিধাম-সুখধাম কি, এই দুনিয়াতে কেউই জানে না। এই বাবাও বলেন যে আমিও জানতাম না। যারা স্বয়ং মালিক ছিল তারা ভুলে গেছে, তাহলে বাকি মনুষ্য কি করে জানবে। ড্রামা অনুসারে সকলকে নীচে নামতেই হবে। এখন হল আবার উত্তরণের সময়। বাবা বলেন আমি আসিই সকলকে সুখধাম, শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে, বলবে মনে শান্তি চাই। সুখধামের বিষয়ে কথা বলতে তো কেউই আসবে না। সন্ন্যাসীরা তো হল নিবৃত্তি মার্গের, ওরা তো কখনই সুখের রাস্তা বলতে পারবে না। তাই বাবার দয়া হয় যে ওদের সুখধামে শান্তিধামে নিয়ে যাই। বাচ্চাদেরও সেরকমই দয়া আসা উচিত যে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার থেকে অবশ্যই ভারতবাসীদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আমরা নরকে কেন আছি, আমরাই স্বর্গে ছিলাম। এখন নরকে আছি। কিন্তু এই কথাগুলি কেউ একদম বুঝতে পারে না। মায়া বুদ্ধির তালা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে, যা এত সহজ কথাও বুঝতে পারে না। ভগবান যখন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই আমাদেরই স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। এখন নেই কারণ এটি হল রাবণ রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ তো এখন হতেই হবে। এদের জন্য সেই মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত হয়েছে। এ হল বড়ই সহজ। কিন্তু যখন কারোর বুদ্ধিতে বসবে। বুদ্ধিতে না বসার কারণে নিজেদের মধ্যে অনেক পরনিন্দা পরচর্চা করতে থাকে। সময় নষ্ট করতে থাকে। এইরকম কথা কান দিয়ে শোনা কখনই উচিত নয়। তোমরা নিজের পঠন-পাঠনে তৎপর থাকো, তখনই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। পাঠশালাতে যে সকল ভালো স্টুডেন্ট থাকে তারা খুব ভালোভাবে পঠন-পাঠন করতে থাকে। পরীক্ষার সময়ে বিশেষ করে একান্তে গিয়ে পঠন-পাঠন করে যেন অনুত্তীর্ণ না হয়ে যায়। অনুত্তীর্ণ হয় যারা তারা ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা বলেন যে, যতটা সম্ভব এক বাবার স্মরণে থাকো। সজ্ঞীর সাথে সাজনের সাথে বাগদান হয়েছে, ব্যস্ ছাপ লেগে গেছে। আচ্ছা - আজ বিবাহ করলো, কাল স্বামী মারা গেল। সমগ্র জীবন তাকেই স্মরণ করতে থাকবে। এখন ওরা তো পতিত বানায়, বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। তাহলে এইরূপ পিতাকে কতোই না স্মরণ করা উচিত। মায়া তোমাদের যোগ ছিন্ন করার অনেক প্রচেষ্টা করবে, কিন্তু তোমাদের বাহাদুর হতে হবে। সংকল্প অনেক তুফান আনবে। যা অস্ত্রান কালেও আসতো না, যেমন বৈদ্যরা বলে যে - এতে ভয় পাবেন না। এ'রকম নয় ভীত হয়ে অন্য ঔষধী করবে। না। বাবাও বলেন যে - ভীত হয়ো না। মনের মধ্যে (মনসার) তুফান অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। একে অপরকে জ্ঞান শুনিয়ে কল্যাণ করতে হবে। বাবা অনেক বোঝান যে তোমরা নিজেদের আনন্দে আমোদিত থাকো। ঘরে গীতা পাঠশালা খোলো। চ্যারিটি বিগন্স এ্যাট হোম। বাচ্চাদেরকেও স্বর্গের মালিক বানাও। বাবা স্ত্রী, সন্তান রচনা করে সুখের জন্য। তোমরাও জানো যে আমরা ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করছি। তাহলে কেন না স্ত্রী সন্তানদেরকেও করাবো ! ওদেরকে বারেবারে বলো ব্যবসা বা কাজকারবার ইত্যাদি যা করার সবকিছু করো, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই অভ্যাস এমনিই হয়ে যাবে যে পরবর্তী সময়ে বিনাশের সময় এক বাবারই কথা স্মরণে আসবে।

বাবা বলেন - তোমরা সকলে এখন বাণপ্রস্থ অবস্থাতে রয়েছো। সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি এসেছি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের ডানা ভেঙে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো ব্রহ্ম তত্ত্বকে স্মরণ করবে, তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। হ্যাঁ যারা দেবতা ধর্মের হবে তারা মানবে আর শিব বাবাকে স্মরণ করতে লেগে পড়বে। ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত দেবতা হতে পারবে না। বর্ণের তো ডিগবাজি এটা না ! শূদ্র বর্ণের ছিলে, এখন ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়ে ঠাকুর দাদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। এরপর আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাব। ব্রাহ্মণ হল সবথেকে উচ্চ। ব্রাহ্মণদের কেশশিখা থাকে, তাই না! আমরা ডিগবাজি খেলি। এতে ৮৪ জন্মের জ্ঞান সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। তীর্থক্ষেত্রে দল্লী কাটতে কাটতে যায় (ডিগবাজিরই মতো মা আর পা এক জায়গায় আসে)। এতখানি মহত্ব তার। অত্যন্ত ভক্তি ভাবের সাথে যায়। আজকাল তীর্থক্ষেত্রেও সূরা ইত্যাদি পান করতে থাকে। অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তাই লুকিয়ে বোতল নিয়ে যায়। বাবা হলেন সব কিছুরই অনুভাবী। অনুভাবী রথও নিয়েছেন বাবা। এনাকেও বাবা বলেন, তুমি তো অনেক গুরু করেছিলে, সৎসঙ্গ করেছিলে। কিন্তু এখন সব ভুলে যাও। এখন তো আমি বলবো, সেটাই শোনো। ভগবান

অর্জুনকে বলছেন, রথ তো বাস্তুবে ইনি। রথে রথী হলেন শিব বাবা। তোমরা সবাই হলে অর্জুন। বাকি যে ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। আর না আছে সেই ধরনের সেনা। সে'সব হল ভক্তি মার্গ। এটা হল জ্ঞান মার্গ। ভক্তির ডিপার্টমেন্টই হল আলাদা। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা, বাকি সবাই হল ভক্ত। সমগ্র দুনিয়াতে যত মানুষ রয়েছে, সেই সকল আত্মারা বলে ও গড ফাদার! আত্মারা মনে করে যে তিনিই হলেন আত্মাদের পিতা। তারা এটা জানে, আবার আমাদের লৌকিক বাবাও আছেন এটা জেনেও। তাহলে হেভেনলি গড ফাদারকে স্মরণ করছে না কেন? কেবল দুঃখের সময়ই কেন স্মরণ করে? বাবা বলেন, আমি এতো সুখ শান্তি দিই যে দুঃখের সময়ও তখন আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং তোমাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের এই কথা গুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আত্মীয় পরিজনদের কাছে কিম্বা অফিসারদের কাছেও যদি যাও, সকলের সাথে যোগাযোগ রাখো কিন্তু অত্যন্ত যুক্তির সাথে তাদেরকে জ্ঞান রত্নের দানও দিতে হবে। বিয়ে শাদিতেও যদি যাও, তাও সেবার উদ্দেশ্যই যাবে। তোমরা হলে গুপ্ত অহিংসক সেনা। কোনো প্রকারেরই হিংসা তোমরা করবে না। দুঃখ দেবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য নিজের পঠন-পাঠনে তৎপর থাকতে হবে। পরনিন্দা পরচর্চার ব্যর্থ কথা শুনবে না। নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট করবে না।

২) একে অপরকে জ্ঞান শুনিয়ে কল্যাণ করতে হবে। কখনোই মনের মধ্যে ওঠা তুফানের বশীভূত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না।

বরদানঃ:- সর্বশক্তি রূপী বার্থ রাইটকে সর্ব সময় কার্যে ব্যবহারকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব সর্বশক্তি হল বাবার ঐশ্বর্য (সম্পত্তি) আর সেই সম্পত্তির উপর বাচ্চাদের অধিকার আছে। অধিকারীদের যে'রকমভাবে চালাবে সেইভাবেই চলবে। এইরূপ সর্বশক্তি যখন অধিকারে থাকবে তখনই নাস্তার ওয়ান বিজয়ী হতে পারবে। তাহলে চেক করো যে প্রত্যেকটি শক্তি সময় অনুসারে কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তো! সমস্ত পরিস্থিতিতে অধিকারের সাথে শক্তিকে ব্যবহার করো। দীর্ঘ সময়কাল ধরে শক্তি রূপী রচনাকে কার্যে ব্যবহার করার অভ্যাস থাকলে তখনই বলা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান।

স্লোগানঃ:- যে কোনো মহান কার্য সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারাই সম্ভবপর হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, কোনো দেহধারীকে নয়, জ্ঞান ব্যতীত ব্যর্থ কথা না শুনবে, না শোনাবে”

*প্রশ্নঃ - বাবা সব বাচ্চাদের কোন্ ওয়ার্নিং (সাবধানী বার্তা) দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, বাবার আপন হয়েছো তো ঈশ্বরীয় শৈশবের কথা কখনও ভুলে যেও না। কোনো বিকর্ম করবে না। বাবার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে বাবাকে পরিত্যাগ করবে না। যদি বাবাকে ভুলে যাবে তো মায়া খুশী গায়েব করে দেবে, তখন বুদ্ধি বিভ্রান্ত হবে, অস্থির হবে। বিকর্ম করতে থাকবে। বুদ্ধিতে তালা লেগে যাবে, তাই শিববাবার আপন হয়ে শৈশবের কথা সদা স্মরণে রাখবে।

*গীতঃ- শৈশবের কথা ভুলে যাবে না....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অর্থ বুঝেছে ? বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে এবং তারা জানে ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) নেওয়ার জন্য আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি এবং এই কথাও ভালো ভাবে জানি যে আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার অবিনাশী সন্তান। এখন সম্মুখে বসে আছি, দূরে থাকলে অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। আত্মীয় পরিজন, গুরু গোঁসাই ইত্যাদিকে দেখে শৈশবের কথা ভুলে যায়। এখানে যারা সম্মুখে বসে আছে, তারা তো ভুলে যায় না। অবিনাশী শিববাবার কাছে আমরা স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করছি, এই কথাটি তো খুবই খুশীর কথা, তাইনা। শিববাবা আমাদের আপন করেছেন পুনরায় স্বর্গের মালিক করবেন, আমরা মালিক ছিলাম। কিন্তু পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন নরকের মালিক হয়েছি, পরে স্বর্গের মালিক হবো। তোমরা জানো শিববাবা হলেন নিরাকার, উনি এই দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। উনি আমাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন যে আমি নিরাকার শিববাবা, আমাকেই স্মরণ করো। সব আত্মাদের বলেন। কারণ উনি হলেন সকলের লিভেটর। লিভেটর অর্থাৎ সঙ্গতি দাতা। মানুষেরই সঙ্গতি করবেন। পশুদের কথা তো নয়, লিভেটর গাইড হলেন মানুষদের। তাঁকেই নলেজফুল, ব্লিস ফুল বলা হয়। এখানে তোমরা সম্মুখে বসে আছো তাই নেশা বৃদ্ধি পায়। বাবা জানেন ঘরে ফিরে গেলে তোমরা বাচ্চারা ভুলে যাও। মায়া বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে কেউ সাধু সন্ন্যাসী গুরু বা লৌকিক সম্বন্ধী নেই। এখন হল পারলৌকিক সম্বন্ধ। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের স্বর্গের বর্সা প্রদান করেন। নিরাকারকে অবশ্যই সাকারে আসতে হয়। বলেন হারানিধি বাচ্চারা তোমরা পুনরায় স্বর্গের বর্সা নিতে এসেছো। জিজ্ঞাসা করা হয় যে শিববাবার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমরা বলবে আমরা তাঁর অবিনাশী সন্তান। তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাকারী সন্তান। কারণ তোমরা পুনর্জন্ম নিতে থাকো। পরের জন্মে সবাই তো সন্তান হবে না। শৈশবের এই কথা গুলো ভুলে যেও না। আমরা শিববাবার পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান। এখানে এসেছো পুনরায় স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করতে। এখন নরকে রয়েছি। তোমরা এখন সঙ্গমে আছো, কত সহজ এই সব কথা। বৃদ্ধারাও ধারণ করতে পারে। এই সব কথা ভুলবে না। কিন্তু অনেকে আছে বাইরে গেলে ভুলে যায়। সারা দিন ভুলে থাকে, সেই খুশীর অনুভূতি থাকে না। পরে বলে বাবা জানিনা যে কি হয়। বাস্তবে বাচ্চাদেরকে তো অপার খুশীতে থাকা উচিত। বাবা স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন আর কি চাই। বাবাকে ভুলে যাওয়ার দরুন তোমরা অস্থির হও, বিভ্রান্ত হও এবং বিকর্ম করো। উনি কোনো গুরু ইত্যাদি নন। উনি হলেন প্রকৃত সত্য পিতা। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। তোমরা শিববাবার আপন হয়েছো ব্রহ্মার দ্বারা। উনিও বাবা, ইনিও বাবা। এতজন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা আছে, বর্সা কোথা থেকে প্রাপ্ত হয় ? শিববাবার কাছ থেকে। উনি তো হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তোমরা এখন বাপদাদার সম্মুখে বসে আছো তো বাবা বোঝান বাচ্চারা - কোনো বিকর্ম করবে না। নতুন বাচ্চারা এলে বলবেন আচ্ছা আজ প্রতিজ্ঞা করো - আমাকে ভুলবে না। মায়া তোমাকে বার বার ভুলিয়ে দেবে তাই বাবা বোঝান, সাবধান বাণী দেন, মুরলীর দ্বারা সব বাচ্চারা শুনবে, বুঝবে বাবা মধুবনে বাচ্চাদের এমন ভাবে বসে বোঝান। তোমরা জানো এই শৈশবের কথা মায়া বার বার ভুলিয়ে দেয়। বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। আত্মার যখন অতীন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্ত হয় তখন খুশীর অনুভব হয়। এখন আমি বাবাকে পেয়েছি। বাবা সবরকমের দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, কারণ বাবা হলেন সুখদাতা। সব মানুষের লিভেটর হলেন বাবা। এমন নয় যে তোমরা ৮৪ লক্ষ জন্ম ভোগ করে এসেছো। লক্ষ জন্মের তো কথাই নেই। এ হল ৮৪ জন্মের চক্র। তোমরা জানো ৫ হাজার বছর পূর্বে আমাদের রাজত্ব ছিল। খ্রীস্টান কুলের ৩ হাজার বছর পূর্বে হেভেন ছিল, পরে হেল কীভাবে হল, সেকথা কেউ জানে না। বাবা বসে ভালো ভাবে বোঝান। এতে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই। যদি কিছু রং মনে করছো বা সংশয় আসছে তবে চলে যাও। আরে শিববাবা হলেন তোমাদের পিতা, ব্রহ্মাও হলেন তোমাদের পিতা। শিববাবা বলেন এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে এনাকে

সন্তান রূপে আপন করি। তারপরে এনার দ্বারা অন্য বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করি। তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে পুনরায় স্বর্গের মালিক করেন। স্বর্গের মালিক ছিলে, এখন নরকে আছে। তোমরা দেখছো আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। আমরা বাচ্চারা দাদুর বর্সার অধিকারী অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়া ব্যতীত আত্মা উড়তে পারবে না। তারা তো গালগল্প বলতে থাকে যে, অমুকে নির্বাণ ধামে গেছে বা জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়ে গেছে। যায় না কেউ। সব অ্যাক্টরকে (পার্টধারীকে) এখানে হাজির হতে হবে। যতক্ষণ বিনাশ আরম্ভ না হচ্ছে ততক্ষণ হাজির হতে হবে। আত্মারা আসতেই থাকে। যখন সেখান থেকে আসা কমপ্লিট হয় তখন যুদ্ধ লেগে যায়। তোমাদের রাজত্ব স্থাপন হয়ে যায়। সেখান থেকেও সবাই এসে যায়। এই সব কথা বাবা ভালো ভাবে বোঝান। কিন্তু তোমরা ভুলে যাও। অনেকে ভুলে গিয়ে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। ভালো ভালো বাচ্চারা যারা বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছিল, এখান থেকে যাওয়ার সময় বাবার থেকে চলে যেতে হচ্ছে বলে কাঁদতে কাঁদতে যেত। কিন্তু ফিরে গিয়ে নরকবাসীদের সঙ্গে প্রাপ্ত হয় তখন সব ভুলে যায়। বাবা ওয়ার্নিং (সাবধান বার্নী) দেন বাচ্চারা, এই শৈশবের দিন গুলি কখনও ভুলবে না। তোমাদের তো একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো গুরু গোঁসাই ইত্যাদির ফটো রাখতে হবে না। নিরাকার শিববাবার ফটো তো তোলা যাবে না। বাচ্চারা তোমাদের বাবা এখন সৎ কর্ম করা শেখাচ্ছেন। এমন সৎ কর্ম অন্য কেউ শেখাতে পারে না। তোমরা শ্রেষ্ঠ স্বরূপে পরিণত হচ্ছে। শরীর ত্যাগ করলেও গিয়ে উঁচু সার্ভিস করবে, কারণ তোমাদের হল উত্তরণ কলা তারপরে যে যতখানি পুরুষার্থ করবে। বাবা তবুও বলেন এখানে তোমরা সম্মুখে বসে আছো। এখানে শুনছো, স্মরণে থাকছে কিন্তু বাইরে গেলেই নিমেষে বিস্মৃত হয়ে যাও। এমনও অনেকে আছে যারা নিজেদের মধ্যে পরিনিন্দা পরচর্চা, উল্টো পাল্টা কথাবার্তা শুনতে থাকে আর শোনাতে থাকে। জ্ঞান না থাকার দরুন একে অপরকে ব্যর্থ কথা শুনিয়ে মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তবে এমন উঁচু পদের অধিকারী হবে। তাই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কারো নিন্দা গ্লানি ইত্যাদি উল্টো পাল্টা কথা শুনবে না।

বাবাকে বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার, স্বর্গ স্থাপন করেন, ওয়ার্ল্ড গড ফাদার হলেন তিনি। সকল মানুষ মাত্রের পিতা হলেন একমাত্র নিরাকার। তোমরা হলে একটিই ধর্মের, যারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েছে। শেষের দিকে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে। সত্যযুগে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম থাকবে। তখন সবাই সুন্দর হবে। তারপর ইসলাম ধর্মের মানুষ আসে। তাদের ফিচার্স একেবারেই ডিফারেন্ট (আলাদা)। বৌদ্ধদের চেহারা দেখো কেমন আলাদা। সব ধর্মের মানুষের চেহারা আলাদা আলাদা। এখন তো অনেক ধর্মের বিনাশ এবং একটি ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। স্মরণে রাখবে তোমাদের শত্রু হল মায়া, খুবই প্রবল। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো কথা যদি শোনো তবে বিমুখ হয়ে (রাবণের) শোক বাটিকাতে চলে যাবে। বাবা বার বার বোঝান। তোমাদের পেশা হল এটাই - বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার যুক্তি বলে দেওয়া। বাবা বুঝিয়েছিলেন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। এই বোর্ড লাগিয়ে দাও। সুন্দর বড় করে লেখা থাকবে। ব্রহ্মাকুমারীদের নাম শুনেই ভয় পেয়ে যায়, তাই অনেক যুক্তি সহকারে লিখতে হয়। বোর্ড পড়লে বাপদাদার পরিচয় পেয়ে যাবে, নিশ্চয়ই সাকারের দ্বারাই বর্সা প্রাপ্ত হবে। শিববাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী। মুসলমানরা বলে বহিস্ত স্থাপনাকারী। এখন তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো, এমন পিতাকে ভুলে যাবে না। মায়া খুব প্রবল। তাই বাবা বলেন এই শৈশবের কথা গুলি ভুলে যাবে না। সন্তান তো সবাই, তাইনা। কত বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই হোক না কেন, বাবা বলবেন, মায়া তোমার বড় শত্রু। বাবা বোঝান ব্যর্থ কথা বলবে না। তোমরা মাম্মা বাবা বলো, তবে ফলো করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। প্রিয় বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। তাহলে বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে। নাহলে ভোগ করতে হবে, তখন সেই সময় অনেক দুঃখ হবে। শেষ সময়ে এমন অনুভব হয় যেন অনেক সময় ধরে ভোগ করছি, হিসেব নিকেশ যখন পরিশোধ হয় তখন ফিরে যায়। সেসব কিছু সাফাংকার হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সঙ্গ দোষে থেকে ঈশ্বরীয় শৈশবকে ভুলবে না, নিজেদের মধ্যে কখনও কোনো অনর্থক (ব্যর্থ), উল্টো পাল্টা কথা না শুনবে, না শোনাতে। জ্ঞানের কথাই বলবে।

২) প্রত্যেককে এক বাবার থেকে বর্সা প্রাপ্ত করার যুক্তি বলে দিতে হবে। মাম্মা-বাবাকে পুরোপুরি ফলো করে উঁচু পদের

অধিকার নিতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা বিকর্মের বোঝা নামাতে হবে।

বরদান:- সময়ের জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে সব প্রশ্নের নিরসনকারী স্বদর্শন চক্রধারী ভব
যে স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা স্ব এর দর্শন করে নেয় তাদের সৃষ্টি চক্রের দর্শন স্বভাবতই হয়ে যায়। ড্রামার
রহস্য জেনে সদা খুশীতে থাকে, কখনও কেন, কি ইত্যাদি প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ ড্রামা হল নিজেই
কল্যাণকারী এবং সময়ও হল কল্যাণকারী। যে স্ব-কে দেখে, স্বদর্শন চক্রধারী হয় তারা সহজেই এগিয়ে
যেতে থাকে।

স্নোগান:- অনেক আত্মাদের সেবা করতে হলে শুভ চিন্তক হও।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -

জ্ঞান, যোগ, ধারণ, এই তিনটি বিষয়ে যত অ্যাটেনশন দেবে ততই উন্নতি হতে থাকবে। এগুলিকে প্রাক্টিক্যাল জীবনে
আনতে হবে। এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রালঙ্কার দ্বারা ইম-মর্টাল সুখ প্রাপ্তি হয়, তাকেই দেবত্বের সুখ বলা হয়,
দেবতাদের তো প্রাক্টিক্যাল সুখী জীবন ছিল। এমন নয় তারা যখন ব্রাহ্মণ ছিল তখন কোনো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিল,
তাদের তো স্বয়ং গীতার ভগবানের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে মানুষের দ্বারা রচিত শাস্ত্র গুলি আমরা ফলো
করবো কেন।

এই ঈশ্বরীয় সুখের অনুভব এখন প্রাক্টিক্যাল হচ্ছে, আমরা এই দুঃখের দুনিয়া থেকে বেরিয়ে সুখের দুনিয়ায় এসেছি। সেই
দুঃখের দুনিয়া এখন পেরিয়ে গেছে, প্রথমে সুখের দুনিয়ায় ছিলাম সেই দুনিয়া শেষ হলে দুঃখের দুনিয়ায় এলাম, এখন
পুনরায় সেই সুখের দুনিয়ায় এসেছি, যেখানে ২১ জন্মের জন্য সুখে থাকবো তখন আর দুঃখের দুনিয়ায় শীঘ্র আসবো না।
ধীরে ধীরে নীচে নামবো। এখন এই দুঃখের দুনিয়া সদাকালের জন্য চলে যাচ্ছে। এখন তো সত্যিকারের অতীন্দ্রিয় সুখ
থাকা উচিত, যদিও এই পথে মায়াবী বিঘ্ন অনেক আসবে তবুও যাদের এই নিশ্চয় দৃঢ় ভাবে আছে যে পুরানো দুনিয়া চলে
গেছে, তাদের দুঃখের অনুভূতি হবে না। যদি কখনও অনুভব হয় তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোথাও বিস্মৃতি ঘটেছে।
অতএব আমাদের এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুধুমাত্র শুনবার জন্য নয় বরং ধারণ করে জীবনে পরিবর্তন আনা উচিত। এই
যথার্থ মার্গ আমরা এখন প্রাপ্ত করেছি। এমন কখনও ভাববে না যে আমরা ঈশ্বরীয় কোল পেয়েছি - এটাই তো যথেষ্ট।
এইটুকু প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণতা নেই। পরমাত্মা এসেছেন পুরুষার্থের মার্গ বলে দেওয়ার জন্য, এখন সেই পথে চলে প্রাক্টিক্যাল
ঈশ্বরীয় জীবন তৈরি করা, এটাই হল সত্যিকারের সুখ।

অনেক মানুষ এই প্রশ্ন করে যখন আত্মা ও পরমাত্মা দুইই অনাদি তবে পরমাত্মাকে রচয়িতা কেন বলে ? পরমাত্মাকে পিতা
ও আত্মাদের সন্তান কেন বলে ? এখন এই বিষয়ে বোঝানো হয়, পরমাত্মাও হলেন অনাদি, এই কথা সম্পূর্ণ দুনিয়া অবশ্যই
মানবে, তার জন্য এই রকম প্রশ্ন উঠতে পারে না যে পরমাত্মাকে কে জন্ম দিয়েছেন ? না। আত্মারাও অনাদি এবং
অবিনাশী। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এমন ভাবে যে, আত্মা হল পরমাত্মার অংশ, তাই তারাও হল পরমাত্মা। এই হিসেব
অনুসারে অনাদি ভাবে। এইসব তো হল তাদের মত, কিন্তু স্বয়ং পরমাত্মার দ্বারা আমরা জেনেছি যে পরমাত্মা হলেন পিতা
এবং আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। প্রথমে আসেন পিতা, পরে সন্তানদের জন্ম হয়। যদিও দুইজনেই হল অনাদি কিন্তু
পরমাত্মার পার্ট হল আত্মাদের সন্তান রূপে আপন করে তাদের বর্ষা প্রদান করা। আমরা পিতার কাছ থেকে সুখ শান্তি
পবিত্রতার বর্ষা প্রাপ্ত করি, কারণ আত্মারা এই সুখ শান্তির বর্ষা হারিয়েছে, তাই পুনরায় তাদেরই এইসব নিতে হবে।
আমরা সেই হিসেবে পরমাত্মা বাবা আরও আত্মা রূপী বাচ্চার সম্বন্ধে আছি। পরমাত্মা তো নিজেই হলেন পিতা, উনি
নিজেই সুখ শান্তির সাগর, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, উনি নিজেই হলেন দাতা। সেই হিসেবে আমরা তাঁকে বাবা
বলবো। যখন আমরা বাবা বলছি তখন নিশ্চয়ই সন্তানও আছে, পিতা বললেই তো সন্তান প্রমাণিত হয়। যদি পরমাত্মা না
থাকেন তাহলে দাতা কে ? যখন দাতা আছেন তখন তো আমরা গ্রহণকারী রাও রয়েছি। সুতরাং উভয়ের পার্ট আলাদা
আলাদা হয়ে গেল। আত্মা ও পরমাত্মা যতই রূপে এক সমান হোক কিন্তু পরমাত্মাকে নলেজফুল বলা হয়, তাঁর পার্ট হল
রচনা করার, আত্মারা তাঁরই ক্রিয়েশন (রচনা)। আত্মা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সফল তপস্বী অর্থাৎ যার পিওরিটির পার্সোনালিটি আর রয়্যালটি আছে"

আজ চারিদিকের তপস্বী বাচ্চাদের স্মরণ বাপদাদার কাছে পৌঁছাচ্ছে। কিছু বাচ্চা তাদের স্মরণের রিটার্ন হিসেবে সাকারে সমুখ-মিলন উদযাপন করছে, কিছু বাচ্চা আকারী রূপে স্মরণ আর মিলনের অনুভব করছে। বাপদাদা দুই রূপেরই বাচ্চাদের দেখছেন। আজ অমৃতবেলায় বাপদাদা বাচ্চাদের তপস্যার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চা নিজের পুরুষার্থ অনুসারে তপস্যা করছে। লক্ষ্যও আছে আর এর জন্য উৎসাহও আছে। তপস্বী সবাই, কারণ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই হলো তপস্যা। তপস্যা অর্থাৎ একের অনুরাগে মগ্ন থাকা। সফল তপস্বী খুব অল্পসংখ্যক হয়, কিন্তু পুরুষার্থী তপস্বী অনেক আছে। সফল তপস্বীর লক্ষণ হলো, তাদের মুখ এবং আচরণ থেকে পিওরিটির পার্সোনালিটি আর পিওরিটির রয়্যালটি সদা স্পষ্ট অনুভব হবে। তপস্যার অর্থ মন-বচন-কর্ম আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে অপবিত্রতার অংশ মাত্র, নাম-চিহ্নও সমাপ্ত হওয়া। যখন অপবিত্রতা সমাপ্ত হয়ে যায় তখন এই সমাপ্তিকেই সম্পন্ন স্থিতি বলা হয়ে থাকে। সফল তপস্বী অর্থাৎ সদা, আপনা থেকেই পবিত্রতার পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি, প্রতিটা বোল আর কর্ম দ্বারা, দৃষ্টি আর বৃত্তি দ্বারা অনুভব হবে। পিওরিটি শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্থাৎ সঙ্কল্পেও কোনো রকম বিকার টাচ হবে না। যেভাবে ব্রাহ্মণ জীবনে শারীরিক আকর্ষণ বা টাচিং অপবিত্রতা হিসেবে মনে করো, ঠিক সেভাবেই মন-বুদ্ধিতে কোনো বিকারের সঙ্কল্প মাত্রের আকর্ষণ বা টাচিং হলে, তাকে অপবিত্রতা বলা হবে। যাদের পবিত্রতার পার্সোনালিটি, রয়্যালটি আছে তাদের মন-বুদ্ধিতেও এই রকম খারাপ কোনো কিছু টাচ করে না, কারণ সফল তপস্বী অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব কখনো খারাপ জিনিসকে টাচ করে না। তাইতো তোমরা সব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আত্মার বিষয় হলো সূক্ষ্ম, আর তাদের হলো স্থূল বিষয়। যা কিছু মন্দ তা টাচ না করাই তপস্যা। ধারণ করা অর্থাৎ গ্রহণ করা। এটা তো খুব স্থূল বিষয়। কিন্তু সঙ্কল্পেও টাচ না করা, তাকেই বলা হয়ে থাকে প্রকৃত বৈষ্ণব।

শুধুমাত্র স্মরণের সময় স্মরণে থাকা, একে তপস্যা বলা যায় না। তপস্যা অর্থাৎ পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটির অনুভব নিজেও করা আর অন্যদেরও অনুভব করানো। সফল তপস্বীর অর্থই হলো বিশেষ মহান আত্মা হওয়া। বিশেষ আত্মাদের এবং মহান আত্মাদের দেশের ও বিশ্বের পার্সোনালিটিজ বলা হয়। পবিত্রতার পার্সোনালিটি অর্থাৎ সর্ব কর্মে মহত্ব আর বিশেষত্ব। পার্সোনালিটি অর্থাৎ সদা নিজের এবং অন্যদের সেবায় সব সময় বিজি থাকা অর্থাৎ নিজের এনার্জি, সময়, সঙ্কল্প ওয়েস্ট ক'রো না, বরং সে'সব সময়োপযোগী বানাও। এদের পার্সোনালিটির আত্মা বলা হবে। যাদের পার্সোনালিটি আছে তারা কখনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে নিজের মন-বুদ্ধিকে বিজি রাখে না। তাইতো, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার সামনে অপবিত্রতার বিষয়গুলো ছোট, নাকি বড় মনে হয়? সেইজন্য তপস্বী অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে শুনেও না শোনা, দেখেও না দেখা, এমন অভ্যাস করেছ তোমরা? এমন তপস্যা করেছ? নাকি এটাই ভাবো, দেখতে তো চাই না, তবুও দেখে ফেলেছি, শুনেও চাই না, তবুও শুনে ফেলেছি? যেমন, যখন কোনো জিনিসের সাথে তোমাদের কানেকশনই নেই, সে'সব জিনিস দেখেও দেখ না তো না, ঠিক তেমনই যখন রাস্তা দিয়ে যাও, কোথাও কিছু যদি দেখ অথচ তা' তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় তখন তোমরা দেখেও দেখবে না তো না, সাইড সীন মনে করে পাশ কাটিয়ে যাবে, তাই না? এই ভাবে যে বিষয় শুনেও দেখেও, যদি তা' তোমাদের কাজের নয় তাহলে সে'সব শুনেও শুনো না, দেখেও দেখো না। যদি মন-বুদ্ধিতে ধারণ করেছ যে, এটা এ'রকম, এটা ও'রকম... তবে সেটাকে বলা হবে ব্যর্থের টাচিং যা' খারাপ অর্থাৎ তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত বৈষ্ণব নও। পিওরিটির পার্সোনালিটিতে পার্সেন্টেজ কম অর্থাৎ তপস্যার পার্সেন্টেজ কম। অতএব, বুঝেছ তপস্যা কী?

এই বিধিতে নিজেকে নিজে চেক করো - তপস্যা-বর্ষে তপস্যার প্রত্যক্ষ স্বরূপ পিওরিটির পার্সোনালিটি অনুভব করো? পার্সোনালিটি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই দেখা যাবে। যেমন, সাকার ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছ — পিওরিটির পার্সোনালিটি কত স্পষ্টভাবে অনুভব করতেন! তপস্যার এই লক্ষণ তোমরা অনুভব করেছ, সুতরাং এখন তোমাদের দ্বারা যেন অন্যদের অনুভূত হয়। মুখ আর আচার-আচরণ উভয় দ্বারা তোমরা অন্যদের অনুভব করাতে পারো। এখন অনেক লোকে সেটা অনুভব করেও। কিন্তু তোমাদের এই অনুভব নিজেদের মধ্যে থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। আজ এই পার্সোনালিটি সম্বন্ধে শুনিযেছেন, পরে রেজাল্টের সম্বন্ধে বলবেন।

সবাই মিলন উদযাপন করতে এসেছে। তাইতো বাপদাদাও মিলনের জন্য তোমাদের মতো ব্যক্ত শরীরে আসেন। তাঁকে

তোমাদের সমান হতে হয় তো না। তোমরা সাকারে আছ তো বাবাকেও সাকার তনের আধার নিতে হয়। যতই হোক, তোমাদেরকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হতে হবে নাকি অব্যক্তকে ব্যক্ত হতে হবে ? নিয়ম কী বলে ? তোমাদের অব্যক্ত হতে হবে তো না ? তাহলে আবার অব্যক্তকে ব্যক্তে কেন নিয়ে আসো? যখন তোমাদেরও অব্যক্তই হতে হবে তো অব্যক্তকে অব্যক্তই থাকতে তো দাও। অব্যক্ত মিলনের অনুভবকে বাড়িয়ে চলো। ড্রামা অনুসারে অব্যক্তও ব্যক্তে আসার জন্য বেঁধে আছেন, কিন্তু সময় ও সার্কমস্ট্যান্স অনুসারে অব্যক্ত মিলনের অনুভব খুব কার্যকরী হবে, সেইজন্য এই অনুভবকে এত স্পষ্ট আর সহজ বানাও যাতে সময়কালে এই অব্যক্ত মিলন সাকার সমানই অনুভব হয়। বুঝেছ - সেই সময় এমন ব'লো না যে, আমাদের তো ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তের সাথে মিলনের অভ্যাস আছে। সময় অনুসারে তোমরা মিলন উদযাপন করতে পারো। বুঝেছ!

যে যেখানে থেকেই এসেছ এই সময় তোমরা সবাই মধুবন নিবাসী। নাকি তোমরা নিজেদের মহারাষ্ট্র নিবাসী, উড়িষ্যা নিবাসী মনে করো? অরিজিন্যালি তোমরা তো মধুবন নিবাসী। সেবার্থে তোমরা ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় গেছ, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মধুবন নিবাসী। তোমরা তোমাদের সেবাস্থানে গেছ, সেইজন্য এই সেবাস্থান আমার - এমন কখনও মনে কর না। এমন অনেক বাচ্চা বলে থাকে তাদের স্থান চেঞ্জ করে দিতে, তখন তারা বলে, না, আমাকে পাঞ্জাবে পাঠাও, অথবা উড়িষ্যাতেই পাঠাও। তাহলে, অরিজিন্যালি তোমরা পাঞ্জাব, উড়িষ্যার নাকি তোমরা মধুবনের ? সুতরাং কেন ব'লো আমি পাঞ্জাবের আমাকে পাঞ্জাবেই পাঠাও, আমি গুজরাটের আমাকে গুজরাটেই পাঠানো ? তোমাদের স্থান চেঞ্জ করতে প্রস্তুত তোমরা ? টিচার্স, সবাই তোমরা তৈরি ? তোমাদের যে কোনো কাউকে যদি কোথাও চেঞ্জ করতে বলা হয়, তোমরা প্রস্তুত আছ ? দেখ, দাদি তোমাদের সবাইকে 'না'-এর সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। আচ্ছা এটাও এপ্রিলে করা হবে। যারা চেঞ্জ হতে তথা স্থানান্তরিত হতে প্রস্তুত তাদেরই বাবার সাথে মিলন উদযাপনে আসা উচিত। তোমরা সেন্টারে ফিরে গিয়ে কি ভাববে, যদি আমি এখানে না থাকি তবে এর কী হবে, আমার কী হবে...? অল্পবিস্তর একটু দূরে সরে যাবে। বাপদাদার থেকে তোমরা তপস্যার প্রাইজ নিতে চাও ? নাকি বাপদাদাকে তপস্যার প্রাইজ দিতেও চাও, নাকি শুধু নিতে চাও ? সেন্টার থেকে সবাই সারেন্ডার হয়ে আসবে। নতুন নিবাস স্থানের প্রতি কোনরকম আসক্তি আছে তোমাদের ? পরিশ্রম করেই বানিয়েছ তো না, যেখানে আমিষ্ববোধ আছে সেখানে তপস্যাকে কী বলা যাবে? তপস্যা অর্থাৎ তোমার এবং তপস্যা ভঙ্গ হওয়া মানে আমার। বুঝেছ - এরা তো সবাই ছোট ছোট টিচার্স, সুতরাং তারা বলবে, কোনো ব্যাপার না, এখান থেকে ওখানে হয়ে যাবো। বড়দের একটু ভাবতে হয়। আচ্ছা - যারা সেন্টারে আসে তারাও হয়তো ভাববে আমাদের টিচার চলে যাবে! তোমরা সবাইই এভাররেডি ? যে কেউ যে কোনো কোথাও চলে যেতে পারে। নাকি বলবে আমাদের তো এই টিচার চাই। যারা মনে করো যে টিচারই পাবে তাতেই রাজী, তারা হাত তোলো। যে কোনো টিচারকে যারা স্বীকার করে এটা জেনে যে দায়িত্ব বাপদাদার, দায়িত্ব দাদি দিদির, তারা হাত তোলো। এখন তো এটা টি.ভি.তে চলে এল তো না। সবার ফটো টি.ভি.তে তুলে নাও পরে সবাই দেখবো। অস্তিম পেপারে এই কোশ্চেনই আসার আছে - নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ। অতএব, অস্তিম পেপারের জন্য তো সবাইকে তৈরি হতেই হবে। তোমরা তো রিহার্স করবে, তাই না? জোন হেডকেও চেঞ্জ করা হবে। পাণ্ডবরাও চেঞ্জড হবে। যাই হোক, তোমাদের আছেই কী ? বাপদাদা দিয়েছেন আর বাপদাদা নিয়েছেন। আচ্ছা, সবাই এভাররেডি আছ, সুতরাং এখন শুধু হাত তোলার জন্য তোমাদের অভিনন্দন।

চারিদিকের সফল তপস্বী আত্মাদের, যারা সদা পিওরিটির পার্সোনালিটিতে থাকে, সদা পিওরিটির রয়্যালটিতে থাকে, সদা প্রকৃত সম্পূর্ণ বৈষ্ণব আত্মাদের, সদা সময় অনুসারে নিজেকে পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তক, এমন সদা যোগী, সহজ যোগী, স্বতঃ যোগী, মহান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে সাক্ষাৎ:— সবাই তোমরা তপস্বী আত্মা, এমন অনুভব করো ? তপস্যা অর্থাৎ এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। এই রকমই তো, নাকি দ্বিতীয় কেউ আছে, এখানে কেউ আছে ? কোনো ব্যক্তি নাকি কোনো বৈভব ? এক ব্যতীত অন্য কেউ নেই, নাকি অল্প-অল্প সম্বন্ধ আছে ? নিমিত্ত হয়ে সেবা করা সেটা একটা বিষয়, কিন্তু যেখানেই সম্বন্ধ থাকবে, হয় ব্যক্তির সাথে অথবা বৈভবের প্রতি, তোমাদের বুদ্ধি অবশ্যই সেদিকে যাবে, তো সম্বন্ধের লক্ষণ এটাই। মন অবশ্যই ছুটে চলে যাবে সেখানে। অতএব, চেক করো যে, সারাদিনে মন আর বুদ্ধি কোথায় কোথায় দৌড়ায় ? বাবা আর সেবা ব্যতীত অন্য কোথাও মন-বুদ্ধি যায় না তো ? যদি যায় তো সম্বন্ধ আছে। যদি অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে থাকো, যা কিছুই করো, সেটা ট্রাস্টি হয়ে করা উচিত। আমার মত, তোমার। এটা আমার কাজ, আমাকেই দেখাশোনা করতে হবে...

আমার দায়িত্ব... এই রকম ব'লো কখনো? নাকি এই রকম - তোমার, তোমাতেই অর্পণ, আমার কোথা থেকে এসেছে ? সুতরাং এই বোলও তোমরা বলতে পারো না - আমাকেই দেখভাল করতে হবে, আমাকেই করতে হয়, আমারই দায়িত্ব,

সুতরাং আমাকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে...। 'আমার' বলার সাথে সাথে সেটা বোঝা হয়ে যায়। এটা বাবার, বাবা করবেন, আমি নিমিত্ত মাত্র আর তখনই তোমরা হালকা। বোঝা ওঠানোর অভ্যাস নেই তো ? ৬৩ জন্ম বোঝা উঠিয়েছ তো না। অনেকের বোঝা ওঠানোর অভ্যাস থাকে। বোঝা ওঠানো ছাড়া থাকতে পারে না। অভ্যাসে তারা বাধ্য হয়। 'আমার' মনে করা মানে বোঝা ওঠানো। বুঝেছ। অল্প একটু সরিয়ে রেখেছ এই ভেবে যে, প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে ? পাণ্ডবরা অল্প ব্যাংক ব্যালেন্স, অল্প হাতখরচ রেখেছে ? সামান্যতম আমিশ্বভাব রেখো না, আমার মানেই ময়লা হওয়া। যেখানে আমিশ্ব বোধ হবে সেখানে বিকারের ময়লা অবশ্যই হবে। যদি তোমরা 'তোমার' বলো তাহলে কী হবে ? তোমরা ডুবে যাবে না, বরং সাঁতরাতে থাকবে। সাঁতার কাটতে মজা লাগে তো না! সুতরাং তপস্যা অর্থাৎ 'তোমার', 'আমার' নয়। আচ্ছা, এ' হলো ইস্টার্ন জোন, সূর্য উদয় হয়, তাই না ? তাহলে, যারা ইস্টার্ন জোনের কাছে বাবা-সপ্তের স্মারকচিহ্ন সূর্য সদাই চকমক করে তো না। সবাই তপস্যায় সফলতা প্রাপ্ত করছে তো না। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছ ? নিজের চাটে তোমরা সন্তুষ্ট ? নাকি এখন হতে যাচ্ছ ? এটাও একটা লিফ্টের গিফ্ট। গিফ্ট যেটা হয় তা'তে কোনো খরচ করতে হয় না, সেটা কেনার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। এক তো হলো নিজের পুরুষার্থ আর দ্বিতীয় হলো বাবা দ্বারা বিশেষ গিফ্টের প্রাপ্তি। সুতরাং, তপস্যা-বর্ষ একটা গিফ্ট, সহজ অনুভূতির গিফ্ট। তোমরা যতটা চাও তা' সবটা করতে পারো। পরিশ্রম কম, নিমিত্ত মাত্র এবং প্রাপ্তি বেশি করতে পারো। এখনও সময় আছে, বছর সম্পূর্ণ হয়নি। এখনো যা নিতে চাও নিতে পারো, সেইজন্য সফলতার সূর্য ইস্টে জাগতে দাও। সদা সবাই তোমরা খুশি, নাকি কখনো কখনো ভুচ্ছ কিছু বিষয়ে নারাজও হও ? তোমাদের খুশি বাড়তে থাকে, কম হয় না তো ? মায়াজিত হয়েছ নাকি মায়া তার রঙ দেখিয়ে দেয় ? সে যতই রঙ দেখাক, আমি মায়াপতি। মায়া রচনা, আমি মাস্টার রচয়িতা। সুতরাং খেলা দেখ, কিন্তু খেলায় পরাজয় বরণ ক'রো না। মায়া যতই অনেক রকম খেলা দেখাক, মায়ার সবকিছু পর্যবেক্ষক হয়ে মনোরঞ্জন হিসেবে দেখো। দেখতে দেখতে পরাজিত হয়ো না। সাক্ষী হয়ে, সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখে যাও। তপস্যায় যারা সমুখবর্তী তারা গিফ্টের অধিকার নাও ? সেবা ভালো হচ্ছে ? নিজের পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা উড়ছ আর সেবাতেও উড়ছ। সবাই ফার্স্ট। সদা ফার্স্ট থাকো, সেকেন্ড হ'য়ো না। যদি তোমরা ফার্স্ট থাকো তাহলে সূর্যবংশী হবে, সেকেন্ড হলে চন্দ্রবংশী। যারা ফার্স্ট নম্বরে থাকে তারা মায়াজিত হবে। তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে না, কোনো প্রবলেম থাকে না, কোনো কোশ্চেন থাকে না, কোনো দুর্বলতা থাকে না। ফার্স্ট নম্বর অর্থাৎ ফাস্ট পুরুষার্থ। যারা ফাস্ট পুরুষার্থ করছে তারা পিছনে থাকবে না। সদা সাক্ষী আর সদা বাবার সাথী - এটা স্মরণে রেখো।

বরদান:- সদা উৎসাহে থেকে নিরাশাবাদীকে আশাবাদী বানিয়ে প্রকৃত সেবাধারী ভব
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যারা সবসময় উৎসাহ ভরা জীবনে ওড়ে এবং অন্যদের ওড়ায়, তারা কখনো নিরাশ হয় না, কেননা, তাদের অক্যুপেশন হলো - "নিরাশাবাদীকে আশাবাদী বানানো", এটাই প্রকৃত সেবা। প্রকৃত সেবাধারীদের উৎসাহ কখনো কম হতে পারে না। যদি তোমাদের উৎসাহ থাকে তো এই জীবন যাপনে আনন্দ আছে। ঠিক যেমন শরীরে শ্বাসের গতি যখন যথার্থরূপে চলে তখন বলা হয়ে থাকে ভালো স্বাস্থ্য। এমন ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ উৎসাহ, নিরাশা নয়।

স্নোগান:- যা হয়ে গেছে তা' অতীত হতে দাও আর অতীতের বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সাবধান থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light

Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবার নম্বর ওয়ান শ্রীমৎ হলো এই যে, সকাল-সকাল উঠে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো
তবেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- উদারচিত্ত বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

*উত্তর:- তারা অন্যদেরও কল্যাণ করতে থাকবে। দান করার শখ থাকবে। এইসময় যারা দান করে তাদেরই পুণ্যলাভ হয় । ২) উদারচিত্ত বাচ্চারা ভোলানাথ বাবার মতোই দরাজ হৃদয়ের হবে। তারা যজ্ঞে দধিচী ঋষির মতন হাড়গোড় (সর্বস্ব উজার করে দেবে) দিয়ে দেবে।

*গীত:- কে এল আমার মনের দুয়ারে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের জন্য কে এসেছেন ? বলা হয় যে প্রভাতের প্রভু, কারণ তিনি হলেন রাতকে(অন্ধকার) প্রভাতে (আলোয়) পরিণতকারী। রাতের প্রভু হলো রাবণ। এ'সব ভালভাবে নোট করো তবেই বুদ্ধিতে বসবে। বুদ্ধিতে এই পার্থক্য তো থাকে, তাই না! বুদ্ধি সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে থাকে। কেউ তো ঈশ্বারাতেই বুদ্ধি যায়। তোমরা তো বোঝো যে অবশ্যই প্রভাতের প্রভু আছেন। তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন। তোমাদের এখন দিবসের মালিক অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার মালিক করে দেন। মালিক হবে তখন, যখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবে। ব্যবসায়ীরা যখন সকালে দোকান খোলে তখন সর্বপ্রথমে মাথা নত করে (প্রণাম করে)। মন্দিরেও এইরকম করে থাকে। দোকানের সামনে নমস্কার করে তারপর ঢোকে। কারণ আমদানী (অর্থলাভ) হয়, তাই না! আয়ের জন্য বলে যে প্রভাতের প্রভু তরী বানিয়ে নিয়ে এসেছে (উপার্জনের উদ্দেশ্যে বলে তরী পার করিয়ে দাও)...এমন বলে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে ইনি কে ? ওঁনাকে আমাদের আত্মা জানে যে তিনি হলেন আমাদের বাবা। সাঁই বাবা (ঈশ্বর পিতা) হলেন রাতকে দিনে পরিণতকারী। আজকাল অনেক সাঁই বাবা বেরিয়ে গেছে। রাতকে দিনে পরিণতকারী সাঁই বাবা তো হলেন একজনই আর তিনি অত্যন্ত ভোলা-ভালা। নামই হলো ভোলানাথ। সহজ-সরল কন্যাদের, মাতাদের উপরে জ্ঞানের কলস রাখেন। তাদের উত্তরাধিকার প্রদান করে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। পরিশ্রমের মতন কিছুই দেন না। ব্যস্, এই কাজই করতে থাকো। সকলকে এই পরিচয়ই দিতে থাকো। বলা যে রাতকে দিনে পরিণতকারী অথবা নরককে স্বর্গে পরিণতকারী বলেন যে আমায় স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। খবর দিতে হবে, পূর্বেও সকলকে খবর দিয়েছিলো। তোমরা বোঝাতে পারো যে ঈশ্বর পিতা এসেছেন সকলকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে। অসীম জগতের বাবা অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকারই দেবেন। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সহজ-সরল মাতাদের জন্য কত সহজ উপায় বলে দেন। মিষ্টি-মিষ্টি মায়েরা বা মিষ্টি-মিষ্টি কন্যারা। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আর কোনো পরিশ্রম করাই না। কেবল আর সব সঙ্গ ত্যাগ করে দাও, ভক্তিমাগ থেকে তোমরা গ্যারান্টি করে এসেছো যে তুমি আসবে তখন আমরা তোমার হয়ে যাব। আমার এক তুমি দ্বিতীয় কেউ নেই। গিরিধর গোপাল বলা হয় কিন্তু ইনি হলেন বাবা। তারা গোপাল কৃষ্ণকে বানিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে এরা হলো চৈতন্য গাভী, শিববাবা জ্ঞান দ্বারা লালন-পালন করেন। জ্ঞান ঘাস খাওয়ান। সেই কৃষ্ণের আত্মাও এখন অনেক জন্মের অস্তিত্বে রয়েছে। নাম, রূপ, দেশ, কাল প্রতিটি জন্মে পরিবর্তিত হতে থাকে। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হও। একে রাধা-কৃষ্ণের বংশক্রম বলা বা বিষ্ণুর বংশক্রম বলতে পারো। বিষ্ণুর বিজয়মালা বা রাধা-কৃষ্ণের বিজয়মালায় তোমরা ছিলে। পুনরায় এখন পরিক্রমা করে তেমনই হয়ে যাও। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা হয়ে যাও। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে -- সূর্যবংশীয় রাজা, রানী, প্রজা ইত্যাদি হয়ে থাকে। বাবা বলেন -- যে যতখানি শ্রীমতানুসারে চলে। নাম্বার ওয়ান শ্রীমৎ হলো সকালে উঠে সাঁই ভোলানাথ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন, তোমরা হলে আত্মা, তাই না! শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করো। তোমরা আত্মারা উপরে থাকো। এখন জেনেছো যে আমাদের বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন। প্রতি কল্পের সঙ্গমে একবারই শিববাবা আসেন। কল্পের পরেই আবার তোমাদের এই নিশ্চয় করতে হয় যে আমি হলাম আত্মা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জিন এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তাই না, জিন বলতো যে আমাকে কাজ দাও নাহলে খেয়ে নেব। বাবা বলেন - যদি আমাকে স্মরণ না করো তবে জিনরূপী মায়া খেয়ে নেবে। এইরকমও নয় যে তোমরা সবসময় স্মরণ করবে। এখন হলে পুরুষার্থী। এ হলো সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ(হেল্থ এবং ওয়েল্থ) দুই-ই পাওয়া যায়। মন্মণাভব, মধ্যজীভব। বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তাহলে কি আবার নিজের সময় নষ্ট করা উচিত । অর্ধেক কল্প ভক্তিমাগে সময় নষ্ট করেছে। অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার দিন, অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার রাত। ওরা আবার লম্বা-চওড়া আয়ু

করে দিয়েছে। কলিযুগের এত হাজার বছর, সত্যযুগের এত। তাহলে তো অর্ধেক-অর্ধেক হতে পারে না। বাবা বসে থেকে বুঝিয়ে থাকেন -- প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল, তারপর ব্যভিচারী হয়ে গেছে। ভূত পূজা অর্থাৎ ৫ তন্ত্রের শরীরের পূজাও করতে লেগেছে। বাবার দেখা আছে -- গঙ্গার তীরে গিয়ে বসে, নিজের পূজা করায়। বিভিন্ন প্রকারের সাঁই বাবাও অনেক রয়েছে। এই বাবা তো কত গুপ্ত। ঊনাকে তোমাদের হৃদয় চেনে। বাবা বলেন -- আমি হলো তোমাদের আত্মাদের বাবা, তোমাদের রাজযোগ শেখাই। তিনি হলেনই হেভেনলী গডফাদার, অবশ্যই স্বর্গই স্থাপন করবে। রাবণ এসে নরক স্থাপন করে। এই বোধও তোমাদের রয়েছে। মানুষ তো কেবল কথার কথা বলে। বোঝে না কিছুই। এও বলে যে উল্টো বৃক্ষ। কল্পবৃক্ষও বলে, কিন্তু এর আয়ু বলতে পারে না। বৃক্ষের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর তো হতে পারে না, অসম্ভব। বাবা বসে থেকে কত স্নেহ ভরে বুঝিয়ে থাকেন। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা (হারিয়ে যাওয়া আদরের দুলাল)। যেমন লৌকিক বাবা স্নেহ-পূর্বক বসে-বসে বুঝিয়ে থাকে, তাই না -- স্কুলে যাও, এই করো। এখন তো তোমোপ্রধান। যখন রাজোপ্রধান হবে তখন শিক্ষকও ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকবে। মা-বাবাও ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকে। সুখের জন্যই বাচ্চাদের রচনা(জন্ম দেন) করে। বলে যে, একটি বাচ্চা তো অবশ্যই থাকা উচিত। একটি পুত্রসন্তান পেয়ে গেলে তখন বলবে একটি কন্যাও অবশ্যই চাই। নাহলে লক্ষ্মী আসবে না। এখন কি অবস্থা হয়েছে, বাচ্চারা তো তিতিবিরক্ত করে দেয়। সত্যযুগে এরকম কথাই নেই। অন্যথায় স্বর্গ আবার কী ! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছ। তোমরা জানো যে মানুষ কত প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। বাবাকেই জানে না। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারেই জেনে থাকে। বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম অনেক। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। আজ তোমরা চিনতে পেরেছো পুনরায় কাল তোমরা বলবে না যে আমরা সন্তান নই। বলবে যে তোমরা যেন হলে কুপুত্র। কুপুত্রকে বাবা কখনো ধন-সম্পত্তি দেয় না। ভক্তিতে মানুষ জপ-তপ, তীর্থ ইত্যাদি যাকিছুই করে থাকে তাতে পতিতই হয়ে এসেছে। ভক্তি তো অনেক করে তাহলে এরকম অবস্থা কেন ? ভারতেই প্রচুর পরিমাণে ভক্তি করা হয়ে থাকে। বাবা বলেন -- যারা পুরোনো ভক্ত, যারা শুরু থেকেই শিববাবার পূজা করেছে তারাই অধঃপতনে গিয়ে অপবিত্র হয়ে গেছে। বৃক্ষও দেখো, প্রথমে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়, তারপর ভক্তিমার্গ দেখানো হয়েছে। তারপর ভক্তির শেষ হয় তখন কালো হয়ে পড়ে। দুনিয়া কালো আয়রন এজে'ড হয়ে যায়। এ হলো ড্রামার খেলা। অর্ধেককল্প জ্ঞান, অর্ধেককল্প ভক্তি অবশ্যই চলতে থাকবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জ্ঞান নিতে থাকো। প্রভাতের প্রভু জ্ঞান দিয়ে থাকেন। দুনিয়ায় তো বিভিন্ন ধরনের অনেক সাঁই-য়েরা রয়েছে। তোমরা দুনিয়ার বড় বড় দেশে পরিক্রমা করো, পরীক্ষা করো তখন প্রতিটি জায়গায় তোমরা হরেকরকমের পাবে। বলবে -- ইনি তো সাক্ষাৎ সাঁই বাবা। ইনি তো অমুক। সঙ্গুরু রয়েছেন সঙ্গতিরই জন্য। সঙ্গুরু তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এ'কথা কে বোঝান! আত্মা বলে, বাবা তুমি সত্য বলো। আমরা তোমার শ্রীমতানুসারেই তোমায় স্মরণ করে থাকি। প্রতি কল্পে আমরা তোমায় স্মরণ করে তোমার থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। অনেকবার তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি। এখন আবার নিচ্ছি। এও স্মরণ করো যে বরাবর আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর এভাবেই হারিয়ে ফেলব তারপর আবার তুমি আসবে, আমরা উত্তরাধিকার নেবো। কত সহজ কথা। পুরোনো ঘরে থেকে নতুন ঘর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সময় তো লাগে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা নতুন ঘর নির্মাণ করছেন। এখন পুরোনো ঘরের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। নতুন ঘর হলো সত্যযুগ। সেখানে গিয়ে আমরা রাজত্ব করবো। ও'টা হলো অসীম জগতের নতুন ঘর। এখন এই সমগ্র দুনিয়া হলো অসীম জগতের পুরোনো ঘর। এর প্রতি তোমাদের অসীমের বৈরাগ্য রয়েছে। পুরানো কলিযুগীয় খারাপ সম্বন্ধগুলির থেকে বেরিয়ে এসে, এখন আমরা সত্যযুগীয় ফুলের মতন সম্বন্ধগুলির জন্য পুরুষার্থ করছি। তাহলে পুরুষার্থও ভালভাবে করা উচিত। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আত্মাদের কত ভালবাসা থাকা উচিত। আর সবার থেকে ভালবাসা সরিয়ে একের সঙ্গেই ভালবাসা থাকা উচিত। সকল (আত্মারপী) দ্রৌপদীরাই ডাকতে থাকে -- নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করো। অনেক অত্যাচার করে। বাবা বলেন -- এত পাপ করবে তবেই তো পাপের ঘড়া (কলস) পূর্ণ হবে আর বিনাশ হবে। এও ড্রামানুসারেই হয়ে থাকে, তাতে পশু-পাখি ইত্যাদি যাকিছুই আছে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। আজ যা হয়েছে, তা কল্প পূর্বেও হয়েছিল। একটি সংবাদপত্রে লেখা হয় -- ১০০ বছরের ভিতর যাকিছু হয়েছিল..... সে তো সহজ। তাদের কাছে হিন্দী রয়েছে। মুখ্য-মুখ্য কথা লেখে, তোমরাও লিখতে পারো যে হুবহু ৫ হাজার বছর পূর্বে কি হয়েছিল। সংবাদপত্রে তো অনেক কথাই পড়া হয়, তাই না! বোঝাতেও হবে যে ৫ হাজার বছর পূর্বে কি হয়েছিল। দুনিয়ায় যাকিছুই হয়েছে -- বলো যে ৫ হাজার বছর পূর্বে এই সবকিছু হয়েছিল। মুখে বলে ভারত স্বর্গ ছিল, তোমরা প্রমাণ করে বলবে। বলো, সেই ভারতই এখন কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। এই লড়াই কোনো নতুন কিছু নয়। প্রতি কল্পেই লেগে থাকে। কিন্তু তোমাদের কথা কেউ মানবে না। হ্যাঁ, কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে, যে বুঝবে যে এ কথা তো সঠিক। এও বোঝে যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ আছে যে না চাইতেও এই বোমা ইত্যাদি তৈরি করতে থাকে। বেচারী সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। কিছুই জানা নেই, যা (মনে) আসে তাই বলে দেয়। নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে। তোমরা জানো যে এ'সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বলেন, হাহাকারের পর পুনরায় জয়জয়কার হবে। তাহলে তো

ভগবানকেই স্মরণ করবে। যে যার ইষ্ট হবে তাকেই স্মরণ করবে। ভগবানকে তো জানেই না। তোমরা তো জানো যে ভগবান হলেন একটি বিন্দুস্বরূপ। কত ছোট্ট বিন্দু, কত আশ্চর্যজনক। তোমরা তো বলবে না যে উনি হলেন বড় লিঙ্গ। না, তোমরা বলবে তিনি হলেন স্টার। আল্লাও স্টার। তাতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে। এ কত সূক্ষ্ম কথা। ঝট করে কাউকে সমস্ত কথা বলা যায় না। সর্বপ্রথমে বোঝাতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো তবেই উত্তরাধিকার পাবে। কত সূক্ষ্ম কথা, তবেই তো বলেন আজ তোমাদের গোপন কথা শোনাচ্ছি। কেমন-কেমন যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। দেখো বাবা রাতে প্রশ্ন করেছিলেন যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব হতে কত সময় লাগে, তারপর ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণুর আবির্ভাব হতে কত সময় লাগে ? কাল আমরা কত অজ্ঞানী ছিলাম, আজ আমরা কত নলেজফুল হয়ে গেছি। কত বিস্ময়কর কথা। সেন্সীবলও নস্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমেও মুরলী শুনে থাকো। বাচ্চারা চায় যে কি টেপের মাধ্যমে আমরা পপ প্রতিটি অক্ষর শুনবো। যাদের শখ থাকবে, পয়সা থাকবে, উদারচিত্ত হবে তারা অন্যদেরও কল্যাণ করবে। এই সময় যা দান করে, তারই পুণ্যলাভ হয়। এছাড়া কলিযুগে যে দান-পুণ্য করা হয়, তাতে তো পাপ আত্মাই হয়ে পড়ে। আমাদের বাবা ভগবান ভোলানাথ কত দরাজ হৃদয়ের। তোমাদেরও দরাজ হৃদয়সম্পন্ন হওয়া উচিত। যজ্ঞের দধিচী ঋষির মতন হাড়গোড়ও দিয়ে দিতে হয়। বাবা বলেন -- তোমরাই হলে সুইট লাকীয়েস্ট চিল্ড্রেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড(জগতের সর্বাপেক্ষা মিষ্টি পরম সৌভাগ্যশালী সন্তান), যারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অদ্বিতীয় পিতার সঙ্গে সত্যিকারের ভালবাসা রাখতে হবে। কলিযুগীয় পতিত সম্বন্ধগুলির থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি অসীমের বৈরাগ্য রাখতে হবে।

২) সমগ্র বিশ্বে আমরা হলাম লাকীয়েস্ট (পরম সৌভাগ্যশালী) আত্মা, যারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি - এই নেশায় থাকতে হবে। দরাজ হৃদয়ের হতে হবে।

বরদান:- যথার্থ চার্ট এর দ্বারা প্রতিটি বিষয়ে সম্পূর্ণ (ফুল) পাশ নম্বর প্রাপ্তকারী আত্মাকারী ভব যথার্থ চার্টের অর্থ হলো প্রতিটি বিষয়ে প্রগতি এবং পরিবর্তন অনুভব করা। ব্রাহ্মণ জীবনে প্রকৃতি, ব্যক্তি অথবা মায়ার দ্বারা পরিস্থিতি তো আসবেই কিন্তু স্ব-স্থিতির শক্তি, পরিস্থিতির প্রভাবকে সমাপ্ত করে দেয়, পরিস্থিতি যেন মনোরঞ্জনের দৃশ্যের মতন অনুভূত হয়। সঙ্কল্পেও যেন অস্থিরতা না থাকে। এরকম বিধি-সম্মত চার্ট এর দ্বারা বুদ্ধিকে অনুভবকারী আত্মাকারী বাচ্চাদের ফুল পাশ মার্কস্ প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান:- ছোট-ছোট কথায় যেন মন ভারী না হয়ে যায় -- সেদিকে ধ্যান রাখতে হবে। শখ এর শিকার হয়ে যেও না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো দেহধারীর প্রতি দৈহিক প্রেম রেখো না, এক বাবার প্রতিই প্রেম রাখো, অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করো"

*প্রশ্নঃ - দয়ালু বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

*উত্তরঃ - কেউ যখন কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলে, তখন সেই অপ্রয়োজনীয় কথা না শুনে, তার কল্যাণের কারণেই বড়দেরকে জানিয়ে দেওয়া, এটাই হলো দয়ালু বাচ্চাদের কর্তব্য । যার মধ্যে কোনো পুরানো অভ্যাস থাকে, সেই অভ্যাস দূর করতে সহযোগী হওয়াই হলো দয়ালু হওয়া ।

*প্রশ্নঃ - কোন্ টাইটেল কোনো দেহধারীকে দেওয়া যাবে না, কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে দেওয়া যেতে পারে ?

*উত্তরঃ - 'শ্রী' টাইটেল, কেননা 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, পবিত্রকে বলা হয় । কোনো দেহধারী মনুষ্যকে এই টাইটেল দেওয়া যায় না, কেননা তারা ব্রহ্মাচারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে । ব্রহ্মা বাবাকে 'শ্রী' বলা যায়, কেননা এ হলো তাঁর অলৌকিক জন্ম ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন বুঝে গেছে অর্থাৎ বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্যই প্রথমে অবুঝ ছিলো । তারা এও বুঝতে পারে না যে, এ হলো পতিত দুনিয়া আর এই ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো, সেখানে সবাই পবিত্র এবং সুখী ছিলো । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই ছিলো না, কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোনার কারণে এও বুঝতে পারে না যে, স্বর্গে সর্বদা সুখ ছিলো । স্বর্গের কথা কেউই জানে না । তারা মনে করে, ওখানেও দুঃখ ছিলো, এও না বোঝার কারণে । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুদ্ধিমান হয়ে গেছো । বাবা এসে তোমাদের বুঝিয়েছেন, তোমরা এখন তাঁর শ্রীমতে চলছো । এ হলো পতিত দুনিয়া, স্বর্গ পাবন দুনিয়া ছিলো । পাবন দুনিয়াতেও যদি দুঃখ থাকে, তাহলে তো তাকে দুঃখের দুনিয়াই বলা হবে । তাহলে এই গীতও ভুল হয়ে যায় । এমন বলাও হয় - হে বাবা, এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে আরাম, সুখ আর শান্তি থাকবে । বাচ্চারা এও জানে যে, স্বর্গ ছিলো সোনার পাখির মতো । সেখানে দেবী - দেবতারা ছিলেন । তাঁরা কেউই কাউকে দুঃখ দিতেন না, এমন গায়নও আছে, তবুও শাস্ত্রতে এমন কথা লিখে দিয়েছে যে, মানুষ মনে করে এসব পরম্পরা ধরে চলে আসছে । কৃষ্ণকেও মিথ্যা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । বলা হয়, যেমন দৃষ্টি, তেমনই সৃষ্টি । মানুষ মনে করে সমস্ত সৃষ্টিই পতিত । এই সময় ওদের দৃষ্টিও পতিত, তাই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকেও পতিত মনে করে । ওরা মনে করে, এই পতিত বৃত্তি চলেই আসছে । এখন তোমরা বাচ্চারা সব বুঝতে পারছো, তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । পরমপিতা পরমাত্মার বাচ্চারা নির্দেশ প্রাপ্ত করে । বাবা আত্মাদের বসে বোঝান । এখানে সকল আত্মারাই পতিত, তাই পতিত আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয় । বাবা আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলেন । তোমরা আমার অবিনাশী বাচ্চা, তোমরা আবার মাঝমা - বাবাও বলে থাকো । এই দুনিয়াতে কাউকেই পিতাশ্রী বলা যেতে পারে না । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এখানে একজন মনুষ্যও শ্রেষ্ঠ নেই । এ তো একজনেরই মহিমা হতে পারে । এখানে তো সকলের জন্মই ব্রহ্মাচারের দ্বারা হয়, তাই কাউকেই 'শ্রী' বলা যায় না । যদিও তোমরা এনাকে এই সময় বলা, কেননা ইনি তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য সন্ধ্যাস করিয়েছেন । তোমরা জানো যে, আমরা এখন ফরিস্তা হবো । ব্রহ্মকে শ্রী বলা যায় না । শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধা, শ্রী কৃষ্ণ বলা হয় । মন্দিরে এঁদের মহিমাই করা হয় । তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলতে পারো না । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝেছো যে, ভারত শ্রেষ্ঠ ছিলো, সেখানে শুদ্ধ সৃষ্টি ছিলো । এখন হলো পতিত সৃষ্টি, পতিতকেই ব্রহ্মাচারী বলা হবে । ওরা তো ব্রহ্মাচারীদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য সভা করে থাকে, কিন্তু এই দুনিয়াই হলো ব্রহ্মাচারী, তাহলে কেউ কাউকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে বানাতে পারে ।

অবশ্যই এ হলো রাবণ রাজ্য । যেই কারণে রাবণকে বছর বছর দহন করা হয় । রাবণ জ্বলেই না, আবার দাঁড়িয়ে যায় । এও মানুষ বুঝতে পারে না যে, যাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাকে আবার কেন নতুন করে তৈরী করে । এতে সিদ্ধ হয় যে, রাবণ রাজ্য শেষই হয়নি । স্বর্গে যখন রাম রাজ্য হবে, তখন ওখানে কোনো কুশপুতলিকা তৈরী হবে না । বলা হয় যে, রাবণকে জ্বালানো হয়েছিলো, তারপর লক্ষা লুণ্ঠন করা হয়েছিলো । রাবণের সোনার লক্ষা বলা হয়, কিন্তু এমন কিছু হয় না । এ তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই লক্ষা । রাবণ রাজ্যে তো সবই আছে । ওই শ্রীলংকা তো আইল্যান্ড । দেখানোও হয়েছে - এ হলো ভারতের পুষ্ক, কিন্তু রাবণ রাজ্য তো কেবলমাত্র ওখানেই নেই, তাই না । রাবণ রাজ্য তো সম্পূর্ণ বিশ্বে, এও তোমরাই বুঝতে পারো । কলেজে যদি কোনো অবুঝ গিয়ে বসে তাহলে সে কি বুঝবে ? কিছুই না । সময় নষ্টই করবে । এ হলো

ঈশ্বরীয় কলেজ, এখানে নতুন মানুষ কিছুই বুঝতে পারবে না। সাত দিন কোয়ারেন্টাইনে (আলাদা করে) বসতে হবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত হয়। তবুও কোনো ভালো মানুষ যদি আধ্যাত্মিক মানসিকতার হয়, তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে -- পরমপিতা পরমাত্মা আপনার কে হন? তিনি তো হলেন আত্মাদের পিতা, আর প্রজাপিতাও হলেন বাবা। এই পয়েন্ট খুবই সুন্দর, কিন্তু বাচ্চারা সম্পূর্ণভাবে উৎফুল্ল হয় না। বাবা বলেন - আমি তোমাদের নতুন নতুন পয়েন্ট শোনাই, যাতে তোমাদের নেশা চড়ে। কাউকে বোঝানোর জন্য যুক্তি আসে। ফর্ম ভরানোর কপিতে প্রথমে এই প্রশ্ন লিখতে হবে - তোমরা বলো পরমপিতা, তাহলে পিতা তো হলো, তাই না। তখন সেই সময় 'সর্বব্যাপী'র জ্ঞান চলে যাবে। তোমরা যখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে - তখন বলবে, তিনি তো বাবা। আমরা সবাই হলাম বাচ্চা। এতটা যদি মেনে নেয়, তাহলে চট করে লিখিয়ে নেওয়া উচিত। প্রজাপিতারও তো বাচ্চা হলো, তাই না। তখন শিব হয়ে গেলেন দাদু আর উনি বাবা। শিব বাবা তো স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। সহজ থেকে অতি সহজ কথা বের করতে হয়। এ হলো খুবই সহজ। তোমরা মিত্র - সম্বন্ধীদের কাছেও যাও, তাদেরও এই কথা বোঝাও। এ তো নেশা, তাই না - আমরা বাবার দ্বারা দাদুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাই। বাপদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাই, মাতার থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। বাবাই তো স্বর্গের স্থাপনা করবেন, তাই না। তিনিই হলেন মালিক। ব্রহ্মা বাবারও যেমন দাদুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারের অধিকার আছে, তেমনই পৌত্র - পৌত্রীদেরও অধিকার আছে। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমি তো কখনোই বলি না যে, এই দেহধারীকে স্মরণ করো। বাবা সম্মুখে বসে কথা বলছেন। পূর্ব কল্পেও তিনি এইভাবেই বুঝিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারও তোমরা বাপদাদার কাছেই প্রাপ্ত করো। এমন নয় যে তোমরা মাঙ্গার কাছ থেকে পাও। তোমাদের অনেক দেহ বোধ এসে যায়। দেহধারীর প্রতি প্রেম এসে যায়। হে আত্মারা, তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, তারপর এই অভিনয় করতে করতে ৮৪ জন্ম অতিবাহিত করেছে। এখন আমি বলছি, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যদি একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। দেহধারীকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে, বাবা আমরা আপনাকেই স্মরণ করবো। তোমরা এখন আর এই পুরানো দুনিয়াতে থাকবেই না, এখানে কোনো শান্তি নেই, তাই তোমরা বলো - এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে সুখ - শান্তি মিলবে। তোমরা বলো, আমরা প্রথমে শান্তিধাম যাবো, যেখানে শান্তিই শান্তি থাকবে। তারপর সেখান থেকে সুখধামে যাবো, যেখানে সুখ - শান্তি দুইই থাকবে। যখন দুঃখ থাকবে তখন অশান্তিও থাকবে। সুখে তো শান্তিই থাকবে, কিন্তু ওই শান্তি নয়। শান্তিধাম হলো আত্মাদের সুইট হোম। বাবা তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের কাজই হলো পড়া আর পড়ানো, আর নিজের শরীর নির্বাহের কারণে কর্মও করতে হবে। তোমরা জানো যে, আমরা এই মৃত্যুলোক থেকে ভায়া শান্তিধাম হয়ে অমরলোকে চলে যাবো। এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণে রাখা উচিত। যতক্ষণ মৃত্যু না হবে এই পড়া পড়তেই হবে। একথা তো স্মরণে রাখতেই পারো। এখন আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই দুনিয়া, এই সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত। তোমরা এই অসীম জগতের নাটকের রহস্য বুঝে গেছো। জাগতিক নাটক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে চলে যায়। ঠিক তেমনভাবেই আমাদেরও যেতে হবে। এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। মানুষ স্মরণও করে - হে পতিত পাবন, এসো। স্মরণ তো শিব বাবাকেই করবে। একদিকে বলে - পতিত পাবন এসো। অন্যদিকে বলে - পরমাত্মা সর্বব্যাপী। এর কোনো অর্থই হয় না। বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা হয় যে, শান্তিধামকে স্মরণ করো, এ হলো দুঃখধাম। একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরা ছাড়া অন্য কোনো গুরু - গোঁসাই এই কথা বলতেই পারবে না। এই দুঃখধামের বিনাশও সামনেই উপস্থিত। এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে, আবার কৌরব - পাণ্ডব ভাই - ভাইও আছে। সবাই তো একই ঘরের, তাই না। ভাই - ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে না। এখানে যুদ্ধের কোনো কথা নেই। এও তো আশ্চর্যের, তাই না। মানুষ কি না করতে পারে। যা হয়ই নি, সেও বানিয়ে বানিয়ে বলে একে অপরের মনকে খারাপ করে দেয়। ব্যাস (দেব) ভগবানের কাজও দেখো কেমন। মানুষের কাজ হলো একে অপরের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া। এ তো এক নিয়ম। সকলেই একে অপরের শত্রু হয়ে যায়। বাচ্চাও বাবার শত্রু হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন দেখো কি আছে, আর শাস্ত্রে দেখো কি কি লিখে দিয়েছে। মানুষ এই শাস্ত্রকে দেখে কতো সম্মান করে। শাস্ত্র পরিক্রমা করে। দেবতাদের মূর্তিকেও রথে বসিয়ে বড় পরিক্রমা করায়। তারপর সবাইকে সমুদ্রে বিসর্জন দেয়। এই মৃত্যুলোকে সকলের নিয়মকানুন যার যার নিজের - নিজের। বাবার পরিকল্পনা দেখো কতো বড়। সকলের প্ল্যান শেষ করে সুখধামের স্থাপনা করেন। বাকি সবাইকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমরা দেখো কার সামনে বসে আছে। তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে - পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এই অর্গ্যান্সের দ্বারা আমাদের জ্ঞান দান করছেন। আর কোথাও এমন সংসঙ্গ হবে কি? বাবা এখন সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, বাবা

আমাদের আত্মার সঙ্গে কথা বলেন, আমরা আত্মারা কানের দ্বারা শুনি। বাবা এই দাদার মুখের দ্বারা কথা বলেন। বাচ্চারা, যে রক্ত বাবার মুখ থেকে নির্গত হয়, তোমাদের মুখ থেকেও সেই রক্ত নির্গত হওয়া উচিত। কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেও শুনবে না। কেউ কেউ তো বসে খুশীর সঙ্গে শুনতে থাকে। বাবা বলেন - এমন কথা শুনো না। দয়ালু হয়ে কারোর মধ্যে যদি কোনো পুরানো স্বভাব থাকে, তা দূর করা উচিত। হ্যাঁ বলে শোনা উচিত নয়। যে বাবা সুখধামের মালিক বানান, এমন বাবার গ্লানি তো তোমরা শুনবে না। আমাদের তো শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? কেউ শুনুক বা না শুনুক, আমরা তো জ্ঞানের অঞ্জন পড়বো। কেউ জ্ঞান অঞ্জন লাগায়, কেউ আবার ধুলার অঞ্জন লাগায়। ওতে তৃতীয় নয়ন উন্মোচন হয় না। বাবা কতো সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, যাতে যে কোনো রোগী, অন্ধ, কুন্ডা যারা আছে, তারাও বুঝতে পারে। অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী) এই দুটি মাত্র শব্দ আছে। তোমরা কেবল জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? এই প্রশ্ন সবথেকে সুন্দর। তাহলে সর্বব্যাপীর জ্ঞান একদম দূর হয়ে যাবে। মিত্র - সম্বন্ধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের বোঝাও। তোমরা খুব মিষ্টি স্বভাবের হয়ে ওঠো। তোমাদের কাজই হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। যদি শত্রুও হয়, তবুও তার সঙ্গে মিত্রতা রাখতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা আসুরী মতে চলে আমাকে গালি দিয়েছো। তোমরা ঈশ্বরের অপকার করেছো, তবুও ঈশ্বর তোমাদের কতো উপকার করেন। ঈশ্বরের এই অপকার হওয়াও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, তাই তো বলা হয় -- যদা যদা হি ধর্মস্ব...তিনি এই ভারতেই এসেছেন। তিনি তোমাদের মতো, ভারতের বাচ্চাদেরই বোঝাচ্ছেন। প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালোভাবে বোঝার মতো। কারোর ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে সে পুরানো আচরণেই থেকে যাবে। এখান থেকে বাইরে গেলে এখানকার কথাও ভুলে যাবে। নিন্দা করতে করতে তো এই হাল হয়ে গেছে। এখন নিন্দা করা বন্ধ করো, কেবল পণ্ডিত হলেই চলবে না।

তোমরা হলে পাক্ষা রাজযোগী। এমন - এমন করে বোঝালে তবেই তীরবিদ্ধ হবে। নিজের মধ্যে দুর্বলতা থাকলে অন্যকে বোঝাতে পারবে না। অন্তরে পাপ দংশন করতে থাকবে। বাবা প্রতিটি কথা খুব ভালোভাবে বোঝান। পূর্ব কল্পেও এমনভাবেই বুঝিয়েছিলেন, ভুলে যেও না। স্মরণ করতে করতে তোমাদের অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। তোমরা ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো যাতে অস্তিম সময় যেন কোনো দেহও স্মরণে না আসে। আমরা হলাম আত্মা। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যে রক্ত বাবার মুখ থেকে নির্গত হয়, সেই রক্তই নিজের মুখ থেকে বের করতে হবে। ব্যর্থ কথা বলবেও না আর শুনবেও না। জ্ঞানের অঞ্জনই লাগতে হবে।

২) সকলের সঙ্গেই প্রকৃত মিত্রতার সম্বন্ধ রাখতে হবে। খুবই মিষ্টি ভাবে, হর্ষিত মুখ হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। অপকারীর উপরও বাবার সমান উপকারী হতে হবে।

বরদান:- শুদ্ধির বিধির দ্বারা কেবলকে মজবুত করে সদা বিজয়ী বা নির্বিন্দু ভব
কোনো কার্য যখন শুরু করো তখন শুদ্ধির বিধিকে আপন করে নাও, তেমনই যখন কোনো স্থানে কোনো বিশেষ সেবা শুরু করো, বা চলতে চলতে সেবাতে কোনো বিঘ্ন আসে, তখন সংগঠিত রূপে চারিদিকে এক বিশেষ সময়ে একত্রিত যোগের দান করো। সর্ব আত্মার যেন একই শুদ্ধ সঙ্কল্প থাকে -- বিজয়ী। এ হলো শুদ্ধির বিধি, এতে সবাই বিজয়ী বা নির্বিন্দু হয়ে যাবে আর কেবল মজবুত হয়ে যাবে।

স্নোগান:- যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল হলো - খুশী আর শক্তির প্রাপ্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের চেতনা ভুলে যাও, অশরীরী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো, কেননা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা আস্তিক বাচ্চারা কোন শব্দটা বলতে পার ?

*উত্তরঃ - ভগবান আমাদের পিতা, আস্তিক বাচ্চারা এইটা বলতে পারে কেননা তাদের কাছে পিতার পরিচয় আছে। নাস্তিক তো জানেই না। আস্তিক বাচ্চারা বলবে - আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

*প্রশ্নঃ - তীর পুরুষার্থী হওয়ার জন্য কোন স্থিতির প্রয়োজন ?

*উত্তরঃ - সাক্ষী স্থিতি। সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের পার্টকে দেখে পুরুষার্থ করতে থাকো।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতেই....

ওম্ শান্তি । এটা কারা বলেছে ? জীব আত্মারা বলেছে, যারা সামনে বসে আছে। এখানে এটা বলা যায় না যে আত্মা বসে আছে। না, জীব আত্মারা বসে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মাই শরীর দ্বারা প্রতিটি কাজ করে থাকে, একে বলে দেহী-অভিমানী। দেহতে থেকে নিজের পরমপিতা পরমাত্মাকে বলে যে আমরা আত্মারা এখন তোমার গলার হার হবো অর্থাৎ আমরা এই শরীর ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যাব। বাবা বুঝিয়েছেন যেমন মানুষের বংশলতিকা আছে। ব্রহ্মা সরস্বতী, আদম ইভ ইত্যাদি ওদেরও বংশলতিকা তৈরি হয়। তোমরা দেখেছ মূলবতনেও বংশলতিকা বা বৃক্ষ আছে। প্রথমে আছেন শিব। তোমরা আত্মারা আমার গলার হার কীভাবে হবে ? আমাকে স্মরণ করলে। যে যত আমাকে স্মরণ করবে ততই তীর বেগে দৌড়াতে পারে। তাদের আমার প্রতি গভীর ভালোবাসা। আমার কাছে না এসে থাকতে পারবে না, কেননা আত্মা এই শরীরের সাথে সুখে নেই, দুঃখে আছে। ভগবান তো হলেন নিরাকার।

তিনি বলেও থাকেন নিরাকার আত্মাদের। সেই পরমপিতা পরমাত্মাই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন, তিনি হলেন ত্রিকালদর্শী। কোনো মানুষ সে যত বড় পন্ডিত হোক না কেন, বেদ শাস্ত্র পড়ুক না কেন, তাদের মধ্যে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান নেই। নাস্তিক হওয়ার কারণে ত্রিকালদর্শী হতে পারেনি। তোমরা বাচ্চারা এখন আস্তিক হয়েছ। বাবা তোমাদের পরিচয় দিয়েছেন, সেইজন্যই তোমরা বাবা বলার অধিকারী হয়েছ। ওরা তো বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, এর ফলে কি প্রাপ্ত করতে পেরেছে! কিছুই না। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এমন বলেন না যে আমি সর্বব্যাপী। তবে তো সবাই ফাদার হয়ে গেল। ফাদারহুড কি বলা হয় ? এক বাবার সন্তান সবাই। তাঁকে প্রভু ঈশ্বরও বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের রচয়িতা তিনি। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলাটাও ভুল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের পিতা তিনি। তিনিই ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরাও জানো ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের দ্বারা আমরা ত্রিকালদর্শী বা স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছি। স্ব অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান। আত্মাই স্বরাজ্য পেয়ে থাকে। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই ভালো বা মন্দ সমস্ত সংস্কার ধারণ করে। তোমরা জানো আমরা আত্মারা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছি। বলাও হয়ে থাকে পতিত আত্মা বা পবিত্র আত্মা। শরীরের নাম নেওয়া হয়না। পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা বলা হয়। আত্মারই মহিমা করা হয়। আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা বাবার কাছে বসে শোনে। দুনিয়াতে কেউ-ই জানে না যে বাবা এইভাবে বসে বাচ্চাদের পড়ান। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা বাবার হয়েছি। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। দ্বিতীয় আর কারো সাথেই আমাদের কোনো কাজ নেই। আত্মা বলে আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। স্টুডেন্টস মনে করে আমার তো একজনই টিচার...তোমাদের একজনই পিতা, এবং শিক্ষক। তিনিই পতিত-পাবন বাবা। সমস্ত আত্মাদের কানেকশন ঐ বাবা এবং শিক্ষকের সাথেই। যদিও কোনো ব্রাহ্মণী পড়ায়, কিন্তু সেও আমি বাবার কাছ থেকেই পড়েছে। বাবা বলেন তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, না কি ব্রাহ্মণীকে স্মরণ করো ? এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনেছ, চিনেছ। তোমরা আস্তিক হয়েছ। যারা জানে না তারা হল নাস্তিক, অনাথ। বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল কি ? কিছুই জানে না। বলে থাকে ওঁনার কোনো নাম রূপ নেই। তোমরা এখন জেনেছ ওঁনার নাম শিব। তিনি নিজে শরীর তো ধারণ করেন না, সেইজন্যই ওঁনার নামের বদল হয় না। তোমরা জানো আমাদের ৮৪ জন্মে নাম-রূপ বদলে যায়। ওঁনার নামই হলো শিব। যেমন আত্মার রূপ আছে তেমনই পরমাত্মারও রূপ আছে। এমন নয় যে পরমাত্মা কোনো অখন্ড বিশাল জ্যোতি। বাবা বলেন আত্মা যেমন ছোট নক্ষত্রের মতো, আমিও ঠিক তাই। কিন্তু আমার মধ্যে জ্ঞান আছে সেইজন্যই আমার মহিমা। সত্য-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর তিনি। চৈতন্য, তবেই তো জ্ঞান শোনাই। তিনি হলেন চৈতন্য বীজরূপ। একটা

জড় বীজ তো কিছুই শোনাতে পারবে না। মানুষ সেটা জানে। যেমন বাবার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষের গুণ আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। কত ভ্যারাইটি রয়েছে। একজনের চেহারা দ্বিতীয় কারোর সাথে মেলে না। প্রত্যেকের চেহারা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকের নিজের নিজের ভূমিকা রয়েছে। বাবা বোঝান কত বড় এই অসীমের নাটক। কত ভ্যারাইটির ফিচার্স (চেহারা)। প্রত্যেকেই এই ড্রামার কুশীলব। যখন এই ড্রামা অবিনাশী সুতরাং কোনো অ্যাক্টরই বদল হতে পারে না। তোমরা জেনেছ যে ৮৪ জন্মে আমাদের ৮৪ টা নাম হয়। এখন নাম সম্পূর্ণ হয়েছে বর্ণও সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আবারও রিপিট হবে অর্থাৎ গীতার এপিসোড রিপিট চলছে। সর্বপ্রথম শ্রীমত ভগবানের গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভগবানকে ভুলে গেছে। শিববাবার জয়ন্তী হয় তবেই কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। এমন তো নয় যে বাবার জয়ন্তীই হারিয়ে গেল আর বাচ্চার জয়ন্তী পালন হলো। বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয় যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তারা এই উত্তরাধিকার কীভাবে পেয়েছে? পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে। পরমপিতা পরমাত্মাই রাজযোগ শেখান। কবে? বাবা বলেন আমি কল্পে-কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। যখন আসুরি রাজ্যের বিনাশ হয়ে, দৈবী রাজ্যের স্থাপনা হয়। যারা আস্তিক হয়েছে, তারাই উত্তরাধিকার পাচ্ছে। নাস্তিক উত্তরাধিকার পেতে পারে না। বাবা এসেছেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে। এখন এরা সুখধামে যাবে আর বাকি আত্মারা হিসেব নিকেশ মিটিয়ে তারপর ফিরে যাবে। নিরাকার বাবা সব আত্মাদের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। যিনি নিয়ে যান তাঁকে মহাকাল, কালেরও কাল বলা হয়। কালের কাল মহাকালেরও মন্দির আছে। মহাকাল হলেন শিব বা সোমনাথ, রুদ্রও বলা হয়। তিনি সম্মুখেই বলেন আমি সব আত্মাদের গাইড। সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাবা বলেন তোমাদের এই রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করি। এটা হল রাবণ রাজ্য। এখন রাবণ রাজ্য মূর্ত্যবাদ হয়ে রামরাজ্য জিন্দাবাদ হবে। রামরাজ্য তো সবাই চায় না! সুতরাং অবশ্যই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হওয়া উচিত।

বাবা বোঝান এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে গেছে। এখন ঐ গীতা এপিসোডই চলছে। যাদব কৌরবরাও পূর্বের মতোই আছে। যাদবরা হল ইউরোবাসী। মিসাইল আবিষ্কার করে ওরাই। এটাও লেখা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল লড়াইয়ে সব শেষ হয়ে যাবে। কেউ-ই নিজেদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে জানে না। গায়ন আছে যে ধর্মই হল শক্তি। রিলিজিয়াস (ধার্মিক) মানুষদের ভালো বলে মান্য করা হয়। ইরিলিজিয়াসদের (অধার্মিক) মন্দ বলা হয়। তোমরা জানো ভারতে ধর্ম ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন ভারত অধার্মিক হয়ে গেছে। নিজের ধর্মকে ত্যাগ করেছে। ড্রামা অনুসারে ত্যাগ করতেই হবে। ওখানে মহারাজা মহারানির রাজত্ব চলে। উজির (মন্ত্রী, পরামর্শ দাতা) ইত্যাদি ওখানে থাকে না। নিয়ম নেই। যখন পতিত হয়ে যায় তখনই উজির ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। এখন তো এক-একটি রাজধানীর জন্য কত কত মন্ত্রী থাকে। একের মত অন্যের সাথে মেলে না, কত মতভেদ হতেই থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, মানুষ থেকে দেবতা করে তোলার জন্য। বাবা বলেন সবাই নিজেকে আত্মা মনে কর। দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। সম্পূর্ণ বেগার (ভিখারি) হয়ে গেছো, সবকিছুই দিয়ে দিয়েছ। শরীরও দিয়ে দিয়েছ বাকি তবে কি রইল। কিছুই না। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে। এই শরীরের চেতনা ভুলে যাও, এতেই পরিশ্রম আছে।

বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, সম্পূর্ণ কল্প তোমরা দেহ-অভিমাণে ছিলে। লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করেছে, এখন দেহ-অভিমানী হয়ে আমাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করলেই শক্তি পাবে। হে বাচ্চারা, হে আত্মারা মামেকম স্মরণ করো, দ্বিতীয় আর কিছুকে নয়। ভুল করেও কাউকে স্মরণ করবে না। তোমরা এটা প্রতিজ্ঞা করেছে। বাবা আমার তো এক তুমিই আছ। আমি আত্মা, তুমি পরমাত্মা। তুমি বলেছ, আত্মা আমার সন্তান। এখন রাবণের দুঃখ থেকে তোমাদের মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এখন বাচ্চাদের ধৈর্য ধরতে হবে। যখন রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে তখনই এই মহাভারী মহাভারতের লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তখনই কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ হবে। আমি তো কালেরও কাল সিদ্ধ হলাম তাইনা। আমিই বাবা এবং শিক্ষক, পতিত-পাবন আর মহাকাল। কোথায় নিয়ে যাব? মিষ্টি বাচ্চারা মুক্তিধামে নিয়ে যাব। এখানে মুক্ত হয়ে তারপর স্বর্গে আসবে। তোমরা পড়াশোনা করছ - ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্তান। সবাই বলে আমরা ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্তান। ব্রাহ্মণ সন্তানরা সবাই ভাইবোন। বিকারে যেতে পারে না। আমরা ঈশ্বরীয় পৌত্র, প্রৌত্রী, ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। কল্পে-কল্পে যদি পুরুষার্থ করে থাকো তবে তোমরা এখনও তা করতে শুরু করে দেবে। এতে সাক্ষী থাকার অভ্যাসের প্রয়োজন। সাক্ষী হয়ে দেখা প্রত্যেকে কতটা পুরুষার্থ করছে, কতটা ফলো করছে। কারো নাম-রূপে ফেসে যাওয়া উচিত নয়। বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। বাবা বলেন হে বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র করে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ অবশ্যই কল্পে-কল্পে আমরা বাবার কাছে

শিক্ষা পাই ড্রামা অনুসারে। তোমরা সবাই দ্রৌপদী, এটা কোনো সুখের রাজ্য নয়। এর উপরে কাহিনীও তৈরি হয়েছে। এখন বাবা বাস্তবিক অর্থে বোঝান। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ, সবাইকে পাঁক থেকে বের করছ। সবাই কাম চিতায় বসে জ্বলে মরছে। তোমাদের মাতার উপর তো জ্ঞানের বর্ষা হচ্ছে। বাবা বলেন এই আমার বাচ্চারা জ্বলে থাক হয়ে গেছে। আমি এসেছি সবাইকে মুক্ত করে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। মানুষ তো এসব জানে না। তোমরা এখন ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছ। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, ঘরকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মারা ঘরকে ভুলে গেছ। গানও গায় মূলবতন, সূক্ষ্মবতন। মূলবতনে (পরমধাম) সব আত্মারা নিবাস করে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, মূলবতন কি...কিছুই জানে না। ওরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে সব খেলাকে শেষ করে দেয়। বাবা বলেন এটাও ড্রামায় আছে। এই সময় যা কিছু হচ্ছে, যা সেকেন্ডে পার হয়ে যাচ্ছে সেটা ড্রামায় আবারও রিপিট হবে। বাবা বসে পড়াচ্ছেন। এই রিপিটেশনের রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। এমন নয় যে ড্রামায় আমার যা ভাগ্যে আছে, সেটাই পাব। ড্রামা অনুসারেই যদি পার্ট চলে তবে কেন আমরা পুরুষার্থ করব, এমনটাও অনেকে ভাবে। কিন্তু না, পুরুষার্থ তো করতেই হবে। বাবা এসেছেনই পুরুষার্থ করানোর জন্য। বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে। কে তীর পুরুষার্থ করছে, কে ভালো পদ পেতে পারে? বাবার দ্বারা কে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে চলেছে? সাক্ষী হয়ে পুরুষার্থ করতে আর করাতে হবে এবং সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে যে অমুকে কতটা সার্ভিস করছে। কতজনকে তোমরা সমান বানিয়েছ। বাবার পরিচয় দিয়েছ। অন্যদের পুরুষার্থ দেখে নিজেকেও পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ এবং দেহের সম্বন্ধকে ভুলে সম্পূর্ণ বেগার হতে হবে, আমার কিছুই নেই। দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কারো নাম রূপের প্রতি ফেসে যাওয়া উচিত নয়।

২) ড্রামায় থাকলে পুরুষার্থ করে নেব, এমন ভেবে পুরুষার্থ-হীন হওয়া উচিত নয়। সাক্ষী হয়ে অন্যদের পুরুষার্থ দেখে তীর পুরুষার্থী হতে হবে।

বরদানঃ:- স্মৃতি স্বরূপের বরদানের দ্বারা সদা শক্তিশালী স্থিতির অনুভবকারী সহজ পুরুষার্থী ভব সদা শক্তিশালী, বিজয়ী সেই হতে পারে যে স্মৃতি স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে, তাকেই সহজ পুরুষার্থী বলা হয়। সে সব পরিস্থিতিতেই সদা অচল থাকে, যা কিছুই হোক না কেন, পরিস্থিতি রূপী বড় থেকে বড় পাহাড়ও আসুক না কেন, সংস্কার সংঘর্ষের মেঘ আসুক, প্রকৃতিও পরীক্ষা নিক কিন্তু সে অঙ্গদের মতো মন-বুদ্ধি রূপী পা-কে নাড়াতে দেয় না। ঘটে যাওয়া আলোড়নের স্মৃতি মনে করার পরিবর্তে ফুলস্টপ লাগিয়ে দেয়। তার কাছে কখনওই আলস্য আসতে পারে না।

স্নোগানঃ:- জ্ঞানের পরাকার্য (আলোকপ্রাপ্ত) পৌঁছাতে হলে গুপ্ত রূপে পুরুষার্থ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক আমার সাথে যোগযুক্ত হও তাহলে তোমরা আমার পুরীতে আসতে পারবে, অস্তিম কালে যেমন মতই সেই অনুসারে গতি হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - যে সাইলেন্সের অবস্থাতে যাওয়ার পুরুষার্থ করে তার কী ভালো লাগে না ?

*উত্তরঃ - তার ঘড়ির (টিক টিক) শব্দটাও ভালো লাগে না, কেননা স্বদেশ (ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড)-এ কোনো শব্দ নেই, সেইজন্য তোমরা বাণীর থেকে উর্ধ্ব যাওয়ার পুরুষার্থ করছো। তোমাদেরকে অশরীরী হয়ে নিজের স্বধর্মে স্থির হতে হবে। বাবার দেশকে বাবা সহিত স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- ভক্তদের প্রার্থনা শোনো...

ভগবানুবাচ - এটা হল যোগ আশ্রম, তোমরা এখানে বসে আছো যোগ করার জন্য, এই পরমাত্মা তোমাদের আত্মাদের সাথে এই অর্গ্যান্সের দ্বারা কথা বলছেন। তোমরা আত্মারা এখন কার স্মরণে বসে আছো ? আত্মা বলে, অহম্ আত্মা ততত্বম্। আমরা সকল আত্মারা সেই পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসে আছি, এই যোগ কে শিখিয়েছেন ?

ভগবানুবাচ - আমি হলাম সকল আত্মাদের পিতা বা ফাদার, আমি এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে যোগ শেখানোর জন্য টিচার হয়েছি। বাবা তো সহজ করে বুঝিয়ে দেন। বলেন যে, যখন যখন অতি ধর্ম গ্লানি হয়, তখনই আমি আসি, এটা হল সেই কল্প পূর্বেরই মহাবাক্য অতি সাধারণ শরীরের দ্বারা রিপিট হচ্ছে। বলছেন যে কল্প পূর্বে এই মহাবাক্যই উচ্চারিত হয়েছিল যার দ্বারা গীতা তৈরি হয়েছে। তো যখন ধর্ম গ্লানি হয় অথবা অনেক ধর্ম এসে উপস্থিত হয় আর দেবতা ধর্মের নাম-নিশান একদম লুপ্ত হয়ে যায়, তখন দেবতা ধর্মের আত্মারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে থাকে। যদিও পূজা দেবতাদেরকেই করে, কিন্তু নিজেদের পরিচয় দেয় হিন্দু বলে। যেরকম দেবতা ধর্মের পরিবর্তে হিন্দু ধর্ম রিপ্লেস হয়ে যায়, একেই বলা হয় ধর্ম গ্লানি। যখন সেই এক দৈবী ধর্মের নাম-নিশান লুপ্ত হয়ে যায়, তার পরিবর্তে অনেক ধর্ম, মঠ, পথ বেরিয়ে আসে। এটা সেই কল্প পূর্বের গীতা রিপিট হচ্ছে... এই ভগবানুবাচ দ্বিতীয় তো কেউ বলতে পারবে না। তিনি এসে পুনরায় সেই গীতার মহাবাক্য রিপিট করছেন। এই মহাবাক্য আর কোনও শাস্ত্রে নেই। গীতাতে আছে ভগবানুবাচ, ভগবান নিজে বোঝাচ্ছেন, বলছেন যে, যখন অনেক ধর্ম হয়ে যায়, কলিযুগের অস্তিম সময় আসে, তখন কল্পের সঙ্গমে আমি আসি। কেননা কলিযুগকে বলা হয় তমোপ্রধান, সত্যযুগ হল সতোপ্রধান। যেখানে পরমপিতা পরমাত্মার গড-গডেজ রাজ্য অথবা দেবী-দেবতাদের রাজ্য চলে। সেটাও এই স্টেজের উপরেই চলে, বৈকুণ্ঠ আলাদা কোনও জায়গা নয়। এই ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল যেটা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। পরমাত্মাকে বলা হয় গড্ ইজ্ নলেজফুল। তিনি হলেন এক, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর, তিনি ছাড়া আর কারো মধ্যে এই গডলি জ্ঞান নেই। তো অন্য কাউকে জ্ঞানী কি করে বলতে পারবে ? তিনি বলছেন, এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য আমাকেই আসতে হয়। যতক্ষণ তিনি নিজে এসে জ্ঞান না শোনাবেন, ততক্ষণ কেউ নলেজফুল হতে পারবে না। এই গডলী নলেজকেই ফিলোসফি বলা হয়, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে তোমরা এখানে কিসের জন্য এসেছো ? তোমরা পূর্ব কল্পের মতো পুনরায় এসেছো গডের থেকে গডলী নলেজ প্রাপ্ত করে পবিত্র হওয়ার জন্য। এই নলেজ প্রাপ্ত করার জন্য এই গডলী স্কুলে জয়েন হতে হবে, অন্য কেউ তো গডলী নলেজ দিতে পারবে না। তারা বলে যে আমাদের সকলের মধ্যে গডলী নলেজ আছে, কি নলেজ আছে ? বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। কিন্তু পরমাত্মা বলেন যে এই জ্ঞান হল মিথ্যা, আমি তো সর্বব্যাপী নই। আমি যা, আমি যেরকম, বাচ্চারা তোমাদের সামনে আমি প্রত্যক্ষ হয়েছি, যতক্ষণ না আমি নিজে এসে এই জ্ঞান না শোনাই ততক্ষণ আমাকে কেউ জানতে পারে না আর না কেউ আমার কাছে পৌঁছাতে পারে। এইজন্য আমাকে আসতেই হয় আর আমি আসি কল্পের সঙ্গমে, ব্যস্। আর যখন আমি আসি তখন জ্ঞান প্রদানকারী ডক্টর অফ ফিলোসফি সাধু মহাত্মা অনেক থাকে, তারা এই জ্ঞান দেয় যে আমরা সবাই হলাম পরমাত্মা। এখন একদিকে বলছে পরমাত্মা হলেন এক আবার অন্যদিকে তাঁকে অনেকের মধ্যে অস্তিত্বের মত দিচ্ছে তাহলে এখন কোনটা মান্য করতে হবে ? তাদেরকে গড তো মত দেননি তাই না! একদিকে হল গডের এক মত, অন্যদিকে এত অনেক মত, তখন পরমাত্মা বলেন যে এত সব অনেক মতকে সমাপ্ত করে এক ধর্ম স্থাপন করতে আমাকে আসতেই হয়। কল্প কল্পের এই প্রোগ্রাম আমার অনাদি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে। অন্যান্য রাজারা তো ৮-১০

দিনের প্রোগ্রাম রাখে কিন্তু পরমাত্মার তো কল্প কল্পের প্রোগ্রাম অনাদি গীতাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। ব্রহ্মার গুপ্ত বেশে, ব্রহ্মার তনে এসে বলছেন যে - আমি সেই কৃষ্ণপূরী স্থাপন করছি, যেখানে পবিত্র গড-গডেজ রাজা-রানী তথা প্রজা থাকে, তো সেটা স্থাপিত করে পুনরায় কৃষ্ণের রূপে সেখানে জন্ম নেবে। এ তো একদম পরিষ্কার করে বলছি যে - বাচ্চারা, এখন গীতার এপিসোড রিপিট হচ্ছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এইজন্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে এক পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও তো অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে, তোমরাও আমার পুরীতে এসে যাবে। পরমাত্মা এই তনে বসে নিজের সন্তানদেরকে, আত্মাদেরকে বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি নিজের অনাদি প্রোগ্রাম অনুসারে এসেছি। এখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এইজন্য আমার সাথে অর্থাৎ তোমাদের বাবার সাথে যোগ লাগাও আর অন্যান্য সকল সম্বন্ধীদের ভুলে যাও অথবা সব দীপ নিভিয়ে এক দীপ জ্বালাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করে নিজের পাশে বসিয়ে দেবো। এই তন দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মা বলছেন, কিভাবে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন যে যদি ঘরে গিয়েও যোগ লাগাও, বাড়ি ফিরে তো সবাইকেই যেতে হবে, এমন তো নয় যে কেবল বৃদ্ধরাই যাবে, বাচ্চারা বেঁচে যাবে। দেখো, জাপানে বোমা বিস্ফোরণে ছোট বড় জন্তু জানোয়ার পাখী সবাই মারা গেল, নাকি শুধু বৃদ্ধরা মারা গেল? সেটা তো ছোট রিহার্সাল ছিল, এখন তো অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে, দেখতে তো পাচ্ছো তাই না! বস্তু তৈরী হয়েই আছে, হিস্ট্রি রিপিট অবশ্যই হবে। তো তোমরা আমাকে, এক পরমাত্মাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় কাউকে নয়। যেরকম মীরা এক গিরিধারীকেই স্মরণ করতো আর সব লোকলাজ কুলের মর্যাদা ত্যাগ করেছিল, সেইরকমই তোমরা আমাকে, এক পরমাত্মাকে স্মরণ করো, অন্যান্য যে মামা কাকা স্মরণে আসে, তার সন্ধ্যাস করো। এই সব হল কলিযুগের বন্ধন। তোমরা আমার সাথে যোগ লাগালেই আমার সাথে মিলিত হতে পারবে। যখন নিজেকে বাচ্চা মনে করে বাবার সাথে যোগ লাগাবে তখন সেই খুশী আসবে কিন্তু উল্টো যোগ লাগালে তো সেই খুশী আসবে না। এখানে অনেকে আসে, বলে যে আমার মন আমার বেশে থাকেনা, সেই আনন্দ অনুভূতি হয় না। এখন আনন্দের সাগর তো হলেন পরমাত্মা, তার সাথে যোগ না লাগালে তো আনন্দ কি করে আসবে! অতীতের কর্ম অনুসারে সকলের নিজ-নিজ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, এখানে পরমাত্মা কি করবেন? পরমাত্মা তো সবাইকে একসাথে পড়ান, কেউ তো এখানেই পড়ে পুনরায় পড়াতে শুরু করে দেয়, কেউ তো প্রথম পাঠেই (পুঁথিতেই) বিমর্ষ হয়ে থাকে, এটাও হল বুদ্ধির চমৎকার, ক্লাসেও কেউ প্রথম নম্বরে চলে আসে, আবার কেউ ফেল করে যায়, কেন? কেননা বুদ্ধির উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে পরমাত্মা কি করবেন? সবাইকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বানিয়ে দিলে তো সবাই প্রথম নম্বরে এসে যাবে।

যখন কারো উপর গ্রহের দশা বসে তো যত ঔষধই খাওয়ানো হোক না কেন, কোনো প্রভাবই পড়ে না, আর যখন রোগ ভালো হওয়ার সময় আসে তখন মাটি-সাতটি সামান্য কিছুতেই রোগ ভালো হয়ে যায়। তো যখন সময় আসবে তখন এই পয়েন্টসও কারো বুদ্ধিতে টাচ হয়ে যাবে। এখন কেউ শুনতে চায় না, পরবর্তী কালে সবাই শোনার জন্য আসবে, তারজন্য আমাদেরকে সমৃদ্ধ থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। পরমাত্মার আসা যাওয়া, জ্ঞান শোনানোর গতিও হল সবার থেকে আলাদা।

দ্বিতীয় মুরলী - ওম্ শান্তি। ঘড়িরও টিক-টিক আওয়াজ যেন না হয়, কেননা এখন আমাদের হল বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর থেকে উর্ধ্বে যাওয়ার অবস্থা। আমরা বাণীর উর্ধ্বে যাচ্ছি নিরাকারী দুনিয়াতে যেখানে আত্মারা থাকে, সেখানে আওয়াজ নেই, সুপ্রিম সাইলেন্স আছে, তো এই সাইলেন্স অবস্থাতে পৌঁছানোর পুরুষার্থ করছো এই জন্য আওয়াজ ভালো লাগে না। সেই স্বদেশে আওয়াজ হয় না এইজন্য বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর থেকে উর্ধ্বে যাওয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। বাণপ্রস্থের অর্থই হল নির্বাণ দেশে যাওয়া। যেখানে আমি তোমরা আর সমগ্র দুনিয়ার আত্মারা নিবাস করি। এই সাকারী দুনিয়া তো হল ভূমিকা পালনের জন্য স্টেজ। এতদ্ব্যতীত বিনা ভূমিকায় সেখানে সুইট সাইলেন্স হোমে গিয়ে বসবাস করে। এই সাকার খেলা চলে আকাশ তত্বে আর আত্মাদের দেশ হল মহাতত্ত্ব, সেটা হল অনেক দূর দেশ। তো যে সেই সাইলেন্স দেশের সাথে যোগ লাগিয়ে বসে, তার ঘড়ির টিক টিক আওয়াজও ভালো লাগবে না, একেই বলা যায় নিজের আসল স্বধর্মে স্থিত থাকা অথবা অশরীরী হয়ে থাকা অর্থাৎ নিজের বাবার দেশকে বাবার সাথে স্মরণ করা কেননা নিজের বাবা হলেন সেই দূর দেশের বাসিন্দা, সেখান থেকে আসেন এই পরের দেশে, পরের দেশে কেন আসেন? নিজের রাজত্ব স্থাপন করতে আর তিনি আসেন গুপ্ত বেশে। তাঁর ভূমিকা হল গুপ্ত, যেরকম তোমাদের এ হল পুরানো শরীর, এইরকম আমাকেও পুরানো শরীরে প্রবেশ করে এই পুরানো সৃষ্টির বিনাশ আর নতুন দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করতে আসতে হয়। তো পুরানো ঘরে যে আসবে তো অবশ্যই শরীরও তাকে পুরানোই নিতে হবে তাই না। এখানে নতুন দিব্য শরীর আসবে কোথা থেকে, তো এটাও হল এনার পুরানো শরীর, যে শরীরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী স্থাপন করেন। তো এনার কাছে যারা আসে তার প্রথম সাক্ষাৎকারও সেই বৈকুণ্ঠেরই হয়। বৈকুণ্ঠের বালক লীলা, রাস লীলা দেখতে থাকে অথবা বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার করে কেননা যদি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করাই তাহলে সে বুঝতে পারবে না, এটা আবার কি জিনিস!

কেননা বাবার সম্বন্ধে তো কারো কিছু জানাই নেই যে ইনি হলেন পরমাত্মা। যদিও পূজা করে কিন্তু জানেনা কিছুই। তারা তো বলে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, তাহলে তো সবাই হয়ে গেল পরমাত্মা। তাছাড়া শিবলিঙ্গের অক্যুপেশন সম্পর্কে তো কারো কিছু জানা নেই যে ইনি হলেন আমাদের পরমপিতা, যিনি এসে স্থাপনা বিনাশ পালনা করার জন্য তিন রূপ ধারণ করেন। তিনি তো এইসময় এসে নিজের অক্যুপেশন বলে দেন আর বলেন, যে যে বৈকুণ্ঠের বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হতে চাও তারা এখানে এসে আমার বাচ্চা হও। আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাকারী বানিয়ে নিজের রাজধানীতে নিয়ে যাবো। ইনি আসেনই সকল ময়লা সোলসকে পিউরিফাই করতে, এরফলে প্রকৃতিও পবিত্র হয়ে যায়। সেখানে তো আত্মাও যেমন পিওর থাকে তেমনই পাঁচ তত্ত্বও পিওর হয়। সেটা হলই ডিটি ওয়ার্ল্ড, তাহলে কি এই সময় ডিটি ইজমের ফিলোসোফি লুপ্ত হয়ে গেছে। কারোরই জানা নেই যে ডিটি ওয়ার্ল্ডও এখানেই ছিল। তারা মনে করে যে উপরে আকাশে কোথাও দেবতারা থাকেন কিন্তু তাদের চিত্র এখানে আছে, হিষ্টিও এখানকারই আছে তো অবশ্যই এখান থেকে হয়েই গেছেন তাই না। এই দুনিয়া তো সদা চলতে থাকে। প্রলয় তো কখনও হয় না, যখন বিনাশ হয়ে যায় তখন সকল আত্মারা চলে যায়, তারপর দৈবী ধর্ম এখানে স্থাপন হয়ে যায়। যেরকম আনাজ হয়, তো সব আনাজ খেয়ে ফেলা হয় না। বেশীর ভাগটাই খাওয়া হয়, বাকি অল্প কিছু বাঁচিয়ে রাখা হয় পরবর্তী বীজ বপনের জন্য। না হলে তো বীজ কোথা থেকে আসবে? যদি প্রলয় হয়ে যায় তো আনাজও শেষ হয়ে যাবে। তখন বপন করার জন্য আনাজ কোথা থেকে আসবে যা থেকে নতুন আনাজ সৃষ্টি হবে। তো আনাজ যেমন অনাদি আছেই তেমনই মানুষও আছেই। তো পরমাত্মা কিছু বীজ বাঁচিয়ে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে ফিরে যান যার দ্বারা পুনরায় সৃষ্টির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বাবা বলেনও যে আমি অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্ম স্থাপন করি, এমন তো বলি না যে আমি প্রলয় ঘটাই। এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম, এরপর মৃত্যুলোকে আর কেউ জন্ম নেবে না। সবাই চলে যাবে। তাদের মধ্যে কিছু বীজ বেঁচে যায় যার দ্বারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়ে গ্রেতার অন্ত পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবী দেবতা হবে। পুনরায় অন্যান্য ধর্ম নশ্বরের ক্রমানুসারে আসতে থাকবে, তাদেরও এরকমই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে, এই ড্রামার রহস্যও সর্বশক্তিমান বাবা-ই এসে বলছেন এইজন্য একে বলা যায় গডলী নলেজ। এই নলেজ অন্য কোথাও তোমরা পাবে না। যদি খুঁজতেও থাকো, কারোরই এই জ্ঞান জানা নেই। এই জ্ঞান কেবল এই সময়েই তোমাদের এখানে প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা এখানে দৈবী বংশলতিকা তৈরী করছেন। পরমাত্মা বলছেন যদি তোমরা সেই রয়্যাল পরিবারে আসতে চাও তাহলে তোমাদের সবকিছু আমার অধিনস্থ করে দাও। তো আমি সেই সবকিছু পিউরিফাই করে বৈকুণ্ঠে রিটার্ন করে দেবো।

এটা তো জানো যে বাবা এখন এসেছেন, পুনরায় এক কল্প পরে আসবেন। একই কল্পে বারবার তো আসবেন না, তাই না! বলছেন বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদেরকে স্বচ্ছ হোলি বানাতে। পবিত্রকেই হোলি বলা হয়। এখানে যারা বিড়ি, সিগারেট, মদ ইত্যাদি পান করে, তাদেরকে হোলি বলা যাবে না। তোমাদেরকে তো বাবা শিক্ষক হয়ে পড়াচ্ছেনও তো বাবা হয়ে দেখাশোনাও করছেন। তোমাদের তো ঐনার থেকে ডবল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে - গুরুরও আবার বাবারও, দুজনের থেকেই তোমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছে। সেই সর্বশক্তিমান বাবা এই তনের দ্বারা তোমাদের স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে দেখাশোনা করছেন, সেইজন্য বলছেন যে সবকিছু এনার কাছে অর্পণ করে দাও। তাহলে জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে পবিত্র বানিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যাবো। একেই বলা যায় বেঁচে থেকেও মৃতবৎ থাকা। কিন্তু এটা তো হল অত্যন্ত মিষ্টি মৃত্যু, যার দ্বারা নিজের আসল বাবার কোলে এসে যাও। কত সুন্দর করে বোঝাচ্ছি, কত বোঝাচ্ছি। তবুও বলছি মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের আসল স্বধর্মে স্থির থেকে অশরীরী হয়ে বাবার দেশকে বাবার সাথে স্মরণ করতে হবে। সাইলেন্সে থাকতে হবে।

২) রয়্যাল পরিবারে আসার জন্য নিজের সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে পিউরিফাই করতে হবে।

বরদান:- বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সকল খাজানাকে কাজে লাগিয়ে বৃদ্ধিকারী জ্ঞানী যোগী আত্মা ভব বাপদাদা বাচ্চাদেরকে সকল খাজানার দ্বারা সম্পন্ন বানিয়েছেন কিন্তু যে আত্মা সময় অনুসারে প্রতিটি খাজানাকে কাজে লাগায় তার খাজানাগুলি সর্বদা বৃদ্ধি হতে থাকে। সে কখনো এইরকম বলবে না যে চাইনি অথচ হয়ে গেল। খাজানার দ্বারা সম্পন্ন জ্ঞানী যোগী আত্মারা প্রথমে চিন্তা করে, তারপর কাজ করে।

সঠিক সময়ে তাদের টাচিং হয় এবং সেই টাচিং ক্যাচ করে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আসে। কাজ করার এক সেকেন্ডও পরে চিন্তা করলে তবে তো তাকে জ্ঞানী আত্মা বলা যাবে না।

স্লোগান:- স্বভাব আর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও স্নেহতে পার্থক্য যেন না থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের (প্রকৃত) সত্য তীর্থ হল - শান্তিধাম ও সুখধাম, তোমাদেরকে রুহানী পান্ডা সত্য তীর্থ যাত্রা করাতে এসেছেন, তোমরা রাজস্ব আর নিজ নিকেতনকে (ঘর) স্মরণ করো”

*প্রশ্নঃ - তোমাদের কোন্ পরিশ্রমের কথা বাবা জানেন ? বাবা সেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত থাকার কোন্ যুক্তি বলে দিয়েছেন ?

*উত্তরঃ - বাবা জানেন বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ভক্তি মার্গে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে অনেক ধাক্কা খেয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেও প্রাপ্তি হয়েছে স্বল্পকালীন ক্ষণ ভঙ্গুর। একদম জঙ্গলে গিয়ে আটকে পড়েছে। বিকার রূপী ডাকাত এসে লুট করেছে। এখন বাবা সেই পরিশ্রম থেকে মুক্তির যুক্তি বলে দিচ্ছেন - বাচ্চারা, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আমার সঙ্গে প্রকৃত বাগদানে আবদ্ধ হও, এই অসীমের বিবাহের সম্বন্ধে রয়েছে প্রকৃত আনন্দ (মজা)। দেহ-অভিমান রূপী ভয়ঙ্কর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেকে এই দেহ থেকে স্বতন্ত্র আত্মা নিশ্চয় করো।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তোমাদের রিফ্রেশ হওয়ার জন্য রেকর্ড গুলিও যথেষ্ট, তাই বাবা বলেন অন্য ফার্নিচার ইত্যাদি যখন বাড়ির জন্য কিনবে তখন ৫-৭ টি রেকর্ডও এনে রেখো। ছেলেমেয়েরাও যদি রেকর্ড শোনে তাদেরও নেশা বাড়বে। মহিমা তো একমাত্র বাবারই হয় তাইনা। কিন্তু বর্তমান সময়ে তাঁর পরিচয় কেউ জানেনা। তারা তো মানুষের মহিমা করে অনেক। বিদেশ থেকে কেউ এলে তার দর্শন করতে যায়। বাবাকে শুধুমাত্র বাচ্চারাই জানে। একমাত্র বাবাই আছেন যিনি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। পতিত দুনিয়া হল বিষয় সাগর, পবিত্র দুনিয়া হল ক্ষীর সাগর। অতএব মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা এই নিশ্চয়ও করো যে আমরা এখন গ্রীমৎ প্রাপ্ত করেছি। রুহানী পান্ডাকে পেয়েছি। দেহের দুনিয়ার যাত্রা করানোর জন্য দৈহিক পান্ডারা থাকে। মানুষ অনেক যন্তু তীর্থ ইত্যাদি করে এসেছে। কিন্তু লাভ তো কিছুই হয়নি। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত যাতে খুশী থাকে। জন্ম জন্মান্তরে ধরে অনেক তীর্থ করেছে, কিন্তু সত্য তীর্থ যাত্রা একটাই অথবা দুটি বলা যায়। আর করাচ্ছেন কে - বাবা। তারা ভাবে যন্তু তপ তীর্থ করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। আচ্ছা তিনি কোথায় নিয়ে যাবেন ? নিশ্চয়ই নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। বাস্তবে প্রকৃত (সত্য) তীর্থ হল সুখধাম এবং শান্তিধাম। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের সত্য তীর্থকেই স্মরণ করতে হবে, এটাই হল মন্বনাভব। বাচ্চারা জানে আমরা এখন তীর্থ করতে যাচ্ছি। বাবা বলেন নিজের ঘর এবং রাজস্ব স্মরণ করো। স্বর্গের রচয়িতা হলেন একমাত্র পিতা। তাঁকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়, তাই জিজ্ঞাসা করা হয় হেভেনলি গড ফাদারের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কী ? যদি শুধু তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে গড ফাদারের পরিচয় তোমরা জানো ? তখন চট করে বলবে হ্যাঁ - উনি হলেন সর্বব্যাপী। সেই কারণেই এই কথাটি বোঝানোর যুক্তি রচনা করা হয় যাতে বাচ্চাদের সহজ অনুভব হয়। কষ্ট তো অনেক দেখেছে তাইনা। অর্ধেক কল্প ৬৩ জন্ম তোমরা আসুরিক মতানুসারে চলেছো। পুরুষার্থ (পরিশ্রম) তো করা হয় শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু তোমরা জানো এখনও আমাদের উত্তরণ কলা হয়ইনি, আরও নীচে নেমে এসেছি। কত বুদ্ধি খাটায়। ভক্তি মার্গে কত পরিশ্রম করেছে। দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। বাবা জানেন বাচ্চারা অনেক পরিশ্রম করেছে। অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। ৬৩ জন্ম অনেক ধাক্কা খেয়েছে। যেমন সন্ন্যাসীরা বলে এই দুনিয়ায় সুখ হল কাক বিষ্ঠা সম। তেমনই তোমরা যে এতখানি পরিশ্রম করেছে, স্বল্পকালের অল্প সুখ পেয়েছো কারণ তোমাদের তো সাক্ষাৎকার হয়েছে, অল্প সুখ প্রাপ্ত করেছে। এখন তো বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো। একদম জঙ্গলে এসে আটকে পড়েছিলে। জঙ্গলে ডাকাতরা থাকে। এই জঙ্গলে অনেক রকমের লুণ্ঠনকারী ডাকাত থাকে। সবচেয়ে প্রথমে আসে দেহ-অভিমান, তার সঙ্গী সাথীরাও হল ভয়ঙ্কর ডাকাত। এ হল আদি মধ্য অন্ত দুঃখ প্রদানকারী নম্বর ওয়ান ডাকাত। এই কথাটি কেউ জানেনা। তোমরা বোলো এ হল সবচেয়ে বড় ডাকাত। মানুষ বলে এই ডাকাতি অবশ্যই চাই। বাবা বলেন এই ডাকাত গুলি তোমাদের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। একে অপরকে কাম কাটারী দিয়ে মারতে থাকে। মানুষ কতো কতো খরচা করে ? ধাক্কা খেয়ে কিরূপ অবস্থা হয়েছে। এ হল অসীমিত জগতের কথা। হ্যাঁ, আজ সন্তানের জন্ম হল, খুশীতে আছে, কাল যদি মরে যায় তো কান্না আরম্ভ করে দেয়। দুনিয়ার অবস্থা দেখো কেমন হয়েছে।

এখন তোমরা জানো বাবা এসেছেন, উনিই হলেন সঙ্কর, জগতে গুরুও অনেক প্রকারের থাকে, পথ বলে দেয় - জপ, তপ,

দান, পুণ্য ইত্যাদি করলে ভগবানকে পাবে, কিন্তু তাতে অনেক খরচ লাগে। এখানে কোনোরকম খরচ নেই। শুধুমাত্র বলেন বাবাকে স্মরণ করো। এটাই হল (প্রকৃত) সত্যিকারের এক্সেজমেন্ট। কন্যার বিবাহের পূর্বে বাগদান বা আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়, তাইনা, সে কী জানে কার সাথে তার বিবাহ হবে? এই কথাও বলা হয় ভগবান স্বরূপ স্বামী নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু জানেনা। সেই হল সীমিত জগতের কথা, এই অসীম জগতের বিবাহে অনেক মজা অনুভব হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের শ্রীমৎ প্রদান করি অতএব সেই রূপ সবাইকে চলতে হবে। তোমরা জানো কল্প কল্প শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় বলেই ভারত শ্রেষ্ঠ হয়। ভারতকেই স্বর্গ প্যারাডাইস বলা হয়। সেম্বিল যারা আছে তারা বুঝবে সঠিকভাবে প্যারাডাইস ভারত ই ছিল। ভারতেই গড গডজদের রাজ্য ছিল। তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারো যে ভারত যখন হেভেন ছিল, সেই সময় তোমরা ছিলে না। কোনো প্রকারের ন্যাশনালিটি ছিল না। গড গডজদের রাজত্ব ছিল। কৃষ্ণকে কখনও লর্ড, কখনও গড বলে দেয়। শ্রীকৃষ্ণেরই অনেক অনেক মান। লর্ড কেন বলা হয়? কারণ কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে। গীতার ভগবান সবাইকে সদগতি দিয়েছেন, নাম লিখে দিয়েছে কৃষ্ণের, তাই কৃষ্ণের অনেক মান। বলা হয় কৃষ্ণ হলেন শ্যাম বর্ণের, কৃষ্ণ হলেন গৌর, শ্যাম সুন্দর, কেমন কেমন কালো চিত্রও বানিয়ে দিয়েছে। কালী মায়ের বানিয়েছে কলকাতায়। সেখানে আশেপাশে যেখানে সেখানে মা কালীর মন্দিরই রয়েছে। জগৎ অম্বার চিত্রও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বানিয়েছে। এখন তোমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে, এই কথা কে বসে বোঝাচ্ছেন। সদ্গুরু, সত্যপিতা, সত্য শিক্ষক। তাঁর নাম হল সত্য। সত্য বলেন যিনি, সত্য জানেন তিনি। গ্রন্থ সাহেব, সুখমনীতে তাঁর অনেক মহিমা বর্ণনা করা আছে। তিনি এসে সত্য খণ্ডের স্থাপনা করেন এবং মানুষকে এমন সত্য স্বরূপে পরিণত করেন। তোমরা সবাইকে সত্য কথা বলে দাও। শিখ ধর্মের মানুষদের বোঝানো খুব সহজ। তারা তো অকাল তথ্যকেও মানে। সত্য শ্রী অকালের তথ্য হল এটা। দীনহীন মানুষের কিছুই জ্ঞান নেই যে সত্য শ্রী অকাল কোন্ তথ্যে এসে বসেন। আত্মা দেহ রূপী তথ্যে এসে বসে। কতখানি বিশাল এই তথ্য। বাবা এসে এই তথ্যে বসেন। এ হল অকাল তথ্য। জ্ঞানের সাগর পিতা এতে বসে আমাদেরকে মুক্তি জীবনমুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। ব্রহ্মান্দ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের সব কথা বোঝাচ্ছেন, যে কথা গুলি কেউই জানেনা। সবাই নিজের নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমাদের নেশা দেখো কিরকম? তোমরা তো মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছ। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। জানো যে টিচার যখন পড়ান তখন আশীর্বাদ সাথেই থাকে। চাইবার দরকার পড়ে না। টিচারের কাজ হল পড়ানো, তোমাদের কাজ হল পড়াশোনা করা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই নলেজ ভরপুর থাকা উচিত। নাটকের সব অ্যাক্টররা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে তাইনা। এই অসীম জগতের নাটকের মূখ্য অ্যাক্টরকে দেখো। বাবা কীভাবে আসেন, কীভাবে নলেজ প্রদান করেন, কতরকমের বিদ্য সৃষ্টি হয়। অবলা নারীদের উপরে কত অত্যাচার হয়। কোনো স্বামী নিজের স্ত্রীর জন্য ধন রেখে যায়, কিন্তু তার অযোগ্য সন্তান মাকে দুঃখ দেয়। বাবা তো অনুভাবী, তাইনা। বাবা অনুভাবী রথ নিয়েছেন। গ্রামের ছেলে বলা হয়। কৃষ্ণ তো বিশ্বের মালিক ছিলেন। তাকে গ্রামের ছেলে বলা হবে না। কৃষ্ণ তো ছিল গৌর বর্ণের, বৈকুণ্ঠের মালিক ছিল। যখন শ্যাম বর্ণের হয় তখন গ্রামে থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ শেষ জন্মে গ্রামের ছেলে কীভাবে হয়েছে, সে কথা তোমরা জানো। বাবা নিজেও ওয়াল্ডার অনুভব করেন আমি কি ছিলাম। এখন বাবা জানতে পেরেছেন শ্রীমতের দ্বারা, তোমরাও জেনেছো। ওয়াল্ডার তাইনা। কিরূপ বিশাল মালিক আর কতখানি নীচে নেমে আসেন। কাম চিতায় বসে নীচে নেমেছে। এখন তোমরা বুঝেছো যে কৃষ্ণকে গ্রামের ছেলে কেন বলা হয়। স্বয়ং বাবা বলে দেন প্রথমে কি ছিলাম, এখন কি হয়েছে, তৎস্বম্ (তোমরাও সেইরূপ হও)। এখন তোমরা বুঝেছো কোন্ কথাটাকে কোথায় নিয়ে গেছে। শ্যাম সুন্দরের অর্থ তোমরা এখন বুঝেছো। আমরাও এমন ছিলাম। আমরাও ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমরা নিজ নিকেতনে ফিরে যাই। খুব সহজ কথা। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করতে থাকো এবং স্বর্গকে স্মরণ করো, সবাইকে পথ বলে দাও। জ্ঞান অঙ্গন সদ্গুরু দিয়েছেন। অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। গায়নটিও কত সুন্দর। অন্ধকারের পরে আলো আসে। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ রহস্য এসে গেছে। জানো যে এখন আমরা সঙ্গম যুগে বসে আছি। সবাই এখন ঘরে ফিরে যাবে। বাবা সম্মুখে বসে বাচ্চা বলে সন্তোষন করেন, ব্রহ্মার মুখের দ্বারা। এই রথে বসে আছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। ব্রহ্মা হয়ে যান মাস্টার জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন এই দেহের মধ্যে বিরাজিত আছেন। নিজেও বলেন আমি এই দেহে আসি। নাহলে কার দেহে আসবো, যাতে ব্রাহ্মণ রচনাও করবো এবং নলেজও প্রদান করবো। আমি কি ষাঁড়ে বসে আসবো? আজকাল ষাঁড়ের মাথায় শিবলিঙ্গ বানায়। তবে ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। তাহলে ব্রাহ্মণ আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই অ্যাডস্ট করতে হয় ব্রাহ্মণদের। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে পরে দেবতা, ঋত্রিয় হবে। দেহের জগতের ব্রাহ্মণদের কথা নয়। তারা হল কুখ বংশী অর্থাৎ গর্ভজাত ব্রাহ্মণ। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে মুখ বংশী, তোমরা ভালো ভাবে বোঝাতে পারো - ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা। দেহের দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা তো এই কথা জানে না। তারা এই জ্ঞান পাবে কোথায়। বাবা ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন - বাচ্চারা, যতখানি সম্ভব পরনিন্দা পরচিন্তা ত্যাগ করো। শরীর নির্বাহের জন্য চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি তো করতেই হবে। বাকি যেটুকু সময় পাবে মোস্ট বিলাভে বাবাকে স্মরণ করতে

হবে। তিনিও সন্তানদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। মিত্র পরিজন অনেক ছিল। কিন্তু সেসব থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নতুন সম্বন্ধে যুক্ত হলে ভালোবাসা অনেক থাকে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরকে স্নেহ সহকারে বাবা বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেক সুযোগ্য বাচ্চারা আছে, খুব ভালো সার্ভিস করে। অন্ধের লাঠি হয়ে উঠছে। দুঃখীদের সুখধামের মালিক বানাচ্ছে। তাই বাবা এমন বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত হয়ে যান। নজে সুখ গ্রহণ করেন না। বলেন তোমরা সুখ নাও। আমি তো মুক্তিধামে যাই। ড্রামায় পার্ট তোমাদের আছে। বৈকুণ্ঠের মালিক আমাকে হতে হবে না। বৈকুণ্ঠের মালিক তোমাদের হতে হবে। সেই সময় তোমরা গৌর বর্ণে থাকো পরে রাজস্ব হারিয়ে শ্যাম বর্ণে পরিণত হও। শ্যাম ও গৌর বর্ণের অর্থ কতো সুন্দর। বাবা চিত্রও এমনই বানিয়েছেন - শ্যাম ও সুন্দর। ৮৪ জন্ম কীভাবে নেয়, পরে বাবার দ্বারা রাজযোগের শিক্ষা কীভাবে প্রাপ্ত হয়? মানুষ তো কৃষ্ণকে জন্ম-মরণ রহিত বলে দেয়। তোমরা কৃষ্ণের ৮৪ টি জন্ম প্রমাণ করে বলে দাও। সেই কারণে তারা সেসব কাটছাই করে কেবল চিত্রটা রেখে দিয়েছে। ওয়ান্ডারফুল এই মানুষের বুদ্ধি। কতখানি পরিবর্তন করতে হয় বুদ্ধিকে। এখন তোমাদের বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার দিকে রয়েছে। এই কথাও তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়ার শেষ সময় এসেছে। তোমরা বলতে পারো - এই বোমা ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। তোমরা এইসব কি করছো। সময় নষ্ট করছো। সুরক্ষিত থাকার যত চেষ্টাই করো কিন্তু মরতে তো অবশ্যই হবে। ভয়ানক সব বোমা ইত্যাদি বানিয়েছে। দুনিয়ার অবস্থা দেখো কেমন হয়েছে? খুব অল্প সময় বাকি আছে, মৃত্যু তো আসবেই। কল্প পূর্বের মতন সকলের ধন সম্পদ ইত্যাদি সব মাটিতে মিশে যাবে। আমরা সব আত্মারা বাবার কাছে পৌঁছে যাবো, তারপরে নিজের রাজধানীতে এসে ডাঙ্গ করবো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের বুদ্ধিকে নলেজের দ্বারা সর্বদা ফুল রাখতে হবে। বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপা প্রার্থনার পরিবর্তে পড়াশোনার উপরে পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করে নিজের উপরে নিজেই কৃপা করতে হবে।

২) দুঃখীদের সুখ ধামের মালিক বানানোর সেবা করতে হবে। এমন সুসন্তান, সার্ভিসেবল হতে হবে যাতে বাবাও যেন বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত হয়ে যান।

বরদানঃ:- মন-বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা সকল কার্যে সফলতা অর্জনকারী কর্মযোগী ভব দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে কর্মই হল সব কিছু। কিন্তু বাপদাদা বলেন যে কর্ম আলাদা কিছু নয়, কর্ম এবং যোগ দুইই একসঙ্গে আছে। এমন কর্মযোগী যে কোনো প্রকারের কার্যে সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করবে। তা সে স্থূল কর্মই হোক, অথবা অলৌকিক কর্ম। কর্মের সাথে যোগ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির একাগ্রতা থাকলে সফলতা অবশ্যস্বাভাবী। কর্মযোগী আত্মার বাবার সাহায্য স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়।

স্নোগানঃ:- বাবার স্নেহের রিটার্ন দেওয়ার জন্য অন্তর থেকে অনাসক্ত এবং মন্বনাভব হয়ে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবারই মতো পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর কারবার করো, তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে"

- *প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা সহজেই গুণ ধারণ করতে পারে, তাদের মধ্যে কোন্ লক্ষণ গুলি পরিলক্ষিত হবে ?
- *উত্তর:- যে বাচ্চারা পুরানো আত্মীয় পরিজনদের থেকে, পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে নষ্টমোহ হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সকল গুণের ধারণা সহজেই হয়ে থাকে। তারা কখনোই কারো নিন্দা করে অন্যদের মন খারাপ করতে দেবে না। বাবাকে সম্পূর্ণ ফলো করে তারা। অসুন্দরকে সুন্দর, খরতাকে মধুর আর পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সদা প্রফুল্লিত থাকে।
- *গীত:- কে এই সব খেলা রচনা করিয়েছে...

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান বা সম্প্রদায়, এর পূর্বে আমরা আসুরিক সম্প্রদায়ের ছিলাম। এখন আমাদের ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরীয় মত কী শেখায়? পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। এখন প্রত্যেকে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে থাকো যে, আমরা হলাম পতিত পাবনের সন্তান, তো এখন বাবার যে কারবার সেই কারবার আমিও কি করছি নাকি করছি না? জগতে তো বাবা আলাদা কারবার করে সন্তান আবার অন্য কারবার করে। নানান প্রকারের কারবার রয়েছে। অনেক প্রকারের মত রয়েছে। বাবার মত আলাদা তো বাচ্চাদের মত আলাদা। আর এ হল গিয়ে ঈশ্বরীয় মত। তোমরা তো বাবাকে জানো। দুনিয়া তো কেবল বাবার মহিমা গায়, জানে না যে কীভাবে পতিত পাবন বাবা এসে পবিত্র বানান। তোমরা জানো যে পতিত পাবন বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। এখানে তোমাদের হলই একটিই মত। শ্রেষ্ঠ'র থেকেও শ্রেষ্ঠ মত বাবা-ই এসে দেন। যারা নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান বলে নিশ্চয় করেছে, তারা নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো। যে নিশ্চয়ই করে না তার দ্বারা এই ঈশ্বরীয় কারবারও হবে না। যে বাবারই হল না, সে এই কারবার করতে পারবে না। বাচ্চারা এটা বুঝেছে যে, আমাদের এইম অক্টেই হল পবিত্র হওয়া। চিত্র (লক্ষ্মী-নারায়ণের) সামনে রাখা হয়েছে। নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়া। আমরা যাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টির (রাজবংশ) হই। বাবা এসেছেন - আমাদেরকে পবিত্র বানাতে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে আমরা বাবার কর্তব্য পালন করছি কি করছি না? বাবা কী করেছেন? এই হাসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন। বাচ্চাদের কাজও হল এটাই। শুরু দিকে যখন বাবা এলেন তখন বাড়ি তো ছোট ছিল। মাঙ্গার যে রুম তার থেকেও ছোট। তাতেই এসে পরমপিতা পরমাত্মা হাসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুললেন, তারপর ধীরে ধীরে বিল্ডিং গুলির নির্মাণ হতে লাগল। প্রথমে তো একটা ছোট গলিতে বাড়ি ছিল। ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তো বাচ্চাদেরও হল এটাই কর্তব্য। তারপর পঠন-পাঠন করাতে হবে। যারে পড়াশোনা জানে তারাই তো ইউনিভার্সিটি খুলবে তাই না? হ্যাঁ যারা পড়াশোনা জানে না তারাও অবশ্যই খুলতে পারে, তারপর যারা পড়ানোর মতো শিক্ষিত তাদেরকে দেবে পড়াতে। তুমি প্রিন্সিপাল হয়ে চালাও, যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। বাবাও বলেন তোমাদের, ব্রাহ্মণদের কারবারই হল পতিতদেরকে পবিত্র বানানো, কোনো পতিত কার্য না করা। কখনো বিকারে না যাওয়া। কাউকে যদি বলো যে পবিত্র হও, তবে তো খুবই ভালো। বাচ্চাদেরকে বোঝানোও হয় যে, পবিত্রদের সামনে অপবিত্ররা মাথা নত করবেই। ভক্তি মার্গ প্রথমে যখন শুরু হল তখন সবাই সন্ন্যাসী ছিল না। এ তো পরে এসেছে। সেই সময়কালে সন্ন্যাসীরা জ্ঞান প্রদান করতেন না। এ তো পরে সর্বব্যাপীর জ্ঞানের কথা প্রচারিত হয়েছে। আগে তো বলত - আমরা ঈশ্বর আর ঈশ্বরের রচনাকে জানি না। তিনি যে বাবা সেটাও বুঝতাম না। বাবা - কীকরে সর্বব্যাপী হতে পারে! এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বোঝাতে থাকেন। সর্বব্যাপীর জ্ঞানই ভারতকে কাঙাল, বিমুখ, নাস্তিক, অনাথ (ধনীহীন) বানিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা সনাথ হয়েছে আর অনাথদেরকেও সনাথ বানানোর সেবা করো। যারা পান্ডা হয়ে আসে তো সনাথ বানিয়ে ধনী অর্থাৎ নাথের কাছে তো নিয়ে আসে তাই না! তাদেরও মনে টান অনুভব হতে থাকে যে অবশ্যই ধনী অর্থাৎ অসীম অনন্তের বাবার থেকে আমাদের অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার হল - অসীম স্বর্গের বাদশাহী। সীমিত উত্তরাধিকার হল নরক। নরকে রয়েছে দুঃখ, তাই একে বাদশাহী বলা যাবে না, গাধাই বলা হবে। এখন বাচ্চাদেরকে বাবার সেবা করা উচিত। পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে হবে। সারা দিন এই কারবার করা উচিত - পতিতদেরকে পবিত্র কীভাবে বানাবো। প্রথমে তো প্রশ্ন এসে যায় যে, আমি নিজে কী পবিত্র হয়েছি? আমার মধ্যে কোনো বিকার নেই তো? আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে খুব লভ রয়েছে। যদি লভ থাকে, তবে লভ এর প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ হল - পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর কারবার করতে থাকা। এই কারবার না করলে উচ্চ পদ পেতে পারবে না।

কল্প কল্পান্তরের বাজি হয়ে যাবে। মনে করা হবে যে এর ভাগ্যই নেই। ঈশ্বরকে পাওয়ার পরেও এই কারবার শিখল না ! বাবার হৃদয়ে সে-ই বসতে পারবে যে পবিত্র বানানোর কারবার করবে। মানবকে কড়ি থেকে হীরের মতো দেবতা বানানোর পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা মাশ্বাও সেই পুরুষার্থই করতেন। বাবাও সার্ভিসে যেতেন, বাচ্চাদের তনে বিরাজমান হয়ে পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর রাস্তা বলে দেন। অতএব নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা কি তাদের মতো সার্ভিস করছি ? যদি না করে তবে হৃদয়ে বসতে পারবে না। কেউ কেউ তো মোহের বশে ফেসে রয়েছে। বাবার সাথে তো খুব লভ থাকা উচিত তাই না ! অন্য সব কিছুর থেকে নষ্টমোহ হয়ে থেকে দেখাতে হবে। পুরানো আত্মীয় পরিজন, পুরানো দুনিয়ার থেকে মোহ দূর হয়ে যাওয়া চাই। যখন সেগুলো দূর হবে তখনই গুণ ধারণ হবে। কোনো কোনো বাচ্চা তো সারাদিন কি না কি করতে থাকে। পরস্পরের মনকে নষ্ট করে দেয়, নিন্দা করতে থাকে। অমুকে এমন - এ এমন। আগে তো নিজেকে দেখতে হবে, আমি কি করছি ? বাবাকে আমরা ফলো করছি কি ? ফলো করলে তবেই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। সার্ভিস যারা করে তারা সর্বদা প্রফুল্লিত থাকে। তাদের নাম তো মহিমাম্বিত হয় তাই না ! বাবা বলেন তোমাদের তো বনবাসে থাকার মতো অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে থাকতে হবে। ৮ তালি লাগানো কাপড়ও পরতে হতে পারে, এমন সময়ও আসবে। এমন সমস্যায় পড়তে হতে পারে যে পরিধান করার জন্য ছেঁড়া ফাঁটা কাপড়ও জুটবে কিনা সন্দেহ। সেইজন্য এই সব কিছুর থেকে আসক্তি (মমত্ব) দূর করে দেওয়া উচিত। আসুরিক মিত্র সম্বন্ধী যারাই আছে সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। আমাদের হল চড়তি কলা, তারও প্রমাণ তো দেওয়া দরকার তাই না ? যারা পাল্ডা হয়ে আসে, তারা প্রমাণ দিয়ে থাকে। সার্ভিসের উপযুক্ত হতে হবে। এই রকম নয় যে ডিস্-সার্ভিস করে, লবণ জল হয়ে নিজেদের মধ্যেই কলহ বিবাদ করতে থাকে। ডিস্-সার্ভিস যারা করে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মানুষ মানুষের সাথে কী ভীষণ রকম লবণ জলের মতো হয়ে থাকে সেকথা আর বলো না। তোমাদের কাজ হল তাদেরকে অত্যন্ত মিষ্টি মধুর বানানো। এমনও দেখতে পাবে যারা কিনা অত্যন্ত লবণাক্ত জল। তখন এটাকে ভবিতব্য ছাড়া আর কি বলবে। এই সবও সহন করতে হবে। তবুও আমাদেরকে ভালোবাসার সাথে লবণকে চেঞ্জ করে মিষ্টি বানাতে হবে। দেখো সূর্যের মধ্যে কতো শক্তি যে লবণাক্ত সাগরের জলকে টেনে নিয়ে মিষ্টি জল বানিয়ে দেয়। এটাও তো তাদের সার্ভিস তাই না ! সেইজন্য ইন্দ্রদেবতা বলা হয়, বর্ষা বরিস্রণ করেন। তো বাচ্চাদের মধ্যেও এতখানি শক্তি থাকা উচিত। এই রকম নয় যে খরতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। চেহারা দেখেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। খরতার চেহারা হবে শ্যামলা আর মিষ্টিছের চেহারা হবে গৌর। তোমাদেরকে তো নিজে গৌর হয়ে শ্যামলাদেরকেও গৌর বানাতে হবে। বাবা কত দূর থেকে এসে এই সার্ভিস শেখান। বাবার সার্ভিসই হল এটাই, পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। অনেককে পবিত্র বানাতে বাবা পুরস্কৃত করবেন। অন্তর থেকে জিঞ্জাসা করতে হবে যে আমি কতজনকে গৌর বানিয়েছি। যদি না বানিয়েছি তবে নিশ্চয়ই কুকর্ম করছে। বাবার মতে না চললে কুকর্মই করে থাকে। এরপর যারা পবিত্র বানিয়ে তোলে তাদের সামনে মাথা নত করতে হবে। যার মধ্যে শক্তি রয়েছে সে বলবে বাবা আমাকে যেখানে চাইবেন পাঠাবেন। হাসপিটাল তো অনেকই খুলতে পারো, কিন্তু ভালো ভালো ডাক্তারও থাকতে হবে। কোনো কোনো এমন ডাক্তারও হয় যারা উল্টো পাল্টা ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলে। এটা তো হল ঈশ্বরীয় দরবার। সকলের খাতা বাবার কাছে রয়েছে। তিনি তো হলেন অন্তর্যামী। সব বাচ্চাদের ভিতরের কথাকে জানেন। ইনি তো হলেন বহির্য়ামী। ইনিও অন্যদেরকে পবিত্র বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকেন। যারা পবিত্র হবে না তারা দন্ড ভোগ করে নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। নম্বর ক্রমানুসারে আসতে হবে। আগে কিস্তা পিছনে তো আসে তাই না। মাঝখান থেকে তো বেরিয়ে আসবে না। যেমন গাছ হবে তেমনই ফল ধরবে, তাতে প্রভেদ হতে পারে না। এখন গাছ ছড়িয়ে রয়েছে। কে কে কোন্ কোন্ ধর্মে করভাট্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি ন্যাশনালটি কতো কতো সংখ্যায়, বুঝতেই পারবে না। প্রত্যেকের আচার ব্যবহার আলাদা আলাদা। তোমরা জানো যে যেমন মূল লোকে ছিলে। নম্বর ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে হিসাব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে সেখানে গিয়ে সকলকে থাকতে হবে। উপরে হল নিরাকার আত্মাদের বৃক্ষ। কতটা আর স্পেস (জায়গা) নিয়ে থাকতে পারে ? একেবারেই অল্প। যেমন পোলার আকাশ তব্ব তো অনেক লম্বা। মানুষ কত স্বল্প স্পেসের মধ্যে থাকে। বুঝতে পারা যায় যে এতখানি স্থান পর্যন্ত মানুষ রয়েছে। সাগরে তো মানুষ হয়ত থাকবে না। ধরিত্রীতেই তো মানুষ রয়েছে। সাগরের অন্ত পাওয়া মুশকিল। ইম্পসিবল। উপরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটার তো কোনো সীমাই নেই। বাবাকে আহ্বান করে যে এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। এমন নয় যে আমরা ওখানে গিয়ে আকাশ তব্বের অন্তকে জেনে নেব। আমরা আত্মারা উপরে থাকি। তাও খুবই সামান্য স্পেস (জায়গা) নিয়ে। আকাশ তব্ব তো অনেক বড়। এই রকম নয় যে, ঈশ্বর ওখানে বসে ট্রায়াল করবেন যে দেখি আকাশ তব্ব কত বিশাল লম্বা। বুদ্ধিতে কখনোই এই ভাবনা আসতে পারে না। তাঁর বুদ্ধিতে তো থাকবেই কেবল পার্ট প্লে করবার কথা। এমন নয় যে মহাতব্বের বিষয়ে খোঁজ করতে থাকবেন। এখান থেকে গেলেন আর নিজের স্থানে স্থিত হয়ে গেলেন। ওখানে কোনো কিছুই আকৃষ্ট করে না। বাবা বলেন, আমি কি কখনো কিছুকে আকৃষ্ট করি নাকি। এ তো হল অনন্ত। আচ্ছা অন্তকে পেয়ে গেলেও লাভ কী ? কিছুই নেই। লাভ তো কেবল হল পতিতদেরকে পবিত্র

বানানোতে। আত্মারা নির্বাণধাম থেকে এসে এখানে পাট প্লে করে। বাবাও এসে পাট প্লে করেন। সেটা হল শান্তিধাম। সেখানে এই সংকল্পও আসে না যে এটা দেখি ওটা দেখি। এখানে মানুষ কত কিছুই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জানার জন্য কত পরিশ্রম করতে থাকে। বাচ্চারা জানে যে সময় তো খুব কম। যুদ্ধ বিবাদ লেগে গেলে তখন তাদের এই সব চিংকার চ্যাঁচামেটি সব বন্ধ হয়ে যাবে। এর পিছনে টাকা পয়সা খরচ করা অর্থহীন। লাভ কিছুই নেই। মনে করো কেউ (অন্তঃরীক্ষে) গেল, ফিরে এসে যেটাই বলুক, সে'সবই হল ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ মানি, ওয়েস্ট অফ এনার্জি। সকলেরই একই হাল, কেবল বাচ্চাদের ছাড়া। তাও যারা পুরুষার্থ করতে থাকে যে আমরা গিয়ে বাবার পরিচয় দেবো, তাহলে বাবার থেকে বর্সা নিতে পারব। এই ড্রামাতে বাবার হল হাইয়েস্ট পাট, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে তার উপযুক্ত করে তোলা। এখন তো সৃষ্টির অন্ত এসে গেছে। মানুষ কতই না মাথা খাটাতে থাকে। টাইম ওয়েস্ট করতে থাকে, এভারেস্ট গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এতে লাভ কী? মুক্তি জীবনমুক্তি তো প্রাপ্ত হয় না। এছাড়া জগতে তো দুঃখই দুঃখ। তোমাদের বুদ্ধি এখন সলভেন্ট হয়ে গেছে। তোমরা পুরুষার্থ করছো অন্যদেরকে নিজ সম বানানোর জন্য। স্কুলের টিচার, প্রিন্সিপলদেরও এটা বোঝাও। অমীমিত জগতের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো তারা শেখায় না। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, দ্বাপর কলিযুগ কীভাবে হয়? এ হল অসীমিতের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি, সেটাকে জানার ফলে তোমরা চক্রবর্তী হয়ে যাবে। আমরা ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বুঝিয়ে থাকি। সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এসো আমরা তোমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় দেবো, যাঁকে নিরাকার বলা হয়, তাঁর বায়োগ্রাফি আমরা বলবো। ব্রহ্ম যোগীরা তো ব্রহ্মেরই জ্ঞান দেবে। তারপর বলে দেবে ব্রহ্ম হল সর্বব্যাপী। পরমাত্মা তো হলেন নলেজফুল। জ্ঞানের সাগর। তত্বকে জ্ঞানের সাগর কখনো বলা যায় নাকি! বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকেও নিজ সম জ্ঞানের সাগর বানান। সেই তত্ব কীভাবে নিজ সম বানাতে? আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চড়তি কলার প্রমাণ দিতে হবে। সকল কিছুর থেকে মোহ সরিয়ে নিয়ে সার্ভিসের উপযুক্ত হতে হবে। নিজেকে নিজে (চেক) দেখতে হবে। অন্যের নিন্দা করে একে অপরের মনকে খারাপ করে দেবে না। কোনো রকমের কুকর্ম করবে না।

২) বাবার মতো দয়ালু হতে হবে। কড়ি থেকে হিরে তুল্য হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। লবণাক্ত জল অর্থাৎ খরতাকে মিষ্টত্বে নিয়ে আসার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা নির্ণয় শক্তিকে বৃদ্ধি করে সদা নিশ্চিত্ত ভব সদা নিশ্চিত্ত তারাই থাকতে পারে যাদের বুদ্ধি সময় মতো যথার্থ জাজমেন্ট দিয়ে থাকে। কেননা দিন দিন সমস্যা, সরকমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) আরও টাইট হতে চলেছে। এই রকম সময়ে কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স থাকলে তবে নির্ণয় শক্তির দ্বারা সহজে পার হয়ে যেতে পারবে। ব্যালেন্সের কারণে বাপদাদার যে ব্লেসিংস প্রাপ্ত হবে তাতে সংকল্পেও কখনো বিস্ময়সূচক প্রশ্ন উৎপন্নই হবে না। এই রকম কেন হল, এটা কেন হল... এই কোশ্চেন উঠবে না। সর্বদা দৃঢ় নিশ্চয় হবে যে, যা কিছু হচ্ছে তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

স্লোগানঃ:- একমাত্র বাবার থেকে সর্ব সম্বন্ধের রস নাও, আর কারোরই স্মরণ যেন না আসে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সত্যতার সত্যতাই রিয়্যাল রয়্যালটি"

আজ বাপদাদা নিজের শ্রেষ্ঠ পরিবার অর্থাৎ নিজের রয়্যাল ফ্যামিলিকে দেখছেন। সারা কল্পে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাই সবচাইতে রয়্যাল আত্মা। তোমাদের অনাদি আত্মিক স্বরূপেও তোমরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রয়্যাল আত্মা আর আদি স্বরূপ দেব আত্মার রূপেও রয়্যাল; রাজ্য অধিকারী রয়্যাল ফ্যামিলি। পূজ্য রূপেও তোমরা সব দেব আত্মার কত রয়্যালটির সাথে পূজা হতে থাকে, আর অন্য কোনও ধর্ম আত্মা বা রাজনৈতিক আত্মাদের এমন রয়্যাল পূজা হয় না। সুতরাং তিন রূপে অনাদি, আদি এবং পূজ্য স্বরূপ এ'রকম রয়্যাল আর কেউই হয় না, কারণ তোমরা সব আত্মারই পিওরিটির রয়্যালটি থাকে। এমন সম্পূর্ণ পবিত্র আর কোনও আত্মা সারা কল্পে না হয়েছে, না হবে। এই বিশেষত্ব পিওরিটিরই, সেইজন্য শুধু দেব আত্মাদের সামনেই তারা এই মহিমা গায়, তুমি সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর কোনও ধর্ম আত্মাদের জন্য তারা এই মহিমা গায় না। শুধু দেব আত্মাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পবিত্রতারই কীর্তন হয়। আর কোনও ধর্মে কীর্তন হয় না। সূর আর বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা কীর্তন শুধুমাত্র দেব আত্মাদের জন্য বা সঙ্গমযুগের শক্তি স্বরূপের জন্যই হয়। এই বিধির সিদ্ধি সম্পূর্ণ পবিত্রতার, তাইতো, তোমাদের মতো আত্মিক রয়্যালটি অন্য কোনো আত্মার মধ্যে নেই। সুতরাং চেক করো - এমন পিওরিটির রয়্যালটি তোমরা কতটা ধারণ করেছ! আত্মিক রয়্যালটির সবচাইতে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হলো - রয়্যালটি অর্থাৎ রিয়্যালিটি অর্থাৎ সত্যতা। ঠিক যেমন, আত্মার অনাদি স্বরূপ সত্য। সত্য অর্থাৎ অবিনাশী সেইসঙ্গে সত্যতা। যেমন তোমরা বিশেষভাবে বাবার মহিমা গাও - সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সত্যই শিব অথবা গড় ইজ টুথ (সত্যই ভগবান) বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বাবার মহিমা সত্য অর্থাৎ সত্যতার। ঠিক একইভাবে, রয়্যালটি অর্থাৎ রিয়্যালিটি — সত্যতা কখনো সামান্যতম নকল কিংবা কোনকিছুর মিশ্রণ হবে না। তা' বোলে হোক, অথবা কর্মে, অথবা সম্বন্ধ- সম্পর্কে কোনকিছু নকল বা মিশ্রণ হবে না। যা সাধারণ ভাষায় বাপদাদা বলেন - স্বচ্ছতা। রয়্যাল আত্মাদের বৃত্তি, দৃষ্টি, বোল আর আচরণ সব সত্য হবে। এমন নয় যে, বৃত্তিতে এক বিষয় আর বোলে আরেকরকম কিছুর মিশ্রণ হবে। একে রয়্যালটি বা রিয়্যালিটি বলা যাবে না।

আজকাল বাপদাদা বাচ্চাদের লীলা দেখেনও আর শোনেও। অনেক বাচ্চা খুব চতুর হয় গল্প বানাতে এবং সব বিষয় মিশেল করে দিতে। কেননা, দ্বাপর থেকে তারা মিশেল আর নকলের অনেক কথা শুনছে। সেইজন্য এই ব্রাহ্মণ জীবনেও সেই সংস্কার ইমার্জ করে নেয়। এমন সুচারুরূপে তারা গল্প বানায় যা মিথ্যাকে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য বানিয়ে ফেলে। আর সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। একে বলা হয়ে থাকে — ভিতরে এক, বাইরে আরেক। তাহলে, এটা কী রয়্যালটি বলবে ? এটা রিয়্যালিটি ? নয় তো না ? সুতরাং তেমন পবিত্রতার রয়্যালটিই হলো রিয়্যালিটি। সেটাই রয়্যালটির লক্ষণ। যদি তোমার এই লক্ষণ না থাকে তাহলে বুঝে নাও পিওরিটির রয়্যালটি আসেনি, অথবা শুধুমাত্র পার্সেন্টেজে আছে, পূর্ণমাত্রায় নেই।

রিয়্যালিটির দ্বিতীয় লক্ষণ বাপদাদা সদা শুনিয়ে থাকেন - সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে (সচ তো বিঠো নচ)। সত্য আত্মা সদা খুশিতে নাচতে থাকবে। কখনো খুশি কম, কখনো খুশি বেশি এ'রকম হবে না। দিন-দিন, সব সময় আরো খুশি বাড়তে থাকবে। রিয়্যালিটির লক্ষণ হলো - সদা খুশিতে নাচা। তোমরা চেহারার হাবভাবের (নৈন চৈন) কথা বলো তো না, রয়্যালটির অর্থও সেটাই, চেহারার হাবভাবের দ্বারা তোমরা হৃদয়ে প্রসন্ন থাকবে। শুধু বাইরে থেকে প্রসন্নমুখ নয়, বরং তোমাদের হৃদয়েও প্রসন্নতা থাকবে। প্রসন্নচিত্ত ও প্রসন্ন চেহারা, দুইই প্রসন্ন হবে। অনেকবার এমনও হয় যে, অন্তর্মুখে সন্তুষ্টি থাকে না অথচ সেই সময়ে বহির্মুখে প্রসন্নতা দেখাও। একে বলা হবে অল্পকালের প্রসন্নমুখ, কিন্তু তোমাদের প্রসন্নচিত্ত, প্রসন্ন মুখ স্থায়ীরূপে থাকতে হবে। সুতরাং পবিত্রতার রিয়্যালিটি এবং রয়্যালটি অর্থাৎ তোমাদের চিত্ত অবিনাশী আর সদা প্রসন্নমুখ যেন থাকে। নিজেকে চেক করো - অন্যকে চেক করতে লেগে যেও না, নিজেকে চেক করতে হবে। এ'রকম রয়্যাল আত্মারা বাপদাদাকে আর সব ব্রাহ্মণ পরিবারের অতি প্রিয় হয়। রিয়্যাল প্রিয় আত্মার বিশেষত্ব কী? কারণ আজকালকার আদবকায়দা অনুযায়ী তোমাদের যে খুব প্রিয় হয়, না চাইতেও সেই প্রিয় ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট হও। যাকে তোমরা নিজেদের ভাষায় বোলো অ্যাটাচমেন্ট। কারণ, কারও প্রতি ভালোবাসা থাকলে অ্যাটাচমেন্ট তো হবে, হবে তো না? কিন্তু রিয়্যাল আর রয়্যাল ভালোবাসার লক্ষণ হলো - যে যতোধিক প্রিয় হবে ততোধিক সে স্বতন্ত্রও হবে, সেইজন্য সে না নিজে এক্সট্রা অ্যাটাচমেন্ট বাড়াবে, না অন্য কেউ তার অ্যাটাচমেন্টে আসবে। একে বলা হয়ে থাকে রিয়েল

ভালোবাসা, সম্পূর্ণ ভালোবাসা। সেই আত্মা প্রসন্ন থাকবে এবং অন্যদেরও আকর্ষণ করবে কিন্তু সীমিত আকর্ষণে আকৃষ্ট করে না। সুতরাং যে রিয়েল আর রয়্যাল তার লক্ষণ কী হবে? সে অতি প্রিয়, অতি স্বতন্ত্র হবে।

রয়্যালটির আরেক বিশেষত্ব হলো যে, সেই আত্মায় কখনো কোনো প্রকারের, তা' স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম, চাওয়ার সংস্কার থাকবে না। কারণ, রয়্যাল আত্মা সদা সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এক হলো, বাহ্যিকরূপে পরিপূর্ণ হওয়া, স্থূল বস্তুর দ্বারা, স্থূল সাধনের দ্বারা পরিপূর্ণতা। আরেক হলো, মনের পরিপূর্ণতা। যে মনে পরিপূর্ণ থাকে তার কাছে স্থূল বস্তু কিংবা সাধন যদি নাও থাকে তবুও মন পরিপূর্ণ থাকার কারণে সে কখনো নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করবে না। না-এর মধ্যেও হ্যাঁ-এর অনুভব করবে। আর যার মন পরিপূর্ণ হয় না সেই আত্মা বাইরে থেকে যতই বস্তু বা সাধনে পরিপূর্ণ হোক, তবুও সে কখনও নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করবে না। এমন আত্মা সদা ইচ্ছার কারণে 'চাই-চাই'-এর গীত গাইতে থাকবে। সব বিষয়ে এটা হওয়া চাই, এটা করা চাই, এটা পাওয়া চাই, এটার পরিবর্তন চাই.... সবসময় এই গীত গাইতে থাকবে। আর মনে পরিপূর্ণ আত্মা সদা এই গীত গাইতে থাকবে সব পেয়ে গেছি, প্রাপ্তিলাভ করেছি। এটা হওয়া উচিত, এটা করা উচিত এই চাই চাই বলাও রয়্যাল চাওয়ার সংস্কার। অসীম সেবার জন্য তোমরা যেখানে ভাবছ, এটা হওয়া চাই, এটা করা চাই সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু স্ব-এর সীমিত প্রাপ্তির চাওয়ার ভাবনা - এটা রয়্যাল চাহিদা। নাম চাই, মান চাই, সম্মান চাই, ভালোবাসা চাই, জিজ্ঞাসা করা চাই - এই সবই সীমিত পরিসরের বিষয়। রয়্যাল আত্মায় চাহিদার অংশমাত্র সংস্কার থাকে না। বুঝেছ - রয়্যালটি কী?

তপস্যার চাটে এই সব চেক করতে হবে। কেবলমাত্র এ'ভাবে নয় যে, আমি কাউকে গালি দিইনি, ক্রোধ করিনি; না, এই বিষয়ের সবকিছু চেক করো। তারপরে প্রাইজ নাও। তপস্যার অর্থই হলো - সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া। সুতরাং পবিত্রতার পার্সোনালিটি, পবিত্রতার রয়্যালটি কতটা প্র্যাকটিক্যালি হয়েছে, তা' চেক করতে হবে। একেই বলা হবে তপস্বীরাজ। বুঝেছ - রয়্যালটি কী?

রয়্যাল আত্মার মুখ আর আচার-আচরণ দুইই সত্যতার সত্যতা অনুভব করাবে। এমনিতেও, রয়্যাল আত্মাদের সত্যতার দেবী বলা হয়ে থাকে। তাদের বলা, দেখা, চলা, ভোজনপান, ওঠা-বসা, সব কর্মে সত্যতা সত্যতা আপনা থেকেই দৃশ্যমান হবে। এমন হবে না যে, আমি সত্যকে প্রমাণ করছি, অথচ সত্যতাই নেই। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, সে'ভাবে ক্রোধ তো আসে না, কিন্তু কেউ যদি মিথ্যা বলে তো ক্রোধ এসে যায়। কেউ মিথ্যা বললো, আর তুমি ক্রোধ করলে তাহলে উভয়ের মধ্যে রাইট কে? যে সত্যকে প্রমাণ করে, অবশ্যই তার সত্যতা থাকবে। কেউ কেউ চাতুরী করে, বলবে আমি ক্রোধ করি না, কিন্তু আমার গলার আওয়াজ জোরালো। সায়েন্সের সাধনের দ্বারা আওয়াজ কম-বেশি করতে পারো তো না? তাহলে কী সাইলেন্সের পাওয়ারের দ্বারা নিজের আওয়াজের গতি কম বা বেশি করতে পারো না? তোমাদের থেকে তো এই টেপ রেকর্ডার বা এই মাইক ভালো, যাতে আওয়াজ কমাতে বাড়াতে পারো। সুতরাং এটা চেক করো সত্যতার সাথে সত্যতাও আছে কিনা! যদি সত্যতা না থাকে, তাহলে সত্যতা নেই। সুতরাং পিওরিটির রয়্যালটি সদা প্রত্যক্ষ রূপে যেন দৃশ্যগোচর হয়। এ'রকম নয়, ভিতরে রয়্যালটি আছে বাইরে থেকে দেখা যায় না। যদি ভিতরে থাকে, তাহলে বাইরে অবশ্যই দৃশ্যমান হবে। সত্যতার রয়্যালটি কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে, গুপ্ত থাকার দরকার নেই। কেউ কেউ বলে, তারা গুপ্ত পুরুষার্থী সেই জন্য গুপ্ত থাকে। যেমনই হোক, ঠিক যেমন সূর্যকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না, সত্যতার সূর্যকেও কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না, না কোনো কারণ লুকিয়ে রাখতে পারে, না কোনো ব্যক্তি। সত্য সদাই সত্য। সত্যতার শক্তি সর্বাপেক্ষা মহান শক্তি। সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেই প্রমাণ হয় না। সত্যতার শক্তির আপনা থেকেই প্রমাণ হওয়ার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্যতাকে যদি কেউ প্রমাণ করতে চায় তাহলে সেই প্রমাণ জিদ হয়ে যায়, কেননা, সত্যতা স্বয়ং-সিদ্ধ হয়েই আছে। তাকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। বুঝেছ? তপস্যা-বর্ষে কী দেখাতে হবে? পিওরিটির পার্সোনালিটি আর রয়্যালটি। আচ্ছা!

দেশ-বিদেশের তরফ থেকে সব বাচ্চার পুরুষার্থের স্মরণ-স্নেহ, সেবা - সমাচার আর হৃদয়ের আত্মিক বার্তালাপের সব পত্র বাপদাদার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, পৌঁছেও গেছে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে নামসহ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। তোমরা ভাববে যে, প্রথমে আমাকে স্মরণ করা হয়েছে। কারণ বাপদাদা স্মরণ-স্নেহের রেসপন্স অব্যক্ত রূপে তো সেই মুহূর্তে দিয়েই দেন। কিন্তু তবুও সাকার বিধিতে তোমরা নিজেরাও সাকারে পত্র লেখো, বা স্মরণ-স্নেহ পাঠাও, তখন বাপদাদাও সাকার নিয়ম অনুযায়ী সাকার রূপে রিটার্ন স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। বাপদাদা জানেন যে, চারিদিকে তপস্যার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মন্ডা দ্বারা সেবার ভাইব্রেশন খুব ভালো, আর ভালোও হবে। এখন গভীর রহস্যে ভরা (গুহ্য রাজযুক্ত) বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তোমাদের পুরুষার্থ এবং সেবাকে নিরন্তর আরও সূক্ষ্ম আর মহান বানিয়ে অগ্রচালিত হও। সব বাচ্চাকে, যারা

সামনে বসে আছে বা আকার স্বরূপে বাবার সমুখে আছে, এ'রকম সকল সমুখে থাকা অর্থাৎ যারা সর্বদা সাথে থাকে, সেই সব বাচ্চাদের নয়নে, মুখে, মনে সদা বাবা রয়েছেন আর বাবার সাথে বাচ্চারা রয়েছে।

এ'রকম সদা স্মরণে সমাহিত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা পিওরিটির রিয়্যালিটি আর রয়্যালটিতে থাকা আত্মাদের, সদা মনে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ থাকা আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে সাক্ষাৎ :—

নিজেদের পদ্মাপদম ভাগ্যবান আত্মা অনুভব করো! সারা কল্পে এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অন্য কোনও আত্মার নেই। যতই সুপ্রসিদ্ধ আত্মা হোক, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের তুলনায় তাদের ভাগ্য কী? তাদের অল্পকালের ভাগ্য আর ব্রাহ্মণ আত্মাদের - অবিনাশী ভাগ্য। শুধু এই এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মের। বাবার হওয়া অর্থাৎ অধিকার হিসেবে ভাগ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া। তো, অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে তো না। বাচ্চা অর্থাৎ অধিকার, অবিনাশী উত্তরাধিকার। অধিকারের নেশা থাকে নাকি ওঠা-নামা করে? অর্ধেক কল্প তো নিচেই নেমে এসেছে, এখন কী করতে চাও? চলতে চাও, নাকি উপরে উঠতে চাও নাকি উড়তে? যা কিছু ওড়ে মাঝখানে কোথাও থামে না। যদি তুমি থেমে যাবে তো নিচে আসবে। এমনকি, অল্প সময়ের জন্য থামলেও, তারপরে যখন উড়বে তখন লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছাবে? সেইজন্য উড়তে থাকো। কিন্তু সদা উড়বে কে? যে হালকা হবে। তোমরা তো হালকা, হালকা না? নাকি তনের, মনের, সঙ্কল্পের বোঝা আছে? যদি বোঝা না থাকে তো থামো কেন? বোঝা সমেত জিনিস নিচে আসে এবং যা কিছু হালকা হয় তা সদা উপরে থাকে। তোমরা সবাই ডবল লাইট তো না?

বরদান:- আমিষ বোধের ক্রটি সমাপ্ত করে পরিপূর্ণতার অনুভব করে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি ভব
যদি বাবার শ্রীমং অনুসারে নিমিত্ত হয়ে থাকো তো না 'আমার পরিবার' থাকে আর না 'আমার সেন্টার' থাকে। প্রবৃত্তিতে থেকেও তুমি ট্রাস্টি, সেন্টারে আছ তো তখনো ট্রাস্টি। বাবার সেন্টার, আমার নয়। অতএব, সদা শিববাবার ভাণ্ডারী (পণ্যাগার), ব্রহ্মাবাবার ভান্ডারা (পাকশালা/রান্নাঘর)— এই স্মৃতিতে থেকে পরিপূর্ণতার অনুভব করবে। আমিষভাব যদি নিয়ে এসেছে তো ভান্ডারা বা ভাণ্ডারী থেকে কোনও কিছু লাভ হবে না। কোনো কার্যে যদি কোনও ক্রটি অর্থাৎ কোনো কিছুর ঘাটতি থাকে, তবে তার কারণ হলো বাবার পরিবর্তে আমিষ বোধের দোষ অর্থাৎ অশুদ্ধি মিশ্রিৎ আছে।

স্নোগান:- বাবা সমান হতে হলে বোধবুদ্ধি, ইচ্ছা এবং কর্তব্য-অকর্তব্য - এই তিনটিকে সমান বানাও।

সূচনা : - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই বোনেরা সন্ধ্যা ৬ :৩০ থেকে ৭ :৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগাভ্যাসের সময় মাস্টার সর্বশক্তিমানের শক্তিশালী স্বরূপে স্থিত হয়ে সর্বশক্তির মহাদান করুন। দুঃখীদের আত্ননাদ শুনুন, উপকার করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful

Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন বাবার দৃষ্টির দ্বারা সদগতি লাভ করছো, সদগতি লাভ করা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়া"

*প্রশ্ন:- অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একের সঙ্গে জোড়ো... এই নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে কারা পালন করতে পারে ?

*উত্তর:- যাদের বুদ্ধিতে এইম অবজেক্ট (অভীষ্ট লক্ষ্য) ক্রিয়ার (স্পষ্ট ভাবে) রয়েছে। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো মুক্তিধাম যাওয়ার, এরজন্য এই দেহ থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দিতে হবে। টকি, মুভি (নির্বাক) থেকেও উর্ধ্বে, সাইলেন্সে থাকার অভ্যাস করো, কেননা তোমাদের সাইলেন্সে বা নির্বাণে যেতে হবে।

*গীত:- বহিঃপতঙ্গ কেন জ্বলবে না (জ্বলে না কিউ পরবান্য)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, আমরা কার চোখের সামনে বসে আছি, তোমরা তোমাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার দৃষ্টির সামনে বসে আছো। তোমরা জানো যে, এই বাবার দৃষ্টির সামনে এলে আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। কখনো কোনো সাধুসন্তের কাছে গেলে বলে থাকে, ইনি তো দৃষ্টির দ্বারা স্নেহে ভরিয়ে দেন। এখন এই দৃষ্টির দ্বারা স্নেহে ভরপুর করার অর্থ তো তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। তোমরাই এখন বাবার নজরের সামনে বসে আছো। বাবার নজরের সামনে বাচ্চারা, আর বাচ্চাদের নজরের সামনে বাবা আছেন। বাবার দৃষ্টিতে বাচ্চাদের সদগতি হয়। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে অসীমের (বেহদ) সন্তান। তোমরা বাবার নজরের সামনে বসে আছো। বরাবর তোমরা দুটি শব্দ শুনছো। আমাকে যদি নিরন্তর স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। বরাবর তিনি এক সেকেন্ডে দৃষ্টির দ্বারা সদগতি করিয়ে মুক্তি আর জীবনমুক্তির অধিকার দিয়ে দেন। তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি জানেন যে, এরা এসে আমার বাচ্চা হয়েছে, যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তারা অবশ্যই স্বর্গের মালিক হবে। দৃষ্টির দ্বারা সদগতিও প্রাপ্ত করতে হবে, আবার স্বর্গের মালিকও হতে হবে, স্বর্গে থাকে বাদশাহী। এখানে সবাই হলো নরকের মালিক, অর্থাৎ নরকবাসী। এতেও নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। যদিও এখন কোনো রাজস্ব নেই, তবুও মনে করে যে, আমরা জয়পুরের মালিক ছিলাম। এমন লিখেও থাকে যে -- জয়পুরের মহারাজা, পাটিয়ালা মহারাজা -- এমন বলেও থাকে। তারা অনেকে নিজেরাও বেঁচে আছে, আবার তাদের বংশাবলীও বেঁচে আছে। তারাও এখন প্রজাতে চলে এসেছে। তোমরা এখন জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়ে গেছে। তোমরা এখন তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছো। আত্মা জানে যে, আমরা এখন এক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করি, আর তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায়। ভগবান উবাচঃ - অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো। নিজের শরীরের আকর্ষণও ত্যাগ করো, অশরীরী হও। প্রথমে তোমরা অশরীরীই এসেছিলে। আত্মারা সবাই অশরীরীই হয়। মূলবতনে অশরীরী হওয়ার কারণে ওখানে কোনো আওয়াজ হয় না, এই কারণেই তাকে নির্বাণধাম বলা হয়। সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্ম দেহের নির্বাক মুভি থাকে। টকি, মুভি আর সাইলেন্স। আগে নির্বাক মুভি নাটকও ছিলো, এখন টকি হয়ে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের সাইলেন্স শেখানো হয়। তোমরা তোমাদের স্বধর্মে স্থির হও, নিজ নিকেতনকে স্মরণ করো। তোমাদের বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। তোমাদের গুন - গুন করে কথা বললেও চলবে না। মানুষ মনে মনে রাম - রাম করতে থাকে, বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, এখন এও ত্যাগ করো। তোমাদের বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে - এখানে থেকেও টকি আর মুভির উর্ধ্বে যেতে হবে। এই এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) তোমাদের বুদ্ধিতে ক্রিয়ার আছে যে, আমাদের মুক্তিধামে যেতে হবে। বাবা-ই মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন। প্রথমে সমস্ত আত্মারা সাইলেন্সে যায়, তারপর প্রত্যেককে নিজের - নিজের অভিনয় করার জন্য আসতে হয়। দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষের তাদের নিজেদের পাট, ইসলামী, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের তাদের নিজেদের পাট। এই সব কথা বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। বাবার কাছে এই সম্পূর্ণ নলেজ আছে, তিনি যখন তোমাদের এই নলেজ শোনান, তখন তোমাদের নিজের সমান বানান। তোমরা আবার অন্যদের নিজের সমান বানাও। স্ত্রানী আর যোগী তৈরী করো। যে নলেজ আমার কাছে আছে, আমি তাই তোমাদের দান করি। আত্মাই গ্রহণ করে। আত্মা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে নলেজফুল হয়ে যায়। কেউ তো আবার সম্পূর্ণ নলেজফুল হয়ে যায়। কেউ আবার কম পুরুষার্থের জন্য অতটা নলেজফুল হতে পারে না। তোমাদের এইম অবজেক্ট তো হলো এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়া। তোমরা এখন নলেজফুল হচ্ছে। তোমরা এখন জানো যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি। এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে? এই চক্র কিভাবে ঘোরে? এতেই সবকিছু এসে যায়। বীজ থেকে যেভাবে ঝাড় নির্গত হয়, এর আয়ু কতো বড় হয়ে যায়, তখন একে জরাজীর্ণ অবস্থা বলা

হয় । আমাদের কাছেও একটা গাছের ঝাড় ছিলো, তা একেবারে সম্পূর্ণভাবে জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো, তখন কাটতে হয়েছিলো । এ হলো বটবৃক্ষের উদাহরণ । এখানেও বিভিন্ন ধর্মের ঝাড় দেখানো হয়েছে । শেষের দিকে অল্প - অল্প করে আসতে থাকে । প্রথম যে পাতা বের হয়, তা খুব শোভা দেয়, কারণ সতোপ্রধান হয় । তারপর রজো, তমো হয়ে যায় । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করো, তারপর তোমরা ধীরে - ধীরে নীচে নেমে আসো । অবতরণের কলা আর উত্তরণের কলা হয়ে থাকে । চট করে উত্তরণে চলে যায় । সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হতে কিছু সময় তো লাগে ।

বাবা বোঝান যে, আমিই সঙ্গম যুগে এসে দৈবী রাজ্য স্থাপন করি । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী ঘরানা এখনই স্থাপন হয়, যারা নতুন দুনিয়া, অমরলোকে এসে নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করে, একেই সঙ্গম যুগ বলা হয় । দ্বিতীয় কেউই এই সঙ্গম যুগে আসে না, কেবলমাত্র এক বাবা-ই আসেন । এই কথা কোনো শাস্ত্রতেই নেই যে, আমি আবার কখন আসি । এ কেউই জানতে পারে না । এ কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানতে পারো । কল্প - কল্প এই পার্ট চলতে থাকে । সম্পূর্ণ ঝাড় পুরানো হয়ে যায়, তারপর সঙ্গম যুগে আবার এর ফাউন্ডেশন তৈরী করা হয় । এ হলো পতিত দুনিয়া । সত্যযুগ হলো পাবন দুনিয়া । এমন গেয়েও থাকে যে -- আমাদের মতো পতিতদের পাবন করতে এসো । এখন সবাই পবিত্র হচ্ছে । তারপর যখন আসবে তখন পবিত্রই থাকবে কিন্তু সবাই তো একত্রে আসবে না । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । এখন এই প্রিন্সিপাল বসে আছেন, তাহলে কেন আমরা এই জ্ঞান সবাইকে দেবো না ? তাহলে সবাই জানতে পারবে, এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কি, কিভাবে তা রিপোর্ট হয় ? এ কেউই জানে না যে, ঈশ্বর হলেন এক । আর কোনো ক্রিয়েটর বা সৃষ্টিকর্তা হয় না, না উপরে কোনো দুনিয়া আছে, আর না নীচে কোনো দুনিয়া আছে । এই যে মানুষ বলে থাকে 'আকাশ - পাতাল' এ সবই হলো গল্পকথা । ওরা মনে করে যে ড্রাক্সের উপরও কোনো দুনিয়া আছে, কিন্তু ওখানে কোনো রাজধানী নেই । বাবা প্রিন্সিপাল বাচ্চাদের বলেন যে, যারা ভালো স্টুডেন্টস, তাদের এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বোঝাও । গভর্ণমেন্টের কাছেও প্রস্তাব পাঠাও । বড় বড় অফিসার্সদের বোঝাও, কিন্তু খুব বড় যুক্তি করে বোঝাতে হবে যে, সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী - দেবতাদের রাজধানী ছিলো । তাঁরা এই রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেছিলো ? শাস্ত্রতে দেখানো হয়েছিলো যে, দেবতা আর দৈত্যের লড়াই লেগেছিলো, তারপর দেবতাদের জয় হয়েছিলো । মহাভারতের লড়াই একবারই হয় তারপর কোনো লড়াই হইনি । বাবা বলেন, স্কুলের বাচ্চাদের এই জ্ঞান দাও । কোনোকিছু আবিষ্কার হলে প্রথমে রাজাকে দেখানো হয়, তারপর রাজার দ্বারা তা ছড়িয়ে পড়ে বা বৃদ্ধি পায় । এখানে আত্মারা সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করে যাতে ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যায় ।

তোমাদের মধ্যেও অনেকেই আছে যারা লেখাপড়া জানে না । বাবা বলেন - খুব ভালো । অনেক লেখাপড়া জানাও ছিলো যারা এই পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি । এখানে তো সেকেন্ডের কথা । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । ত্রেতাতে রাম - সীতার রাজত্বকাল শুরু হয়, অর্ধেক কল্প পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয়, তখন ধাক্কা খেতে থাকে । মানুষ ডাকতেও থাকে - ও গড ফাদার । তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা উচিত । মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন জিজ্ঞেস করা হয়, কোথায় গেলো ? বলে থাকে, স্বর্গে গেছেন । ওরা মনে করে, আকাশে স্বর্গ আছে । মানুষ কতো অবুঝ হয়ে গেছে । এ হলো কাঁটার জঙ্গল । ভারতেই ছিলো ফুলের বাগান । তোমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছে ।

বাবা বোঝান যে, তোমরা কাউকেই দুঃখ দিও না । দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে । তখন উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি সদা সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো । ব্রাহ্মণ সবথেকে উচ্চ, এমন গায়ন আছে । ব্রাহ্মণদের নিদর্শন হলো কেশশিখা । আচ্ছা, ব্রহ্মার বাবা কে ? তিনি হলেন নিরাকার শিব । শিব বাবা, আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার । এখন শিব বাবার কি নিদর্শন রাখা হবে ? পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন স্টার, কিন্তু তা না জানার কারণে বড় লিঙ্গ বানানো হয় । বিন্দুর পূজা কিভাবে করা হবে ? রুদ্র পূজাও হয়ে থাকে । রুদ্র শিবকে বড় বানানো হয় আর ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানানো হয় । মানুষ বলেও থাকে যে, ব্রুকুটির মাঝে স্টার । আত্মারও সাক্ষাৎকার হয় । আকাশ থেকে যখন তারা খসে পড়ে, তখন সারা আকাশ সাদা হয়ে যায়, তেমনই আত্মাও বিন্দু । আত্মা এসে এতো বড় শরীরে প্রবেশ করে তারপর কতো কাজ করে । এতো ছোটো আত্মা যখন শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়, তখন এই শরীর কোনো কাজ করতে পারে না । মানুষ বলবে যে, মারা গেছে । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করে, তাহলে এতে কাল্পনিকটির কোনো দরকারই নেই, কিন্তু যখন এই ড্রামাকে জানবে তখন তো এমন বলবে, তোমাদের এখন এই জ্ঞান আছে যে, আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নির্বাণধামে যাবো । এই নলেজও তোমাদের এখানকার, এরপর তোমরা বড় বড় স্কুল, কলেজে গিয়ে বড় - বড় মানুষদের এই জ্ঞান দান করো । ভারতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্য ছিলো, যা এখন আর নেই । আবার তা অবশ্যই হবে । এ

হলো অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা, এর নলেজ বাচ্চাদের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত । এই নলেজ থাকলে ভারত স্বর্গে পরিণত হয় । এখন এই নলেজ নেই, তাই ভারত কাঙ্গাল । আবার এই নলেজের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানো হয় । বাচ্চারা কেন এই নলেজ গ্রহণ করে স্বর্গের যোগ্য হয়ে উঠবে না ? তোমরাও উপযুক্ত হও । কারোরই এই জ্ঞান ত্যাগ করা উচিত নয় । বাবা এই সেবার অনেক যুক্তি বলে দেন । করতে তো বাচ্চাদেরই হবে । বাবা তো আর স্বর্গে যাবেন না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের স্বধর্মে স্থির থেকে সাইলেন্সের অনুভব করতে হবে, কেননা এখন বাণীর ঊর্ধ্বে নির্বাণধামে যাওয়ার সময় ।

২) সুখদাতার সন্তান তোমরা, তাই সবাইকে সুখদান করতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেবে না । প্রকৃত ফুল তৈরী হতে হবে । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে ।

বরদান:- সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে প্রতিটি শক্তিকে কার্যে লাগিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
যে বাচ্চারা সর্ব শক্তিতে সদা সম্পন্ন, তারাই মাস্টার সর্বশক্তিমান । কোনো শক্তি যদি সময় মতো কাজে না আসে, তাহলে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে না । একটি শক্তিও যদি কম থাকে, তাহলে সময় মতো ধোঁকা দিয়ে দেবে, ফেল করে যাবে । এমন চিন্তাই করো না যে, আমাদের কাছে তো সর্ব শক্তি আছে, একটি যদি কম হয় তাহলে কিসের অসুবিধা । একটি কম হলেও সমস্যা, ওই একটিই ফেল করিয়ে দেবে, তাই একটি শক্তিও যেন কম না হয় আর সময় অনুযায়ী সেই শক্তি যেন কাজে আসে, তখনই বলা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান ।

স্লোগান:- প্রাপ্তিকে ভুলে যাওয়াই হলো পরিশ্রান্ত হওয়া, তাই প্রাপ্তিকে সদা সামনে রাখো ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

আমরা যখন 'ওম্' শব্দের উচ্চারণ করি, তখন 'ওম্' শব্দের অর্থ আমি আত্মা, পরমাত্মার সন্তান। এই শিব নাম একমাত্রই পরমাত্মার, এই শব্দের উপর অনেক মানুষ এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, পরমাত্মা তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার মালিক বা বাবা, তাহলে তাঁকে শিব নামে কেন ডাকা হয় ? এখন এই রহস্য সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে না । পরমাত্মার নাম হলো শিব, কেননা এই দুনিয়াতে অনেক ধর্ম আছে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ পরমাত্মাকে নিজের - নিজের দেওয়া নামে ডাকতে থাকে । কেউ গড বলে ডাকবে, কেউ খুদা, কেউ আল্লাহ, কেউ আবার শিব বলে ডাকে । এমনিতে ভারতে পরমাত্মা শিব নামের মহিমা আছে, তাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়া, বিলেতের মানুষ শিব নামে পরমাত্মাকে কীভাবে মানবে ? এখন এর উপরে বোঝানো হয় যে, বাস্তবে পরমাত্মার নাম শিব, তিনি জ্যোতি স্বরূপ, তাঁর স্মরণিক প্রতিমা শিবলিঙ্গ রূপে পূজিত হয় । তাও বিশেষভাবে ভারতে পূজা বেশী হয়, কেননা পরমাত্মার জন্ম ভারত ভূখণ্ডে হয়েছে, তাহলে অবশ্যই এই দেশেই এই নাম হবে । পরমাত্মা অবশ্যই একই জায়গায় আসবেন, তাই না । যদি বিদেশের দিকে আসেন, তাহলে ভারতবাসী কীভাবে মানবে, কিন্তু ভারত খণ্ডের নাম খুবই বিখ্যাত, এ অবিনাশী, অখণ্ড এমন মহিমা করা হয়, তাই এখানে পরমাত্মা নিজে পদার্পণ করেছেন। আর পরমাত্মার মহাবাক্য হলো, ভারতে যখন ধর্মের অতি গ্লানি হয়, তখনই আমি অধর্মের বিনাশ এবং সত্য ধর্মের স্থাপনা করার জন্য আসি আর এই সম্পূর্ণ কার্য আমি একবারই অবতরণ করে করি, তাই পরমাত্মার অবতরণ ভারতেই হয়েছে, যেখানে তিনি পূর্ব কল্পে এসেছিলেন, সেখানেই আবার তাঁকে আসতে হয়, তাই ভারতকে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় । ভারত খণ্ড পরমাত্মার জন্মস্থানও, আর দেবতাদেরও রাজ্যস্থান । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্ম সন্ধ্যাস নয় বিকর্মের সন্ধ্যাস নিতে হবে, কোনো রকম বিকর্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম করবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কোন্ অভ্যাসের দ্বারা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পার ?

*উত্তরঃ - অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। শরীরে থেকেও যেন মরে আছ। এই অভ্যাসের দ্বারা আত্মা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পারো।

*প্রশ্নঃ - সবকল দুঃখের থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ বিধি কোনটি ?

*উত্তরঃ - ড্রামা কে ভালো ভাবে বুদ্ধিতে রাখো। প্রত্যেক পার্টধারীকে সাক্ষী হয়ে দেখলে দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কখনও কোনো ব্যাপারে ধাক্কা থাকবে না।

*গীতঃ- - ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । এই যে গানের শব্দ শিবায় নমঃ এটা ভক্তির কথা। হে শিববাবা তোমাকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু ভক্তরা জানেই না যে শিববাবা কে, কোনো একজন শিবের ভক্তও শিবকে জানেনা। শিববাবা সম্পূর্ণ সাধারণ শব্দ। সুতরাং শিবায় নমঃ বলাও ভক্তির অংশ। এখন তোমাদের কি বলতে হবে ? তোমরা কখনও এমন বলবে না যে শিবায় নমঃ বলা। বাস্তবে বলারও প্রয়োজন নেই। বাচ্চাদেরকে বারে বারে বলা হয় না যে বাবাকে স্মরণ কর। এটা তো ছোট বাচ্চাদের শেখানো হয় বা অল্ফ আর বে পড়ানো হয়। বাস্তবে এখানে বলারও কিছু নেই। মন্মনাভবও না বললে হয়, এটা হল সংস্কৃত শব্দ। তোমাদের তো কখনো সংস্কৃততে বোঝান হয় না। বাচ্চারা জানে যে আমাদের শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা স্বয়ং সেটা জানে যে বাবা পরিচয় দিয়েছেন। বাচ্চারা এখন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। সুতরাং স্মরণ করা বাচ্চাদের কর্তব্য। এখানে এসে যখন বসো বাবার স্মরণে অশরীরী হয়ে বসতে হবে। জ্ঞানও বুদ্ধিতে বসে, যে আমরা আত্মা বাবাকে স্মরণ করি। এই শরীর তো অরগ্যান্স, এর কি মূল্য আছে। বাজনা যতই ভালো হোক না কেন, মানুষ যদি সেটা বাজাতেই না পারে তবে বাজনা কোন্ কাজে আসবে। তেমনই মুখ্য হলো আত্মা। আত্মা জানে – আমরা এই অরগ্যান্স পেয়েছি কর্ম করার জন্য। আমরা হলাম কর্মযোগী, কর্ম সন্ধ্যাসী হতে পারে না। সেটা নিয়মের বিরুদ্ধ। বিকর্মের সন্ধ্যাস করতে হয় যে আমার দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম না হয়, পাপ না হয়। সবচেয়ে বড় বিকার হল কাম বাসনা। সন্ধ্যাস ধর্মের লোকেরা বিকারকে পাপ বা শত্রু বলে মনে করে। সেইজন্যই ড্রামা অনুসারে ওদের ধর্মই হলো জঙ্গলে চলে যাওয়া। ঘর পরিবারের প্রতি সন্ধ্যাস, এটাও ড্রামার অন্তর্গত। ওদের এটাই করতে হবে। ঐ ধর্মই আলাদা। ঐ ধর্মকে ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয় না। আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। বাকি তো অনেক ধর্ম আছে। সন্ধ্যাসীদেরও এক ধর্ম, যা মানুষই স্থাপন করে থাকে। ভগবান স্থাপন করেন না। বাবা বুঝিয়েছেন, যে কোনো ধর্ম সেই ধর্ম স্থাপন করা চলে যাওয়ার পর তারপর স্থাপন করে। তোমরা এমনটা বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা ক্রিস্টিয়ান ধর্ম স্থাপন করেছেন বা সন্ধ্যাসীদের নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম স্থাপন করেছেন, না। গায়ন আছে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ - দেবতা - ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। এছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ভগবান স্থাপন করেন না। ড্রামা অনুসারে প্রত্যেকে নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করে। এমনও নয় যে পরমাত্মা কাউকে বলেন অমুক যাও, গিয়ে ধর্ম স্থাপন কর। এটা পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। প্রত্যেকেই নিজ সময়ানুসারে এসে নিজের ধর্ম স্থাপন করতে হবে কেননা তারা পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা ছাড়া কেউ ধর্ম স্থাপন করতে পারে না, কারণ নিয়ম নেই। আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করে, তারা পবিত্র থাকে। সমস্ত ধর্ম মানুষ স্থাপন করে, একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম বাবা এসে স্থাপন করেন, কেননা ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করো। বুদ্ধি বলে যে ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই আহ্বান করে। পবিত্র দুনিয়াতে কেউ আহ্বান করে না। মানুষ তো জানেই না পবিত্র দুনিয়া কখন তৈরি হয়। আহ্বান করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত ডাকতে থাকবে। স্মরণ করতে থাকবে। ওরা এই বিষয় সম্পর্কে বুঝবে না, যেমনটা তোমরা বুঝেছো। তোমাদের এটাই হলো ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠন, পরমপিতা পরমাত্মার পাঠশালা। এই প্রশ্নটা বোর্ড বানিয়ে তাতে লিখে দাও যে, গীতার ভগবান কে ? অন্যদিকে লেখো বাবার মহিমা। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। তোমরা কৃষ্ণকে পবিত্রতার সাগর বলতে পার না কেননা সে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসে। শ্রী কৃষ্ণের মহিমাও লিখতে হবে সর্বগুণ সম্পন্ন...। এই কথা গুলিকে মানুষ সম্পূর্ণ রূপে ভুলে গেছে, রাবণ ভুলিয়ে দিয়েছে। গীতার ভগবানই সৃষ্টির রচয়িতা, তাঁকেই ভুলে গেছে। প্রথম নম্বর ভুল এটাই। গীতার ভগবান প্রমাণ হলে সর্বব্যাপী বিষয়টিই বেরিয়ে যাবে। ভগবান কখনো এমন বলতে পারেন না যে আমি সর্বব্যাপী। বাবা বলেন আমি পতিত-পাবন, আমি সর্বব্যাপী কীভাবে

হতে পারি। এক একজনকে কত পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যখন এখানে বসবে এক বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবে না। কিন্তু যার অভ্যাস নেই, সারাদিন সার্ভিসে থাকে, সে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করবে, এটা বড়ই কঠিন। স্মরণ না করলে ডেড সাইলেন্স হতে পারে না। তোমরা অশরীরী হয়ে যাও অর্থাৎ শরীরে থেকেও মরে যাও। মরে তো শরীর, আত্মা মরে না। আত্মা বলে আমি শরীর ত্যাগ করছি। আমি মরে যাই - এই শব্দগুলো বলাও ভুল। আত্মা শরীর ছেড়েছে এই শব্দগুলো রাইট শব্দ। এগুলো বোঝার বিষয়, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। সবাই তো পার্টধারী তাইনা। আত্মা পার্ট প্লে করতেই থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়ে থাকো। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে অন্য শরীর ধারণ করে আবারও ভূমিকা পালন করতে হয়। এতে কেন আমি দুঃখ পাবো। এই ড্রামায় আমি একজন অ্যাক্টর। এই কথাটা ভুলে যায়। ড্রামাকে জেনে গেলে কখনও দুঃখ হবে না। তোমরা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে বলে থাকো - অমুক আত্মা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করেছে। প্রত্যেকেই নিজের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও তোমরা জ্ঞান পেয়েছ তবুও যতক্ষণ পরিপক্ব অবস্থা না হবে ততক্ষণ কিছু না কিছু ধাক্কা আসবেই। রাবণ রাজ্যে জড়জড়ীভূত অবস্থা হয়েছে তাইনা। সুতরাং চট করে ধাক্কা আসে। সত্যযুগে কখনও ধাক্কা আসে না। ওখানে তো বসে-বসেই শরীর ত্যাগ করে। পুনরায় নতুন শরীর ধারণ করতে হয়। সাপের মতো...। এখানে তো কান্নাকাটি করতেই থাকে। কোথা-কোথা থেকে এসে সব শোক প্রকাশ করে রুদালী (সয়াপা) করে যেতে থাকে। সত্যযুগে এইসব হয় না। তোমরা সপ্তম যুগেই রামরাজ্য, রাবণ রাজ্যের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জেনে থাকো। রামরাজ্যে তোমরা রাবণ রাজ্য সম্পর্কে জানো না। রাবণ রাজ্যে তোমরা রামরাজ্যকে জানো। সপ্তম যুগে তোমরা দুই রাজ্য সম্পর্কেই জানতে পার। বাবা এসে সম্পূর্ণ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। অনুভব হওয়া উচিত যে প্রকৃতপক্ষেই এ'সবই সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ হওনি, এসব বিষয়ে কিছুই জানতে না। জ্ঞান ছাড়া মানুষ যেন ঠিক জংলি। গভর্নমেন্টও বলে থাকে মানুষের অবশ্যই লেখাপড়া করা উচিত। গ্রামে বসবাসকারীরা পড়াশোনা করে না। নিজেদের চাম্বাস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই বাইরের লোকজন বলে - এরা তো জংলি। আমাদের এখন বাবা বসে পড়াচ্ছেন। আমরা বাগানের ফুল হয়ে উঠি। এখানে সব হল জঙ্গলের কাঁটা। তোমরা জেনেছ তবেই সব বুঝতে পার। দুনিয়াতে উচ্চ থেকে উচ্চতর গুরুকেই মানা হয় কেননা মনে করা হয় এই গুরুই সঙ্গতি করবে। কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন এরা তো ভক্তিতে ফাঁসিয়ে দেয়। ভক্তির ধুন(সুর) এ বসে দুলতে থাকে। তোমাদের দোলার দরকার নেই। এখানে তোমাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাচ্চা বড় হলে - বুঝতে পারে বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাবো। ছোট বাচ্চাদের অরগ্যান্স ছোট থাকে। তোমরা বুঝতে পার - আমাদের কত উচ্চ জীবন তৈরি করতে হবে। অবশ্যই ভারত হীরে তুল্য ছিল। গীতায় যদি পরমপিতা পরমাত্মার নাম থাকত তবে সবকিছুই বুঝতে পারত। পরমপিতা পরমাত্মাই সবার সঙ্গতি দাতা। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। বাস্তবে ভারতই হচ্ছে সবচাইতে বড় তীর্থ। সবাইকে সঙ্গতি দেন যে বাবা, তাঁর জন্ম(অবতরণ) ভারতেই হয়ে থাকে। এখন তোমরা জেনেছি - বাবা কীভাবে ভারতে আসেন। এখন তবে কোন্ তীর্থে উচ্চ বলে মানা হবে ? নিশ্চয়ই ভারতকেই মানতে হবে। এখানে যত্রতত্র শিবের মন্দির আছে। সব ধর্মাবলম্বীরাই যেখানেই শিবের মন্দির দেখবে অবশ্যই শিববাবাকে মালা অর্পণ করবে। যদি জানতে পারে যে শিববাবাই আমাদের সবাইকে সঙ্গতি দেন তবে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। ভারতকেই অবিনাশী সত্যখন্ড বলা হয়। ভারতের কখনোই বিনাশ হয়না। তোমরা এটা জানো। ভারতে যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী বা খন্ড ছিল না।

তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এখানে পরিবারের সাথে বসে আছেন। এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার আর ওটা আসুরি পরিবার। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছে যারা ভালোভাবে বুঝেছে। শূদ্ররা অহঙ্কার নিয়ে থাকে। দেহ-অভিমান হলো অশুদ্ধ অহঙ্কার। দেবতাদের চেহারা কত প্রসন্নতা থাকে। তোমাদের শুদ্ধ অহঙ্কার গুপ্ত রূপে আছে। আত্মা খুব খুশি হয়, অহো ! কল্প পরে আবারও বাবার সাথে মিলিত হয়েছি। উনি আমাকে রাজস্বের ভাগ্য নেওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলছেন। কত খুশি হওয়া উচিত। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই আছে। তোমাদের একটাই কথা - ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। এই দুটোই মুখ্য ভুল সেইজন্যই বাবা বলেন প্রথমে জিজ্ঞাসা কর পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? এটাও জিজ্ঞাসা করো যে গীতার ভগবান কে ? সমাধান করো - এই ধাঁধার। এর সমাধান করতে পারলেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। জনকের মতো সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। ভারতে এটা প্রসিদ্ধ। সে বলেছিল কে এমন আছে যে আমাকে সেকেন্ডে ব্রহ্ম জ্ঞান দেবে। এটা তো ব্রহ্মা জ্ঞান তাইনা। যা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা দিয়ে থাকে। ওদেরকে জ্ঞান প্রদানকারী হলেন জ্ঞানের সাগর শিব। এই বিষয় সম্পর্কে ওরা তো বোঝে না। ব্রহ্ম জ্ঞান বলে থাকে। ব্রহ্মা ভোজনকে ব্রহ্ম ভোজ বলে থাকে। ব্রহ্ম হচ্ছে তত্ত্ব। ব্রহ্মা হচ্ছেন বাবা। তাঁর পিতা হলেন শিব। এই বিষয় সম্পর্কে মানুষের কিছুই জানা নেই। প্রথমে তোমাদেরকে এই বিষয়ে বুঝিয়েছিলাম নাকি ! তখন তো তোমরা বাচ্চারা নাবালক ছিলে, এখন

সাবালক হয়েছে। বাবা বলেন এখন তোমাদের গুহ্য বিষয়ে বোঝাচ্ছি। বিষয় খুবই সহজ - মন্মনাভব। যেমন বীজ আর বৃক্ষের ডাল পালা ইত্যাদি ছড়িয়ে গিয়ে কত লম্বা হয়ে ওঠে। বাবা বোঝাতেই থাকেন। এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছি। রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য অন্তকে জেনেছি। এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানে না। আমিও (ব্রহ্মা বাবা) জানতাম না। এখন তোমরা বুঝেছ সবচেয়ে বেশি ভক্তি যখন থেকে শুরু হয়েছে, আমাদেরও কলা নিচে নামতে শুরু করেছে। উত্তরণের কলা শুরু হলে সবার মঙ্গল হয়। অধঃপতনের কলায় কারো কি ভালো হয়? এসবই হলো বোঝার মতো বিষয়। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এটা একটা খুব ভালো টপিক, গীতার ভগবান কে? এই ধাঁধার সমাধান করতে পারলে তোমরা বাবার উত্তরাধিকার পেয়ে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। মানুষ বিশ্বের মালিক নিরাকারকে মনে করে। কিন্তু বিশ্ব তো সৃষ্টিকে বলা হয়। বাবা বিশ্বের মালিক হন না।

বাবা বলেন আমি হলাম নিষ্কাম সেবাধারী। তোমরা আমার মোস্ট বিলভেড চিলড্রেন। আমি তোমাদের অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। তোমরা আহ্বান করে বলা যে, হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোলো। হাজির সরকার, আমি এসেছি। বাবা বাচ্চাদের সার্ভেন্ট। তারপরও কেউ কুপুত্রও বেরিয়ে আসে। বাবা হলেন নিরাকারী, নিরহঙ্কারী। উচ্চ থেকে উচ্চতম (শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম) হলেন ভগবান এবং তারপর ওঁনার রথ। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে - আমরা শিববাবার রথের জন্য বস্ত্র পাঠাতে চাই। রথের যন্ত্র আত্তি তো আমরা করতেই পারি তাইনা। শিববাবা তো খান না। কাকে যন্ত্র করব! ওঁনার ডেস তো ওটাই চলে আসছে (শিববাবার ডেস ব্রহ্মা শরীর)। কোনো অহঙ্কার নেই, কোনো চেঞ্জ নেই। মানুষ ওনাকে (ব্রহ্মা বাবা) দেখে মনে করে - ইনি তো জহুরি ছিলেন। কি করে প্রজাপিতা হতে পারেন। এতে মুষড়ে পড়ার কোনো ব্যাপার নেই, এসে বোঝো। আমরা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বংশাবলী হয়েছি। আমাদের অধিকার রয়েছে বিশ্বের মালিক হওয়ার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অশুদ্ধতা ছেড়ে শুদ্ধ অহঙ্কারে থাকতে হবে। এই চেহারা দেবতাদের মতো সদা প্রসন্ন রাখার জন্যে অপার খুশিতে থাকতে হবে।

২) বাপদাদার সমান নিরহঙ্কারী হতে হবে। সেবাধারী হয়ে প্রমাণ দিতে হবে, কখনও কুপুত্র হওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - এই স্থিতির দ্বারা সদা একরস এবং লভলীন থাকা সহজযোগী ভব "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - যে বাচ্চারা এই স্থিতিতে সবসময় থাকে তাদের বুদ্ধি সার স্বরূপে সহজেই স্থিত হয়ে যায়। যেখানে বাবা আছেন সেখানে স্থিতি একরস আর লাভলীন থাকে। যদি একের পরিবর্তে কোনো দ্বিতীয়-তৃতীয় আসে তবে খিটখিট হবে, সেইজন্যই অনেক বিস্তারকে ছেড়ে সার স্বরূপকে অনুভব করো, একের স্মরণে একরস থাকো তবে সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অন্তরে সবসময় এই অনহদ গীতই বেজে চলুক যে, আমি বাবার, বাবা আমার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেনা, তোমরা ব্যতীত রাবণের থেকে সমগ্র বিশ্বকে আর কেউই রক্ষা করতে পারে না, এই শুদ্ধ নেশাতেই থাকতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাপদাদা কোন্ বাচ্চাদের মহানতার গায়ন করে থাকেন ?

*উত্তর:- বাবা বলেন - মহানতা হলো সেই বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চাদের (অবলাদের) যারা মার খেয়েও শিববাবার স্মরণ করে। মার খেয়ে আরোই নষ্টমোহ হয়ে যায়, সেই কারণে তাদের পদও আরও উঁচু হয়ে যায়। বাবা এরকম বাচ্চাদের সান্ত্বনা (ধৈর্য্য) দেন। বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো, এই দেহ তোমাদের নয়। তোমরা বাবার হয়ে গেছো তাই তখন অবস্থা (স্থিতি) পাকা হতে থাকবে। সত্য(সং) হৃদয়ের প্রতি সাহেব (ঈশ্বর) রাজী(সন্তুষ্ট) থাকবেন।

*গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সামনে বসে রয়েছে। জানে যে আমরা হলাম সৈন্য। কার সৈন্য ? ঈশ্বরের। কি করছো ? আমরা রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করছি। অবশ্যই আমরা সমগ্র এই সৃষ্টিকে রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। দেখো, কত সাধারণভাবে বসে রয়েছে। কোনো হাত-পা চালনা করো না, কিন্তু তোমরা হলে অতি শক্তিশালী (জবরদস্ত) সেনা। তোমরা হলে ঈশ্বরের সহায়তাকারী। ঈশ্বরও হলেন গুপ্ত, তোমরাও হলে গুপ্ত। ওঁনাকে শাহেনশাহও (রাজার-রাজা) বলা হয়ে থাকে। তোমাদের যুদ্ধ এত শক্তিশালী এবং গুপ্ত যে তোমরা বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে নাও। তোমাদের অনুভূত হবে যে - যেমন ওই সেনারা তেমনই আমরাও হলাম রুহানী সেনা। তোমরা বোঝো যে ভারতের সমস্ত কিছুর ভিত্তি এই সেনাদের উপরেই। আমরা সেনারা না থাকলে অন্যরা বিজয়লাভ করে নিত। ওই সেনারা তো কখনও কখনও রাজা ইত্যাদিদেরও সরিয়ে দিয়ে মিলিটারি রাজ্য করে নেয়। মিলিটারির মনে করে, আমরা ছাড়া তো কেউ দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না। তোমাদেরও শুদ্ধ অহংকার রয়েছে। আমরা ঈশ্বরীয় সেনারা ব্যতীত কেউই রাবণের থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এখন ওই মিলিটারিদেরও দেখো আর এও দেখো। তোমরা যেমন আছো তেমনই থাকো। তোমাদের কাছে কোনো ড্রেস(ইউনিফর্ম), হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। ওরা তো কত রকমের ইউনিফর্ম পরে। যেমন বহুরূপী সেজে রূপ বদল করে। হোলীতেও রূপ বদল করে। রামেরও সেনা দেখানো হয়ে থাকে। ওদেরকে বাঁদরের মতন মুখ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা তো কেবল পুতুল খেলাই করতে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে আমরা ৫ বিকাররূপী রাবণের কারাগার থেকে মুক্ত হতে চলেছি। এক তো রাবণের জেল, তারপর রাবণের মতানুসারে চলে তাদের জেল। ভক্তিরও শৈকল, গুরুদের শৈকল আবার স্বামীদের শৈকল। রাবণের মতানুসারে তোমরা কত দুঃখী হয়ে পড়ো। কত ডাকতে থাকো। রাবণ আমাদের অত্যন্ত বিরক্ত করে।

তোমরা জানো যে যতখানি (সময়) যোগে থাকবো ততই আমাদের আত্মা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। প্রচুর মারধোর খায়। অবলারা ডাকে - আমরা এখন কি করবো ? বাবা পুনরায় সান্ত্বনা দেন(ধৈর্য্য ধরতে বলেন)। এ তো বুঝিয়েছেন তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। এই দেহ আমাদের নয়। আমরা মারা গেছি। আমরা বাবার হয়ে গেছি, আর কোনো উপায় নেই। আমরা তো শিববাবার। যে বাচ্চারা সং হয় তাদের অবস্থা (স্থিতি) পাকা থাকে। বিকারের দিকে এতটুকুও খেয়াল যায় না। এইরকম বাচ্চাদের উপরে যদি কেউ বলপ্রয়োগ, অত্যাচার করে তখন তার পাপ লাগে না! ডাকতে থাকে -- বাবা আমরা তো তোমার। শরীর তো যেন মৃত। যে এরকম নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় সেও উচ্চপদ লাভ করে নেয়। যদি হৃদয় সং হয় তখন এরকম সত্য হৃদয়ের প্রতি ঈশ্বর(সাহেব) অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবেন। এখানেও কন্যারা এত স্মরণ করে না, যতখানি যারা মার খায় তারা স্মরণ করে। বাবার কাছে আসে, বন্ধন রয়েছে। বাবা বন্ধন থেকে মুক্ত করো। যারা মুক্ত হয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে, তারাও এতখানি স্মরণ করে না যতখানি বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারা স্মরণ করে। শিববাবার স্মরণেই তরী পার হয়ে যায়। কেউ বলে - বাবা আমাদের মুরলীও পড়তে দেয় না। আরে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। মুরলীতেও রোজ এটাই বোঝানো হয়ে থাকে। মূলকথা হলো স্মরণের চার্ট রাখো। আমরা বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করি। এই পরিশ্রম অনেকের দ্বারাই হয় না। প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে ভুলে যায়, বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারা তো মারধোর খেতে খেতে আরোই বেশি করে স্মরণ করতে থাকে। মহানতা হলো সেই অবলাদের, যারা মার খেয়েও স্মরণ করে। বাবা বলেন - তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে

বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যত বেশি মারধোর করবে ততই নষ্টমোহ হতে থাকবে। মারধোরও ভালো পদ প্রাপ্ত করিয়ে দেয়। এমন-এমন ছোট ছোট কন্যাদের কথা বাবারও স্মরণে আসে। হ্যাঁ, অত্যন্ত ভালো মহারথীও কেউ-কেউ রয়েছে, যারা অনেকের সেবা করে, যোগী বানায়। যোগের অনেক মহিমা। তোমাদের তো সকলকে কৃপা করতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরাই গীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে থাকো, ওদের বুদ্ধিতে তো কেবল এটাই রয়েছে যে কৃষ্ণ ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন। তোমরা বলো, পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শিখিয়েছেন। এটা প্রমাণ করার জন্যই তোমরা জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? পিতা বলা হয়, তাই না! পিতারই আদেশ আছে যে আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কোনো মানুষের সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করবে না। যদি শিক্ষাদাতাই মানুষ হয় তবে তোমাদের কল্যাণ হবে না। গীতাতেও নাম দেহধারীরই রাখা হয়েছে। আমরা বলে থাকি -- আমাদের নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা যোগ শেখান। তোমরা কারোর নিন্দা করো না। তোমরা তো বাবার মহিমা করে থাকো। কিন্তু যে বোঝাবে তার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং চতুর হওয়া উচিত কারণ সেখানে বড়-বড় বিদ্বান, পণ্ডিতও অনেক আসে। সন্ন্যাসীদেরও সেনা আছে, তাই না! সকলের মাথারা আসে। বাচ্চারা, তোমাদের এমন চতুর হওয়া উচিত যাতে কথা বলবে একদম অল্প আর তীর সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হয়ে যাবে। বেশি কিছু বলার দরকারই নেই, কারণ তারা অত্যন্ত ক্রোধীও হয়। তাদেরও বড় সৈন্য আছে। কোনোখান থেকে নিমন্ত্রণ এলে তোমরা যেতে পারো। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে আমাদের মধ্যে কে-কে আছে, যারা ভালভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। একমাত্র অল্ক অর্থাৎ ঈশ্বরের অর্থই বোঝাতে হবে। দুটি জিনিস আছে, ব্যস্। বাবা অর্থাৎ অল্ক বলেন -- আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এ তো অল্ক অর্থাৎ ভগবানই বলতে পারেন, যিনিই কিনা রচয়িতা, হেভেনলী গডফাদার। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কৃষ্ণ এখন কোথায় আছে? সে তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে নিয়েছে। নিরাকার হলেন অবিনাশী। সমস্ত কিছু শিক্ষা এই কথার উপরেই দিয়ে থাকেন। (ওরা) কত ভুল করে দিয়েছে। ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের বিশ্বের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকি। কৃষ্ণ কীভাবে তোমাদের উত্তরাধিকার দেবে। কৃষ্ণ তো ভারতেরই, তাই না! অপবিত্র তো সমগ্র দুনিয়াই। সকলের পতিত-পাবন হলেন এক নিরাকার। তোমাদের বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা রয়েছে। ভক্তির পার্টেরও জ্ঞান রয়েছে। সর্বপ্রথমে হয় শিবের পূজা। সোমনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছে। এত বড় সোমনাথের মন্দির কে নির্মাণ করেছে। আর কারোর শক্তি নেই। অবশ্যই সেইসময় যে অত্যন্ত ধনবান ছিল সে-ই এইরকম মন্দির নির্মাণ করেছে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এখন বোধ আছে। অবশ্যই আমরা কত ধনবান ছিলাম। এতবড় সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেছে, অবশ্যই মহারাজাই হবে। দেবী-দেবতার স্বয়ং পূজ্য ছিলেন, তারাই পূজারী হয়ে গেছেন। তারপর তারাই পূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করবে। এমন নয় যে কোনো একটাই সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করেছে। একজন শুরু করেছে তারপর অনেকেই নির্মাণ করেছে। তারপর অনেক মন্দিরকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। একটি মন্দির থেকেই এত জিনিসপত্র বেরিয়েছে যে উট ভরে-ভরে নিয়ে গেছে। যখন আক্রমণ করে তখন চেষ্টা করে রাজধানী হস্তগত করতে। তবেই তাদের বিজয় হয়ে যায়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে অবশ্যই দিল্লী স্বর্গ (পরিস্থান) ছিল। ধর্মরাজ স্থাপন করেছিলেন। দিল্লী পুনরায় স্বর্গ হবে। তারজন্যই আমরা রাজযোগ শিখছি। এখন তোমরা শোনো তবেই বুদ্ধিতে নেশা চড়ে। মনে করে, আমাদের রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে। আমাদের নাম প্রসিদ্ধ। বলাও হয়ে থাকে, গুপ্তসেনা, অহিংস। এত বড় অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরা না স্থূল হাতিয়ার ওঠাও, না কাম-কাটারী চালাও। তোমরাই হলে অহিংস শক্তিসেনা। যারা যোগবলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করেছে। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য শ্রীমতানুসারে আমরা একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করে থাকি। জানি যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে যায়। পুনরায় নতুন করে শুরু হবে। এ হলো অবিনাশী নাটক। এর কখনো বিনাশ হয় না। বাকি এটা অবশ্যই হয়ে থাকে, যখন নতুন দুনিয়া হয় তখন পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে যায়। চক্র তো আবর্তিত হতেই থাকে। এ হলো অনাদি ড্রামা। যেমন ভগবানের উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান(হাজির-নাজির) তেমনই এই ড্রামাও আবর্তিত হতেই থাকে। এই ড্রামায় সকল অ্যাক্টররা রয়েছেই। তোমরা জানো মূললোক আর সূক্ষ্মলোক আছেই আছে। পুনরায় সত্যযুগ, ত্রেতা আবর্তিত হয়ে তারপর রিপীট হয়। এ হলো অবিনাশী ড্রামা। আমরা অ্যাক্টররাও ড্রামাতে রয়েছি। শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত সকলের পার্ট রয়েছেই রয়েছে। ওই ড্রামা ছোট হয় আর পুরোনোও হয়ে যায়। কিন্তু এ কখনো পুরোনো হয় না। এই অবিনাশী ড্রামা কখনো পুরোনো হয় কী? না। এছাড়া আমরা ভূমিকা পালন করতে আসি। নতুন থেকে পুরোনো হয়ে পুনরায় পুরোনো থেকে নতুন হয়ে যায়। তোমরা জানো যে অবশ্যই আমরা রাজা-রানী ছিলাম। এখন ফকির (কাঙ্গাল) হয়ে গেছি। কাঙ্গাল(রক্ষ) থেকে পুনরায় রাজা(রাও) হয়ে যাই। রক্ষ মানে ফকির। বাবা এসে সকলকে পথ বলে দেন। তোমাদের অত্যন্ত নেশা থাকা উচিত। এ হলো নতুন জ্ঞান যা তোমাদের প্রাপ্ত হয় আর প্রাপ্তও হয় একবারই। তোমরা তো এটাই মনে করো যে আমরা ডায়রেকশন অনুসারে এই সৃষ্টিতে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করছি। বাবা বলেন -

আমাকে স্মরণ করো আর রাজত্বকে স্মরণ করো। হ্যাঁ, বাকি এই দুঃখ তো থাকবেই। দুঃখ কষ্টও তো কর্মভোগই। পুরুষ স্ত্রীকে মারধোর করে, এমনিই কি মারধোর করতে পারা যায় নাকি ? তুমিও তাকে মেরেছিলে হয়তো। সেই হিসেব-নিকেশই চুক্তি হচ্ছে। এ'সমস্ত হলো কর্মের হিসেব-নিকেশ। এখন তোমরা শ্রীমতানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো। এখন কোনো ভ্রষ্ট কর্ম করবে না। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবার আদেশ পেয়েছো 'মামেকম স্মরণ করো'। সকলেই বাবাকে ভুলে গেছে। শিবের পূজা করে। কিন্তু জানে না কিছুই। অমরনাথও বড় লিঙ্গ তৈরী করে রাখা হয়েছে। বাবার রূপ কী এত বড় ? কিছুই জানা নেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা এইসমস্ত কথাগুলিকে যথার্থভাবে বুঝে গেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কোনো ভ্রষ্ট কর্ম যেন না হয়, তার ধ্যান রাখতে হবে। অনেককে যোগী বানানোর সেবা করতে হবে।

২) হৃদয়কে(মন) সৎ রাখতে হবে, শরীর তো যেন মৃত -- এর অভিমান ত্যাগ করতে হবে। পুরোপুরি নষ্টমোহ হতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যেক কল্পে বিজয় নিশ্চিত, একে স্মৃতিতে রেখে সদা নিশ্চিত হয়ে থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী ভব নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা লৌকিক ব্যবহার অথবা পরমার্থের প্রতিটি কার্যে সদা বিজয়ের অনুভব করে থাকে। তা সে যেমনই সাধারণ কার্য হোক, কিন্তু তাদের বিজয়ের অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তারা কোনো কার্যে নিজের কাছে ভগ্ন-মনোরথ হয়ে পড়ে না কারণ নিশ্চয় রয়েছে যে আমরাই প্রতি কল্পের বিজয়ী। যার সহায়ক স্বয়ং ভগবান, তার বিজয় হবে না তো কার হবে। এই ভবিতব্যকে কেউ টলিয়ে দিতে পারে না। এই নিশ্চয় আর নেশাই নিশ্চিত করে দেয়।

স্নোগানঃ:- সর্বদা খুশীর পুষ্টিকর পথ্যের দ্বারা সুস্বাস্থ্য এবং খুশীর খাজানায় সম্পন্ন সৌভাগ্যশালী হও।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

আমরা বলি যে কল্প ৫ হাজার বছরের আর প্রতিটি কল্পই হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়, এই বিষয়ে অনেক মানুষের প্রশ্ন আছে যে কল্প এত বড় তাহলে তা আবার ৫ হাজার বছরের কি'করে হতে পারে ? কল্প তো লক্ষ-লক্ষ বছরের হয়ে থাকে। যখন এমন জিনিস বেরিয়ে গেছে, যার দ্বারা জানা যায় যে এ লক্ষ-লক্ষ বছরের। তাহলে মানুষ কি'করে মানবে যে কল্প ৫ হাজার বছরের ? যদি কেউ বলে হিন্দী লক্ষ-লক্ষ বছরের রয়েছে, তাহলে তাদের বোঝাও যে লক্ষ-লক্ষ বছরের হিন্দী কীভাবে থাকতে পারে ? এই যে কল্পের মধ্যে এত উত্থালপাতাল হয়, এত বিনাশ সংঘটিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণরূপে রাজত্বেরই বিনাশ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের ওই হিন্দী কীভাবে প্রমাণিত হবে! তাহলে অ্যাক্যুরেট(সঠিক) হিন্দীর কথা কীভাবে জানা যাবে। তাহলে এ'কথা প্রমাণিত হয় না। এখন আমাদের তো বিশ্বের অলমাইটি অথরিটি (সর্বশক্তিময় কর্তৃত্বের অধিকারী) পরমাত্মা স্বয়ং অ্যাক্যুরেটলী শুনিয়ে থাকেন আর সাথে-সাথে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকারও করিয়ে থাকেন। তবে কি আমরা তার উপর বিশ্বাস করবো না ? অবশ্য যদি কেউ সাক্ষাৎকারের পরেও নিশ্চয় নাও করে কিন্তু পরমাত্মা আমাদের সম্মুখে এসে শোনাচ্ছেন। প্রথমে তো আমাদের এই নিশ্চয় আছে যে আমাদের কে পড়ান আর তারপর সমগ্র সৃষ্টি কিভাবে হুবহু আবর্তিত হয়, এই রহস্যকেও আমরা বুঝে গেছি তবেই আমরা নিজেদের অনুভব আর প্র্যাকটিক্যাল জীবনকে দেখে যথার্থই বলছি যে কল্প ৫ হাজার বছরের।

২) এর উপরেই আত্মা এবং পরমাত্মার অন্তর(প্রভেদ) বোঝানো হয়ে থাকে যে, আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ হলো একই জ্যোতিরূপ। আত্মা এবং পরমাত্মার সাইজ একই রকমের, এছাড়া আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কেবল গুণের শক্তির অন্তর অবশ্যই রয়েছে। এখন এই যে এত গুণ রয়েছে সেই সমস্তের মহিমা হলো পরমাত্মার উদ্দেশ্যই। পরমাত্মা দুঃখ-সুখের উর্ধ্বে, সর্বশক্তিমান, সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, ওঁনারই সমগ্র শক্তি কাজ করছে। এছাড়া মনুষ্য আত্মার কোনো শক্তি কাজ করতে পারে না। সম্পূর্ণ ভূমিকা পরমাত্মারই চলে, অবশ্যই পরমাত্মাও ভূমিকা পালন করতে আসেন, তাহলেও

তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে থাকেন। কিন্তু আত্মাও পাটে এসেও কিন্তু পাটধারী রূপে আসে। পরমাত্মা ভূমিকায় এসেও কর্মবন্ধনের উর্ধ্বে থাকেন। আত্মা ভূমিকা পালন করতে এসে কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে যায়। এই হলো আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে অন্তর। আত্মা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সদা খুশীতে থাকো, তবে স্বর্গের বাদশাহীর নেশা কখনও ভুলবে না”

- *প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিং (চারাগাছ) রোপণ করছেন ?
- *উত্তরঃ - পতিত মানুষকে পাবন দেবতা বানিয়ে দেওয়া - এই ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিং বাবা-ই রোপণ করেন, যে ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, সেই ধর্মের স্থাপনা করে দেওয়া, আশ্চর্যের বিষয়।
- *প্রশ্নঃ - বাবার চরিত্র কেমন ?
- *উত্তরঃ - সুচতুর ভাবে বাচ্চাদেরকে কড়ি থেকে হিরের মতো বানানো - এটাই হল বাবার চরিত্র। এছাড়া কৃষ্ণের তো কোনও দিব্য কর্ম অর্থাৎ চরিত্র নেই। সে তো হল ছোটো বাচ্চা।
- *গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হযো না...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এই গান এখানকার বানানো নয়। এই গান যখন শোনো তো বুঝতে পারো যে অবশ্যই বাবাই আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মেরকম ছোট বাচ্চারা জানে যে হাত না ধরলে হাঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে। সেইরকমই তোমরা জানো যে এখন হল ঘোর অন্ধকার। ঠোঙ্কর-ই ঠোঙ্কর খেতে থাকে। বুদ্ধিও বলে যে এক বাবা-ই আছেন, যিনি স্বর্গের বা সত্য খন্ডের স্থাপন করেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন সেই সত্য শিব তাঁর মহিমা করতে হয়, অন্যদের নিশ্চয় বুদ্ধি বানানোর জন্য। বাবা হলেনই স্বর্গের স্থাপন কর্তা বা হেভেনলি গড ফাদার। বাচ্চারা, তিনিই তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। হেভেনলি গড ফাদার মানে হেভেনের স্থাপন কর্তা। অবশ্যই

হেভেন স্থাপন করেন তারপর হেভেনের মালিক হন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি (শিববাবা) হলেন হেভেনের রচয়িতা আর তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) হলেন হেভেনের প্রিন্স। রচয়িতা তো হলেন এক বাবা-ই। হেভেনলি প্রিন্স হতে হবে। কেবল একজন তো হবেন না। ৮ বংশ গণনা হয়ে থাকে। এটাও নিশ্চয় আছে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবা হলেন হেভেনের রচয়িতা। আমরা সেই বাবার থেকে কল্প কল্পের উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করি। অর্ধেক কল্প হল সুখ, অর্ধেক কল্প হল দুঃখ। অর্ধেক কল্প হল রাম রাজ্য, অর্ধেক কল্প হল রাবণ রাজ্য। এখন আমরা পুনরায় শ্রীমতে চলে স্বর্গের মালিক হচ্ছি। এটা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। অন্তরে অনেক খুশী হওয়া চাই। আত্মার অন্তর থেকে খুশী হয়। আত্মার দুঃখ বা সুখ তার মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়। দেবতাদের মুখমন্ডলে স্মিত হাসি দেখা যায়। তোমরা জানো যে, তারা স্বর্গের মালিক ছিলেন। বোঝানোর জন্য বাবা বোর্ড ইত্যাদি তৈরী করছেন। হেভেনলি গড ফাদারের মহিমাই হল আলাদা। তিনি হলেন রচয়িতা আর হেভেন হল রচনা। বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বাবা যুক্তি দিয়ে লিখছেন, যাতে সাধারণ মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলে থাকো, তিনিই হলেন পতিত-পাবন। তিনি হলেন অসীমের রচয়িতা। অবশ্যই তিনি স্বর্গই রচনা করবেন। সাধারণ মানুষ সত্যযুগ এতাকে স্বর্গ বলে থাকে। স্বর্গ আর নরক অর্ধেক-অর্ধেক হয়ে যায়। অবশ্যই সৃষ্টিও হল অর্ধেক-অর্ধেক, নতুন আর পুরাতন। জাগতিক জড বৃক্ষের আয়ু নির্দিষ্ট কিছু নেই। এই অলৌকিক কল্প বৃক্ষের আয়ু একদমই ফিক্স আছে। এই মনুষ্য সৃষ্টি ঝাড়ের আয়ু সম্পূর্ণ অ্যাকুরেট। এইরকম আর কোনও বৃক্ষের হয় না। এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। ভ্যারাইটি ঝাড়। ড্রামা অ্যাকুরেট পূর্ব নির্ধারিত। এই খেলা চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। জগন্নাথ পুরীতে অল্পভোগের হাঁড়ি ভোগের জন্য রন্ধন করা হয়। রন্ধন সম্পূর্ণ হলে হাঁড়ির অল্পভোগ নিজে থেকেই চার ভাগ হয়ে যায়। এই সৃষ্টিও চার ভাগে বিভক্ত। এতে এক সেকেন্ডও কম বেশী হয় না। তোমরা জানো যে বাবা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলেন। হুবহু সেইরকমই বোঝাচ্ছেন। নিশ্চয় আছে পাঁচ হাজার বছর পর পুনরায় হেভেনলি গড ফাদার স্বর্গের স্থাপন কর্তা আমাদের স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করানোর জন্য যোগ্য করে তুলছেন। বাবা সুযোগ্য তৈরী করছেন, রাবণ অযোগ্য বানিয়ে দেয়, যে কারণে ভারত কড়ি তুল্য হয়ে পড়ে। বাবা আমাদেরকে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন বানাচ্ছেন যে ভারত হিরে তুল্য হয়ে যায়। নম্বরের ক্রমানুসারে পদ তো হয়েই থাকে। প্রত্যেকের নিজ-নিজ কর্ম বন্ধনের হিসাব-নিকাশ আছে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে বাবা আমি উত্তরাধিকারী হব নাকি প্রজা হব ? বাবা বলেন - নিজের কর্মবন্ধন দেখো। কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি তো বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। বাবা প্রায়শঃই বলেন যে, প্রত্যেকে নিজের জন্য শ্রীমত প্রাপ্ত করার জন্য বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করো। বাবা বলে দেবেন তোমাদের হিসাব-নিকাশ কেমন অবস্থায় রয়েছে, তোমরা কি পদ পেতে পারো। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এক বাবা-ই রাজত্ব স্থাপন করেন। বাকিরা তো নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তাই না। সেটা হল তাঁদের প্রারব্ধ,

সেটাও নম্বরের ক্রমানুসারে। তাঁরা প্রারম্ভ কি করে পেয়েছেন ? এখন তোমরা দেখছো তাই না। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমে আসি। এই রকম অনেক কল্পের সঙ্গম অতিবাহিত হয়ে গেছে, অতিবাহিত হতেও থাকবে। এর কোনও অন্ত নেই। বুদ্ধিও বলে যে পতিত-পাবন বাবা আসেনই সঙ্গমে, যখন পতিত রাজ্যের বিনাশ করিয়ে পাবন রাজ্য স্থাপন করতে হবে। এই সঙ্গমেরই মহিমা কীর্তিত হয়। সত্যযুগ ত্রেতার সঙ্গমে কিছু হয় না। তখন তো কেবল রাজত্বের ট্রান্সফার হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য পরিবর্তন হয়ে রাম-সীতার রাজ্য হয়। ব্যস, এখানে তো কতইনা হাস্যময়। বাবা বলেন যে এখন এই সমগ্র পতিত দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন - আমি সকলের গাইড হই। দুঃখ থেকে মুক্ত করে সদাকালের জন্য শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাই। তোমরা জানো যে, আমরা সুখধামে যাবো, বাকিরা সবাই শান্তিধামে যাবে। এই সময় সাধারণ মানুষ বলে যে - মনের শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত করা যায় ? এমন কেউ বলবে না যে - কীভাবে সুখী হওয়া যায় ? শান্তির জন্যই বলে থাকে। সবাই শান্তিধামেই ফিরে যাবে, পুনরায় নিজ-নিজ ধর্মে আসবে। ধর্মের বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। অর্ধেক কল্প হল সূর্যবংশী, চন্দ্র বংশী রাজধানী। তারপর থেকে অন্যান্য ধর্ম আসে। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের কেউ নেই। এই ধর্মই প্রায় লোপ হয়ে যায়, পুনরায় স্থাপনা হয়। স্যাপলিং (চারাগাছ) রোপণ হচ্ছে। বাবা এই স্যাপলিং (চারাগাছ) রোপণ করেন। দুনিয়ার মানুষ স্থূল বৃক্ষের চারাগাছ রোপণ করে। এই (অলৌকিক) চারাগাছ কতইনা ওয়ান্ডারফুল! এরাও নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলে পরিচয় দেবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - যখন এইরকম অবস্থা হয়ে যায় তখন আমি আসি। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে আমি সব শাস্ত্রের রহস্য বোঝাচ্ছি। এখন তোমরাই বিচার করো - কে সত্য বলছে। রাবণ হলই মিথ্যা মত দাতা, এইজন্য অসং বলা হয়। বাবা হলেনই সং। সত্য বাবা সত্যই বলবেন। সত্য খন্ডের জন্য সত্য জ্ঞান বলবেন। বাদবাকি এই বেদ শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের। কতো কতো মানুষ এইসব পড়ে। লক্ষাধিক গীতা পাঠশালা আছে অথবা বেদ পাঠশালা আছে। জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়েই আসছে। শেষমেশ কিছু তো এইম্ অবজেক্ট থাকা দরকার। পাঠশালার জন্য এইম্ অবজেক্ট চাই। শরীর নির্বাহের জন্য পড়াশোনা করে। এইম্ অবজেক্ট থাকে। যাকিছু পড়াশোনা করে, শাস্ত্র পাঠ করে, এ'সবের থেকে তাদের শরীর (জীবিকা) নির্বাহ হয়। এমন নয় যে, তারা মুক্তি জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করে বা ভগবানকে প্রাপ্ত করে। না তা করে না। মানুষ ভক্তি করে ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্য। ভক্তি মার্গে সাক্ষাৎকারও হয় তো মনে করে, ব্যস ভগবানকে পেয়ে গেছি, এতেই খুশী হয়ে যায়। ভগবানকে তো জানেই না। মনে করে হনুমান, গণেশ সকলের মধ্যে ভগবান আছে। বুদ্ধিতে আছে যে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যে ভাবনা নিয়ে যার ভক্তি করে, সেই ভাবনা পূর্ণ করার জন্য আমি সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। তারা মনে করে যে, ব্যস আমি ভগবানকে পেয়ে গেছি, খুশী হয়ে যায়। ভক্ত মালা হল আলাদা আর জ্ঞান মালা হল আলাদা। একে রুদ্র মালাও বলা হয় আর সেটা হল ভক্তদের মালা। যে বেশী জ্ঞান নিয়েছে, তাদেরই মালা তৈরী হয়, অনুরূপ ভাবে যে বেশী ভক্তি করেছে তাদেরই সেই মালা তৈরী হয়। ভক্তিরই সংস্কার নিয়ে যায় তো পুনরায় ভক্তিতেই চলে যায়। তাদের সেই সংস্কার কেবল এক জন্মের জন্যই হয়ে থাকে। এমন নয় যে দ্বিতীয় জন্মেও সেই সংস্কার থাকবে। না, তোমাদের তো এই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যায়। এই সময় যে সংস্কার নিয়ে যাবে পুনরায় সেই সংস্কার অনুসারে সত্যযুগে গিয়ে রাজা-রানী হবে। পুনরায় ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকবে। এখন তোমরা মাঝখানে আছে, বুদ্ধি সেখানে আটকে আছে। যদিও আমরা এখানে বসে আছি, কিন্তু বুদ্ধির যোগ সেখানে আছে। আত্মার মধ্যে এই জ্ঞান আছে যে এখন আমরা আমাদের প্রকৃত গৃহে ফিরে যাচ্ছি। বাবাকেই স্মরণ করে। আমরা আত্মারা এই বিষয় বৈতরণী পার হচ্ছি, এই শরীরকে এপারেই ছেড়ে যাবো। এই পারে আছে পুরানো শরীর আর ঐ পারে আছে অপরূপ সুন্দর শরীর। এটা হল হসেনের রথ। হসেন, যাকে অকালমূর্তি বলা হয়, এটা হল তার সিংহাসন। আত্মা তো হল অকাল। আত্মাকে গোল্ডেনে, সিলভারে আসতে হয়। স্টেটস (ধাপে ধাপে) আছে না ? বাবা তো হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম। তিনি কোনও স্টেটস (ধাপ) অতিক্রম করেন না। আত্মারা একটার পর একটা স্টেজ অতিক্রম করে আসে। গোল্ডেন এজেড আত্মাদের পুনরায় সিলভার এজ-এ আসতে হয়। এখন তোমাদেরকে আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজ-এ নিয়ে যাচ্ছেন। নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁকে বলাও হয় হেভেনলি গড ফাদার। ওঁনার হল অলৌকিক দিব্য জন্ম, তিনি স্বয়ং বলছেন - আমি কীভাবে প্রবেশ করি। এটাকে জন্ম বলা হবে না। যখন সময় শেষের দিকে চলে আসে, তখন ভগবানের এই সংকল্প আসে যে - গিয়ে রচনা রচিত করি। ড্রামাতে ওঁনার পার্ট আছে যে। পরমপিতা পরমাত্মাও ড্রামার অধীন। আমার পার্টই হল ভক্তির ফল প্রদান করা। পরমপিতা পরমাত্মাকে সুখদাতা-ই বলা হয়। কেউ কিছু ভালো কর্তব্য পালন করলে তো অল্পকালের জন্য তার রিটার্ন পাওয়া যায়। তোমরা সব থেকে ভালো কর্তব্য করো। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো।

এখন দেখো, রাখীর উৎসব আসতে চলেছে তো এর উপরেও বোঝাতে হবে। রাখী হলই পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করার জন্য। অপবিত্রকে পবিত্র বানানোর জন্য রাখীবন্ধন পালন করা হয়। তোমাদেরকে প্রথমে পতিত-পাবন বাবার পরিচয় দিতে হবে। যতক্ষণ তিনি না আসবেন, ততক্ষণ মানুষ পবিত্র হতে পারবে না। বাবা-ই এসে পবিত্র হওয়ার

প্রতিজ্ঞা করান। অবশ্যই কোনও এক সময়ে হয়েছে যার রীতি-রেওয়াজ এখনও চলে আসছে, এখন প্র্যাক্টিক্যালো দেখো ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা রাখী বেঁধে পবিত্র থাকে। পৈতা, কঙ্গন ইত্যাদিও পবিত্রতার লক্ষণ। পতিত-পাবন বাবা বলেন - কাম হল মহা শত্রু। এখন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে - আমি পবিত্র থাকবো। এছাড়া কোনও কঙ্গন (বালা) পরার দরকার নেই। বাবা বলছেন - প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে ৫ বিকারগুলি দান করো। এই রাখী বন্ধন ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। পতিত-পাবন বাবা এসেছিলেন, এসে রাখী বেঁধেছিলেন, বলেছিলেন যে - পবিত্র হও, কেননা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়েছিল। এখন তো হল নরক। আমি পুনরায় এসেছি। এখন শ্রীমতানুসারে প্রতিজ্ঞা করো আর বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এখন পতিত হযো না। তোমরাও বলো - আমরা ব্রাহ্মণেরা এসেছি প্রতিজ্ঞা করাতে। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা কখনও পতিত হবো না। কিন্তু এইরকমও অনেকে লিখে, আবার পতিত হয়ে গেছে। পতিত-পাবন বাবা আসেনই সঙ্গমে। এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দেন যে পবিত্র হও। এখানে সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে। তোমরাও চেক করো, তবেই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তোমরা পবিত্র ব্রাহ্মণ হও তাহলে পুনরায় দেবতা হয়ে যাবে। আমরা ব্রাহ্মণেরাও প্রতিজ্ঞা করেছি। অ্যালবামও দেখাতে হবে - এই রাখী বন্ধনের রেওয়াজ কবে থেকে শুরু হয়েছিল। এখন সঙ্গমে এই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো, তবেই তো ২১ জন্ম তোমরা পবিত্র হয়ে থাকো। এখন বাবা বলছেন - মামেকম স্মরণ করো। এইরকম এইরকম পয়েন্টস্ বের করে প্রথমে ভাষণ বানাতে হবে। এই রীতি-রেওয়াজ কবে থেকে শুরু হয়েছে ? ৫ হাজার বছরের কথা। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীও ৫ হাজার বছরের কথা। কৃষ্ণের দিব্য কর্ম তো কিছু নেই। তিনি তো হলেন ছোটো বাচ্চা। চরিত্র তো এক বাবারই আছে যিনি সুচতুর ভাবে বাচ্চাদেরকে কড়ি থেকে হিরের মতো বানাচ্ছেন। কৃতিত্ব সেই এক বাবারই আছে, এছাড়া অন্য কারো বার্থ ডে পালন করা কোনও কাজের নয়। বার্থ ডে পালন করা চাই এক বাবারই, ব্যস্। মানুষ তো কিছুই জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য নিজের সব হিসেব-নিকেশ, কর্ম-বন্ধন পরিশোধ করতে হবে। বাবার থেকে যে শ্রীমত প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই অনুসারেই চলতে হবে।

২) সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিয়ে পতিত থেকে পাবন বানানোর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে হবে। পবিত্রতার রাখী বেঁধে পবিত্র দুনিয়ার মালিকানার উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ:- এক 'পাস' শব্দের স্মৃতির দ্বারা যেকোনও পরীক্ষায় ফুল পাস হয়ে পাস উইথ অনার ভব
যে কোনও পরীক্ষায় ফুল পাস হওয়ার জন্য সেই পরীক্ষার প্রশ্নের বিস্তারে যাবে না, এমন চিন্তা করবে না যে
- এই প্রশ্ন কেন এসেছে, কীভাবে এসেছে, কে করেছে ? এর পরিবর্তে পাস করার কথা চিন্তা করে পরীক্ষাকে
পরীক্ষা মনে করে পাস করো। কেবল এক পাস শব্দ স্মৃতিতে রাখা যে - আমাকে পাস হতেই হবে, পাশ
করতেই হবে, আর বাবার পাশে থাকতেও হবে তাহলেই পাস উইথ অনার হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে নিজেকে পরমাত্মার স্নেহে উৎসর্গ করতে পারে সে-ই সফলতার মূর্তি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুখের সম্বন্ধে যেতে হবে, তাই পুরানো কর্ম বন্ধনের হিসেব-নিকেশ সব পরিশোধ করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - এই যুদ্ধ স্থলে অসীমের বক্সিং কোন্টি ? বক্সিংয়ে বিজয় প্রাপ্তির আধার কি ?

*উত্তরঃ - মায়া রাবণের সঙ্গে তোমাদের অসীমের বক্সিং, একেই মল্লযুদ্ধ বলা হয়। এই বক্সিংয়ে বিজয়ী হওয়ার জন্য বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা কল্প-কল্প বিজয়ী হয়েছি। মায়া রাবণের উপরে জয় লাভ করার জন্য পাঁচ ভূতের দান করতে হবে। দানে দিয়ে পুনরায় কখনও ফেরত নেবে না। যদি দান করে ফেরত নেবে - কাম, ক্রোধের বশে বশীভূত হবে তাহলে সব গুলি ভূত আবার বিরক্ত করতে থাকবে।

*গীতঃ- এক তোমাকে যে পেলাম, সারা দুনিয়া যে পেলাম....

ওম্ শান্তি। এই রেকর্ডটি হল তার জন্য যে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সম্বন্ধে এসেছে। এই সময় হল মায়ার বন্ধন, একেই আসুরিক বন্ধন বলা হয়। এখন তোমাদের হল ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ। বন্ধনে আছে দুঃখ, সম্বন্ধে আছে সুখ। তাই বলা হয় দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সুখের সম্বন্ধে নিয়ে চলো। ভক্তিমার্গে ভক্তরা প্রার্থনা করে। ভক্ত অর্থাৎ যারা ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু দুনিয়ায় একজন ভক্ত এমন নেই যার ভগবানের সঠিক ঠিকানা জানা আছে, তাই অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গ চলে আসছে। সাধুরাও সাধনা করে। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বন্দনা করে। ভগবান হলেন এক, তাঁর কাছে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। দেহের পিতার সম্পত্তির অধিকার তো আছে তবুও অসীম জগতের পিতাকে (আত্মার পিতাকে) স্মরণ করে, কারণ দেহের বর্ষায় দুঃখ আছে। অসীমের বর্ষায় সুখ আছে। এই কথাও তোমরা জানো। তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা সম্মুখে বসে আছেন। গায়নও করা হয় দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। দুঃখ হরণ কর্তা শান্তি প্রদান কর্তা বলবে না। সবাই যদি শান্তিতে চলে যায় তবে তো এই সৃষ্টিই আর থাকবে না। তাই দুঃখ হরণ কর্তা সুখ প্রদান কর্তা বলা হয়। তিনি সবাইকে সুখ প্রদান করেন। মানুষ মুক্তি প্রাপ্ত করে, জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্য। শুধু মুক্তি বললে তো মোক্ষ হয়ে যাবে। মুক্তির সঙ্গে জীবন মুক্তি অবশ্যই থাকে। জীবনমুক্তি হল সুখের সম্বন্ধ, যখন আত্মারা থাকে সতোপ্রধান। এখানে তোমরা এসেছো দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। অন্য দিকে সুখের সম্বন্ধে যুক্ত হতে থাকছো। কর্ম-বন্ধনের হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করতে হয়। নতুন দুনিয়ায় দুঃখ নেই। সর্ব প্রথমে হল সুখের সম্বন্ধ, পরে দুঃখের বন্ধন শুরু হয়। সুখ দুঃখ সবই খেলা মাত্র। তোমরা অনেক সুখ দেখতে পাও তাই অনেক দুঃখও দেখো। তারা কম দুঃখ পায় তো সুখও কম পায়। ভারত যে স্বর্গ, সলভেন্ট ছিল, এখন নরক ইনসলভেন্ট হয়েছে। সবচেয়ে নতুন ছিল। এখন সবচেয়ে পুরানো হয়েছে, অনেক দুঃখ দেখেছে। এখন তো অনেক দুঃখ আছে। এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবাকে আহবান করা হয়, তাঁকে প্রিয়তম বলা হয়। তারা দেহের প্রিয়তমকে ডাকে। এখন তোমরা বুঝেছো তাদের দুঃখ আছে তাই তো তারা ডাকে। তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করছো সুখ ধামে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন প্রতি ৫ হাজার বছর পর পর আমি আসি। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন জ্ঞান ভরা আছে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, সূতরাং তোমরা ত্রিকালদর্শী হলে তাইনা। তোমরা তিন লোকের কথা জানো। মূল লোকে আমরা আত্মারা শান্তিতে বাস করি। আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই নির্বাণধামের নিবাসী পরে প্রবৃত্তি ধর্মে এসে এই কর্মেন্দ্রিয় গুলির দ্বারা পার্ট প্লে করি। তোমরা সুখ ও দুঃখের পার্ট প্লে করো - আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। তোমরা হলে অলরাউন্ডার। তোমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। তোমাদের এখন আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হতে পারে না। মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। বাকি ভ্যারাইটি যোনি তো অনেক আছে। গণনা করবে এমন কেউ নেই। আন্দাজেই বলে দেয়।

এখন তোমরা জানো কারা ৮৪ জন্ম নেয়। শিখ বা আর্য সমাজী, বৌদ্ধ ইত্যাদি ৮৪ জন্ম নেবে না। তোমরা বাবাকে জানো তাই বলা গীতার ভগবান কে ? জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন হেভেনলি গড ফাদার অথবা সর্ব গুণ সম্পন্ন.... হেভেনের প্রথম প্রিন্স, শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রশ্নটি তো খুবই সহজ, তাই বাবা এমন প্রশ্ন বা ধাঁধা প্রিন্ট করাচ্ছেন, যাতে মানুষের বুদ্ধিতে বসে। অতএব জাজ করো করো যে গীতার ভগবান কে ? হেভেনলি গড ফাদার হলেন হেভেন স্থাপনকারী। পতিতদের পবিত্র করতে কতখানি সময় লাগে। মুখ্য কথা হল পবিত্র থাকার। একের সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত রাখতে হবে। ঘর পরিবার পরিত্যাগ করতে হবে না। সেসব তো দেহের দুনিয়ার সন্ধ্যাসীরা পরিত্যাগ করে। তোমাদের হল অসীমের সন্ধ্যাস। তারা যদিও পুরানো দুনিয়ায় থাকে। তোমাদের তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলতে হবে। আমাদের সীমিত দেহের জগৎ থেকে

অসীম জগতে যেতে হবে। সেই স্থান হল শান্তিধাম। যেখানে কেবল শান্তিই শান্তি আছে। যদিও সীমিত দেহের দুনিয়া এবং অসীমের দুনিয়ার সুখ এখানেই আছে। তোমাদের তো সীমিত ও অসীম দুনিয়ার উর্ধ্বে যেতে হবে। শান্তিধাম হল আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাস স্থান। সেখানে আত্মা কোনো পার্ট প্লে করে না। অরগ্যান্স (কর্মেন্ড্রিয়) নেই। তারপর ড্রামা অনুযায়ী তোমাদের সত্যযুগে পার্ট ইমার্জ হয়। তোমরা যে পার্ট প্লে করেছো, কল্প-কল্প সেই পার্ট প্লে করো। এই সব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। সুখের সম্বন্ধ এবং দুঃখের বন্ধনের কথা তোমরা জানো। তোমাদের থাকতেও হবে আসুরিক সম্বন্ধে কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে থাকতে পারবে না, সংখ্যায় এতজন, কোথায় থাকবে। তাহলে তো সন্ন্যাসীদের সমান হয়ে যাবে। পরিবার সহ কোথায় আসবে। বাচ্চাদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি হতেই থাকবে। প্রথমে তো গৃহ ছিল ছোট মাপের। ৩ পা পৃথিবী ছিল। তোমরা একটা ছোট বাড়িতে আসতে। যেমন বাবা বলেন ঘরে গীতা পাঠশালা খোলো, তেমনই ছিল। জিজ্ঞাসা করে শুরু হল কীভাবে? বাবা বলেন এমন ভাবে শুরু হয়েছিল। প্রথমে ৩ পা পৃথিবীর জন্য পরে বিরাট গৃহের ব্যবস্থা করা হয়। বাচ্চাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, ভাঙি তৈরি হয়েছে। গাড়ি, বাস ইত্যাদিও রাখা হয়েছে তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন ৩ পা পৃথিবী নিয়ে পাঠশালা খোলো তবে তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। মানুষ গেয়ে থাকে ঈশ্বর হলেন বিশ্বের মালিক। কিন্তু তোমরা জানো বিশ্ব বলা হয় সৃষ্টিকে। বাবা তো মালিক হন না। বাবা তো আসেন সেবা করতে, যখন সম্পূর্ণ ইউনিভার্স দুঃখে থাকে। ভগবানের এই ইউনিভার্সিটি হল সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের জন্য। কলেজও এটি। সবার সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। দুর্গতিও হয় তাইনা। সূক্ষ্ম বতন, মূল বতনে তো দুর্গতি হয় না তাই ইউনিভার্সিটির দ্বারা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের কল্যাণ হয়। এই কথা গুলি কোনও শাস্ত্রে নেই। সবার গতি সদগতির জন্য আমাকে আসতে হয়, তা নাহলে পবিত্র হবে কীভাবে। রাবণও খুব সমর্থ। তোমরা আমার দিকে আসো, রাবণ তার দিকে টেনে নেয়। মায়া খুবই প্রবল। মায়া তোমাদের দুঃখে নিয়ে যায়। এ হল খেলা, বক্সিংয়ে দুই পক্ষই সমর্থ। অর্ধেক কল্প হার, অর্ধেক কল্প জিত হয়। এই বক্সিং হল অসীমের, একেই যুদ্ধস্থল বলা হয়। এই যুদ্ধে মায়া রাবণকে পরাজিত করতে হয়। কল্প পূর্বেও তোমরা জয় লাভ করেছিলে। তোমরা দেখছো কারা কারা বেরিয়ে আসছে।

কেউ কেউ বলে বাবা ক্রোধ আসে। আরে ক্রোধ হল ভূত। দান করে পুনরায় ফেরত নিলে খুব বিরক্ত করবে। তোমরা ৫ বিকারের দান করেছ, বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। ঘর পরিবার পরিত্যাগ করে পলায়ন করা ভীকৃতার প্রদর্শন। বাবা বোঝান ৬৩ জন্ম তোমরা ডুবে গিয়েছিলে। এখন এই এক জন্ম পবিত্র থাকো, এতেই অনেক উপার্জন হবে। বিশাল এই প্রাপ্তি। শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই রূপ মল্লযুদ্ধ হয়, তাইনা। কংস ও কৃষ্ণের মল্ল যুদ্ধের কথা শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে। এ তো হল মায়া রাবণের কথা। কৃষ্ণের আত্মা অস্তিম জন্মে আছে। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে তারপরে শ্রীকৃষ্ণ হয়। এখন বুদ্ধি যুক্ত হতে হবে। ভারত মহান উঁচু মুকুটধারী ছিল। সূর্যবংশীদের দরবার বা সভা দেখো, অনেক হীরে জহরতের মহল ছিল। এখানেও দরবার বসে, একে অপরের সাথে প্রিন্সরা মিলিত হয়। নম্বর অনুসারে আসন গ্রহণ করে। বুদ্ধি ব্যবহার করে ভাবো সেখানে নিজেদের মধ্যে কীভাবে মিলিত হয় তারা। তাদের দরবার কি রূপ হবে। রাতে লাইট জ্বালাতে হবে না। রাতেও আলোয় আলো ঝলমল করে। সায়েন্স কাজে লাগবে, হারিয়ে যাবে না। তোমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার নিমিত্ত হও। তোমরা স্বর্গের দ্বার খুলে দাও। সে হল শঙ্করাচার্য আর ইনি হলেন শিবাচার্য। বাবা বলেন আমি জ্ঞানের উচ্চারণ করি। গীতেও তোমরা শুনলে তুমি লিলে গেছো তো সারা দুনিয়া মিলে গেছে। তাঁর চেয়ে উঁচু কেউ নয়। সর্ব মনস্কামনা পূরণ হয় স্বর্গে। সর্ব সুখ প্রাপ্ত হয়। পূর্বে টেলিফোন, বিদ্যুৎ, মোটর গাড়ি ইত্যাদি তো ছিল না, এখন হয়েছে সব। সেখানে সায়েন্স তো অনেক কাজ দেয়। এখনও বিদেশে ৭ দিনে বাড়ি তৈরি করে দেয়। এখানকার মানুষের বুদ্ধি হল তমোপ্রধান। এখানকার তুলনায় তাদেরকে (বিদেশীদের) রজোপ্রধান বলা হবে।

তোমরা বাচ্চারা এইসব কথা জানো, দুনিয়ার পরিবর্তন হবেই, তাই এই মহাভারতের যুদ্ধ। তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। কীভাবে যুদ্ধ স্থলে দাঁড়িয়ে মায়ার সম্মুখীন হও। বাবা বলেন সম্পূর্ণ ভাবে যোগ যুক্ত হও। তোমরাও নির্বাণ ধামের নিবাসী। যেমন বাবা তেমন তোমরা। বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের রাজ্য প্রদান করেন। তার পরিবর্তে দিব্য দৃষ্টির চাবি নিজের কাছে রাখেন। বলেন এইটাই আমার কাজের। ভক্তিমার্গে তোমাদেরকে খুশী করতে হয়। যদিও কাউকে প্রদান করি না। তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি, এই কথাটি কম নয়। দিব্য দৃষ্টির চাবিও কোনো কম নয়। খেলাটি কেমন, যারা ভালো ভাবে বুঝতে পারে, তারা ভিতর থেকে খুশীতে থাকে। জন্মাষ্টমী নিয়েও বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণের জয়ন্তী নয়, পরম পিতা পরমাত্মার জয়ন্তীরই কেবল গায়ন আছে। প্রথমে কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করো। শিব জয়ন্তী কোথায় গেল? প্রথমে শিবজয়ন্তী হবে তারপরে হবে কৃষ্ণের জন্ম। শিব জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিববাবাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। বলেন কল্পের সঙ্গমে এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। মহাভারতের যুদ্ধ হবে তবে নরকের বিনাশ হয়ে স্বর্গের স্থাপনা হবে। শিববাবা শিবালয় স্থাপন করেন। রাবণ বেশ্যালয় বানায়। যাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ পদ প্রাপ্ত করেছে, তাঁর কথা কেউ

জানেনা। বাস্তবে শিবজয়ন্তী হল মুখ্য। বাকি মানুষের জন্ম তো হতেই থাকে। যারা পূজ্য দেবতা ছিল তারাই পুনরায় পূজারী হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রহস্য আছে, তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা পরে অন্যদের বোঝাও। প্রিন্সিপাল ইত্যাদিকেও বোঝানো উচিত। স্কুলে যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পড়ানো হয়, সেসব তো অপূর্ণ স্তান। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূলবতন এই সবার রহস্য বোঝানো উচিত, যা কেউ জানেনা। যদিও ইংরেজ, মুসলমান ইত্যাদিদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিয়ে বসে আছে। অসীমের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কেবল বাবা বুঝিয়ে দেন। আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। স্বর্গের প্রিন্স প্রিন্সেস কীভাবে হই, এসো আমরা তোমাদের বুঝিয়ে বলি। স্বর্গের প্রিন্স প্রিন্সেস হতে হবে। তারা এই বর্সা কীভাবে প্রাপ্ত করে। এই সূর্য বংশী ডিনায়েস্টি কীভাবে স্থাপন হয়েছে। এই নলেজ যদি নেই তবে তোমরা কিসের ফিলোসফার হয়েছেো। বোঝানোর জন্য যুক্তি চাই। এরা কী জাজমেন্ট দেয়! ধর্মরাজ বাবা তো একেবারে অ্যাকিউরেট জাজমেন্ট দেন, তাঁর উপরে তো কেউ নেই। এখানে তো প্রত্যেকে একে অপরের উপর দিয়ে যায়। প্রকৃত ধর্মরাজ তো কেবল একজনই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিকে সীমিত এবং অসীমিতের উর্ধ্বে নিজের শান্তিধামে নিয়ে যেতে হবে। দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে থাকতে হবে।

২) সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা করার জন্য ৩ পা পৃথিবীতে রুহানী ইউনিভার্সিটি খুলতে হবে। অসীমের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে।

বরদানঃ:- তপস্যার দ্বারা সকল দুর্বলতাকে ভস্ম করে ফাস্ট নম্বরের রাজ্য অধিকারী ভব
ফাস্ট জন্মে ফাস্ট নম্বরের আত্মাদের সঙ্গে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তাই যা কিছু দুর্বলতা রয়েছে সেসব তপস্যার দ্বারা যোগ অগ্নিতে ভস্ম করো। মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করা অর্থাৎ একটি সংকল্পে থেকে ফুল পাস হওয়া। যদি মন-বুদ্ধি একটুও বিচলিত হয় তবে দূততার সঙ্গে একাগ্র হও। ব্যর্থ সংকল্পের সমাপ্তিই সম্পূর্ণতাকে কাছে আনবে।

স্নোগানঃ:- সময় গুনে নয় বরং বাবার এবং নিজের গুণ গুলি গুনে সম্পন্ন হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উত্তরাধিকারী হতে হলে সর্বদা সতর্ক থাকো যেন কোনো কাজই শ্রীমৎ বিরুদ্ধ না হয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে দুই প্রকারের উত্তরাধিকারী রয়েছে - তারা কারা ?

*উত্তরঃ - এক তো হল সমর্পিত বাচ্চারা, যারা মা-বাবার থেকে ডাইরেক্ট লালন-পালন পাচ্ছে, কিন্তু তাদের কর্মের গতি হল গুহ্য। দ্বিতীয় প্রকারের হল যারা ঘর-গৃহস্থ থেকে পবিত্র আর ট্রাস্টি থাকে, তাদের সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে যদিও পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু একবার যদি সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হয়ে যায়, সকলের থেকে মমত্ব ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল সম্পূর্ণ পৃথক....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনলে, যার অর্থও ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বাচ্চারা জেনেছে, বুঝেছে তাও বাবা বিস্তারে বোঝান। দুনিয়াতে আর কেউই জানে না। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন পতিত-পাবন, ওঁনার মহিমা অনেক। কিন্তু ওঁনার মহিমা কেউই যথার্থ ভাবে জানে না। ওরা তো আবার সর্বব্যাপী বলে দেয়। তারপর গায়নও করে থাকে হে পতিত-পাবন... উনি তো অবশ্যই এক-ই হবেন তাই না, যিনি এসে সকলকে পবিত্র বানান, সেইজন্য ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলা যাবে না। যেহেতু ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন এসো। এটা কারোরই বুদ্ধিতে আসে না। ভারত পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলে, এখন পতিত দুনিয়ায় আছো। জানোও যে আমাদেরকে বাবা আবারও পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান, যিনি মালিক বানানোর উনিই এসেছেন। এটি হল তোমাদের চৈতন্য যাত্রা, যার স্মরণিক আবার ভক্তি মার্গে ওই যাত্রা চলে আসছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন সেই পূজ্য দেবী দেবতার যারা পূজারী হয়েছিল, তারাই ব্রাহ্মণ হয়েছে আবার তারাই দেবতা হবে। বাবাই বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গুহ্য গতি বোঝান। ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ায় তোমাদের কর্ম অকর্ম হবে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা.... বাকি সকলে শান্তিধামে ছিল। এটা তো খুবই সহজ কথা যে ভারত সুখধাম ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, যারা দেবী-দেবতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অন্য কোনো ভূমির নাম নেয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণ হল সূর্যবংশী তারপর রাম সীতা চন্দ্রবংশী ছিল। সেটি তাদের ডিনায়েস্টি বলা হয়। এতটা সময় ধরে আর কারোরই ডিনায়েস্টি চলে না। খ্রিস্টানদেরও অল্প সময় চলে, প্রথমে রাজত্ব ছিল না। অর্ধ সময়ের পরে যখন প্রজা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন রাজত্ব চলতে থাকে। এডওয়ার্ড, জর্জ ইত্যাদি আবর্তিত হতে থাকে। ক্রমশ সময়ানুসারে আবার বদলাতে থাকে। এটি হল একটাই ডিনায়েস্টি যা ১২৫০ বর্ষ ধরে চলতে থাকে, এর অদল বদল হয় না। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডিনায়েস্টিদেরই নাম চলতে থাকে। মনে করে ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল হবে। লম্বা চওড়া ডিনায়েস্টি চলতে থাকে। পরিবর্তন হবে না। এই সময় বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বসে ভালোভাবে কর্ম করা শেখাচ্ছেন। বাচ্চারা তোমরা কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না। এখানে তোমরা সকলে পঠন-পাঠনের জন্য বসে আছো। অনেকেই তাদের নিজের নিজের বাড়িতে থাকে। বাড়িতে থেকেও উত্তরাধিকার হতে পারবে। এখানে যতক্ষণ মা-বাবা লালিত-পালিত করছে, ওঁনাদের কর্মের গতিও হল সব থেকে একেবারেই পৃথক। বাকি যারা বাইরে থাকে, সবকিছু বাবার ভেবে ট্রাস্টি হয়ে থাকে, তারাও যেন উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে। ডিফিকাল্টি অবশ্যই হয়। যখন সবার থেকে মমত্ব ছিন্ন হয়ে যায় আর সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়ে যায়, আমরা সবকিছু ওঁনাকে অর্পণ করি, জীবিত অবস্থায় আমরা ওঁনার উত্তরাধিকারের ট্রাস্টি হই। এইরূপ কেউই জীবিত অবস্থায় হয় না। যখন মরণাপন্ন হয়ে যায় তখন ট্রাস্টি বানিয়ে যায়। এখানে সারেন্ডার করে। বাবা বলেন যে বাচ্চারা ট্রাস্টি হয়ে থাকো। এটা তো ভক্তি মার্গেও বলে এসেছে - ভগবান সব কিছুই দিয়েছেন। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, এখানে তোমরা সম্মুখে বসে আছো। এখন দেহের সাথে যা কিছু তোমাদের আছে - সেখান থেকে মমত্ব ছিন্ন করতে হবে। যার জন্য তোমরা বলে এসেছো সবকিছুই হল ঈশ্বর প্রদত্ত। যখন উনি আসবেন তখন ওঁনার উপর বলিহার হয়ে যাবো, ওঁনার কাছে সবকিছু সমর্পন করে দেবো। এখানে তো ইনি সম্পত্তি ইত্যাদি বানাবেন না। ইনি কোনো কিছুই নেন না, ইনি প্রদান করে থাকেন। বলেও থাকেন ট্রাস্টি হয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকো কারণ যে কোনো ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। যথার্থ ট্রাস্টি হতে সময় লাগে। বাবা জানেন যে সময় লাগবে। ট্রাস্টি হওয়ার ফলেই উত্তরাধিকারী হয়। এখানে যারা থাকে তারাও ট্রাস্টি হয়। বাবা বলেন যে আমি রিটার্নে বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকার প্রদান করি। তোমাদের পরবর্তী জন্ম অমরলোকে নিতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে আবার সতর্কও থাকতে হবে। সচরাচর গরীবরাই নিমিত্ত হয় উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। উত্তরাধিকারী হয়, কেউ আবার পরবর্তী সময়ে চন্দ্রবংশীতে গিয়ে মালিক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়দের কাছে সার্ভিস করতে থাকবে। এখনও কেউ কেউ এমনও আছে যারা এখনও

নিজের উন্নতি করতে পারেনি। তখন বোঝা যায় যে - তার ভাগ্যে হয়তো কিছুই নেই। সার্ভিস করতে করতে পরবর্তী সময়ে কিছু পদ প্রাপ্ত করে নেবে। সেও যদি টিকে থাকে তবেই। যদি বেরিয়ে যায় তাহলেও প্রজাদের মধ্যে থেকেও কম পদ প্রাপ্ত করবে। অনেকেই আছে যারা হল বামন। বৃদ্ধি আটকে যায়। (সেইরকমই এদের বৃদ্ধি আটকে যায়) কিছুই বুঝতে পারে না। কর্ম বিকর্মের গতি বাবাই বোঝান। এখানে কিছুই ভালো কর্ম করে না তাই বিকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরাও বলবে যে এটাও তো হল ডামার পার্ট তাই না। এরও তো অবশ্যই দরকার। যারা রাজত্বের মধ্যে থেকে চাকরি ইত্যাদি করতে থাকবে। দাসেরা আবার উন্নতি প্রাপ্ত করে পরবর্তী সময়ে রাজত্ব পাবে। ঈশ্বরের সল্লিকটে থেকেও এইরকম কর্ম করতে থাকলে তাহলে শাস্তিও অনেক ভোগ করতে হয়। পদও নিচু প্রাপ্ত করে, সেইজন্য বোঝানো হয় যে এই ধরনের বিকর্ম করো না। না হলে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সার্ভিস কিছুই করে না, খেতেই থাকে, পড়াশোনাও করে না এই কর্মের গূহ্য গতি দেখা কেমন ! বাবা এইরূপ কর্ম শেখান যাতে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারবে। শ্রীমতের আধারে এইরূপ কর্ম করতে হবে। আসুরী কর্মের ফলও তোমরা দেখতে পাও। কত গরিব হয়ে যায়, আবার পাপী অজামিলের মতও হয়ে যায়। এইরূপ এখানেও হয়। কেউ তো রাজা হয় আবার কেউ দাস-দাসী হয়ে পরবর্তী সময়ে কিছু পদ প্রাপ্ত করে। এইরকমও হয় - বাবা ভালোভাবে জানেন। এখানে থেকেও ভালো কর্ম করে না তাই নেশাও থাকে না। কর্মের গতি বাবা বসে বোঝান।

বাবা বলেন আমি হলামই দীননাথ, আমাকে গরীবের এক এক পয়সা দিয়ে স্থাপনা করতে হয়, আমি বিত্তবান নাথ তো নই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাতারাই গরীব হয়ে থাকে। তাদের হাতে কিছুই থাকে না। তারা তো হাফ পার্টনার হয়েই না। নাহলে উইল করবার সময় অর্ধেক ভাগ তো তারাই পেতে পারত। কিন্তু উত্তরাধিকারী তো বাচ্চারাই হয়ে থাকে। যদিও গভর্নমেন্ট আজকাল নতুন নিয়ম কানুন বের করেছে। এখন তোমরা জানো যে ভারত একেবারেই গরীব এখন। কুমারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গরীব হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, বিকারের সওদা যতক্ষণ না হচ্ছে। এটা হলই ভিশস (পাপের) ওয়ার্ল্ড। নির্বিকারী কখনো কারো কাছে হাত জোর করবে না। এটা কারো জানা নেই যে, যারা নির্বিকারী তারাই আবার বিকারী পতিত হয়। ভক্তরা তো মনে করে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে কৃষ্ণই উপস্থিত হয়। ভগবান কখনো মরেন না, পুনর্জন্মও নেন না। এই জ্ঞান তো এখন তোমাদের হয়েছে। তোমরা জানো যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বোচ্চ স্বর্গের মালিক ছিলেন। সীতা-রামকে স্বর্গের মালিক বলা যাবে না। এই আলোক এখনই প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব বাবা বোঝান যে, সন্নতি যখন হয় তবে তো দুর্গতি হয় এমন কোনো কর্তব্য করা উচিত নয়। সবার আগে তো দেহ অভিমানকে ছাড়তে হবে। সব থেকে ভালো কর্ম হল একমাত্র বাবাকে স্মরণ করা, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকা। নিজের চেকিং করতে থাকতে হবে যে, কোনো বিকার চলে আসেনি তো ? লোভ করাও উচিত নয়। যখন সব কিছুই ঈশ্বরের, তবে আমরা লোভ কেন রাখব ! আমাদের তো বাবা যা বলেন সেটাই করি। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চার নাড়ী খুব ভালো ভাবেই জানেন তাই না ! পোতামেলও (দৈনিক চার্ট) দেখেন। কোনো কোনো অত্যন্ত গরীব মানুষও ১৫ - ২০ টাকা বাঁচিয়ে রেখে বাবাকে দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য। বাবা রায়ও দিয়ে থাকেন যে, একটু আধটু তো অন্তত ব্যাঞ্চে রাখো। ৫ দাও, ১০ ব্যাঞ্চে রেখে দাও। তাহলে শ্রীমৎ প্রাপ্ত হল তাই না ! পেটে কাপড় বেঁধে হলেও শিব বাবাকে দেয়। এই সব কেন জমা করে রাখব। যখন কিনা ইনি নিজেই নিজের সব কিছু মাতাদের সেবাতে দিয়ে দিয়েছেন। এই কন্যারা এর পর ২১ জন্মের জন্য বর্সা পেয়ে থাকে। তোমরা জানো যে, আমাদের দেবী দেবতাদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিল। এখন তো পতিত হয়ে গেছে। সেই কারণেই বাবা বোঝান যে - ইনিও তো ট্রাস্টি হয়ে গেছেন তাই না। তোমাদের, মাতাদেরকে ট্রাস্টি বানিয়ে নেন। তোমরা এখন এসব সামলাও, অ্যাটাচমেন্ট ছিন্ন হয়ে যাবে। বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন যে তুমি বিশ্বের মালিক হবে। বিনাশের প্রস্তুতিকেও তো দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এটা কেউই বুঝতে পারে না যে বিনাশ করাচ্ছেন কে ? প্রেরণা তো নিশ্চয়ই কেউ দিচ্ছে। মনেও করে যে বিনাশ তো হবে। নিশ্চয়ই ভগবানই হবেন। কিন্তু কোন্ রূপে হবে ? কৃষ্ণ কীভাবে আসবেন ? অনেকেই কৃষ্ণের মতো সাজিয়ে দেয়। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল তো ! অনেকই যারা কৃষ্ণের মতো করে সাজিয়ে মানুষকে ঠকায়। কারো কারো আবার জড় মূর্তিতে ভাব বসে যায়। এমনিতে তো সাক্ষাৎকার হয়ে যায় আর তারপর তাতেই আটকে পড়ে ; কেননা কৃষ্ণ হল স্বর্গের মোস্ট লাভলী বালক। খুব আকর্ষণীয়। বাবার কাছ থেকে অনেক বিশাল বর্সা নেওয়ার। বাবা বসে বোঝান যে, সবই কর্মের উপরে নির্ভর করছে। বাবাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বাবা সাথে সাথে বলে দিতে পারেন যে - এ কিছু বোঝে কি বোঝে না। কর্মই এমন করে যে বিকর্মই হয়ে যায়। দেহী-অভিমান খুব বেশী থাকে। যদিও শিব বাবা বলতে থাকেন। এমনিতে তো শিব বাবার অনেক ভক্ত, কাশীতেই কতো কতো ভক্ত রয়েছে। তাদের তো মন্ত্র হল শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। অর্থ কিছুই বোঝে না। তারা মনে করে গঙ্গা শিবের থেকে নির্গত হয়েছে, সেইজন্য গঙ্গার উপকণ্ঠে গিয়ে বসে যায়, মনে করে আমরা এখানে মুক্ত হয়ে যাব। শিব কাশী, শিব কাশী উদ্ভারণ করতে থাকে। তারপর দেখিয়ে দেয় যে, ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়েছিল। গঙ্গার দ্বারা পতিত থেকে কী পবিত্র হয়ে যাবে ? পতিত-পাবন কে তো ডাকে তাই না ! তিনি কে - তিনি কীভাবে সহজ রাজযোগ শেখান - সেটা কেউই জানে না। শিব

বাবাকে কী করে স্মরণ করা যায় - এটাও তোমরা জানো। তোমাদেরই হল স্মরণের যাত্রা। তোমাদের শারীরিক যাত্রা বন্ধ। সেটা হল শরীরের যাত্রা আর এটা হল আত্মিক যাত্রা। বাবা বলেন, হে বাচ্চারা নিজ গৃহকে স্মরণ করো। এ হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ ছিঃ পুরানো শরীর। আমি হলাম তোমাদের বাবা। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এই মহাভারতের যুদ্ধে কত কত মানুষজন শেষ হয়ে যাবে। এত কোটি কোটি মানুষ, তাদের আত্মারা কোথায় যাবে? নিজের নিজের ধর্মের সেকশনে স্টারের মতো গিয়ে থাকবে। সেটাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া। ওয়ার্ল্ড তাকে বলা হয়, যেখানে অনেকে থাকে। যদি বলে থাকে যে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায় তাহলে তো সেটা ওয়ার্ল্ড হল না। গাওয়া হয় যে, নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে, যাদেরকে ভূমিকা পালন করতে আসতে হয়। এ হল অবিনাশী ড্রামা। প্রলয় তো কখনও হয় না। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মানুষের বৃদ্ধি হতে থাকে। সেখানে দ্বিতীয় আর কোনো ধর্ম থাকবে না। এখানে তোমাদের এই সব নলেজ রয়েছে। সেখানে সত্যযুগে নলেজ থাকে না। এই সময় তো বাবা নিজের মতো ত্রিকালদর্শী বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জীবিত অবস্থায় দেহ সহিত সকলের থেকে মমত্ব ছিন্ন করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখ দিলে চলবে না।

২) কোনো বিষয়ে লোভ রাখলে হবে না। রোজ নিজের পোতামেল দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো বিকার নেই তো। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে এক বাবাকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজো ক্ষমা স্বরূপ দ্বারা শিক্ষা প্রদানকারী মাস্টার ক্ষমার সাগর ভব
যদি কোনো আত্মা তোমাদের স্থিতি বিচলিত করার চেষ্টা করে, অকল্যাণের বৃত্তি রাখে, তাকেও তোমরা নিজের কল্যাণের বৃত্তি দ্বারা পরিবর্তন করো অথবা ক্ষমা করো। পরিবর্তন করতে পারবে না তাহলে মাস্টার ক্ষমার সাগর হয়ে ক্ষমা করো। তোমাদের ক্ষমা ঐ আত্মার কাছে শিক্ষায় পরিণত হয়ে যাবে। আজকাল শিক্ষা প্রদান করলে কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। কিন্তু ক্ষমা করা অর্থাৎ শুভ ভাবনার আশীর্বাদ প্রদান করা, সহযোগ প্রদান করা।

স্নোগানঃ:- নিজের এবং সকলের প্রিয় তারাই হয় যারা সর্বদা হাসিখুশি(আনন্দিত) থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সকল কর্মে অনেস্টির (সততা) প্রয়োগ করাই হল তপস্যা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের সকল তপস্বী কুমার আর তপস্বী কুমারীদের মধ্যে তপস্যার বিশেষ লক্ষণকে দেখছেন। তপস্বী আত্মার বিশেষত্ব আগেও বলেছি। আজ আরও কিছু বিশেষত্বের বিষয়ে বলবো। তপস্বী আত্মা অর্থাৎ সদা অনেস্ট আত্মা। অনেস্টাই হল তপস্বীর বিশেষত্ব। অনেস্ট আত্মা অর্থাৎ সকল কর্মে, শ্রীমতে চলার ক্ষেত্রে অনেস্ট হবে। অনেস্ট অর্থাৎ সং এবং বিশ্বস্ত। শ্রীমত অনুসারে চলায় অনেস্ট অর্থাৎ বিশ্বস্ত। অনেস্ট আত্মা স্বতঃতই প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমতের ইশারা অনুযায়ীই নিয়ে থাকবে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অটোমেটিক শ্রীমৎ এর ইশারাতেই চলতে থাকে। যেমন সায়েন্সের শক্তির দ্বারা অনেক জিনিসই সংকেতে অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে, চালাতে হয় না, সেটা লাইটের দ্বারা হতে পারে কিম্বা ভাইব্রেশনের দ্বারা, সুইচ অন করলে আর চলতে শুরু করল। কিন্তু সায়েন্সের শক্তি বিনাশী হওয়ার কারণে অল্পকাল স্থায়ী হয়। অবিনাশী বাবার সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা এই ব্রাহ্মণ জীবনে সদা আর স্বাভাবিক ভাবেই সহজেই চলতে থাকে। ব্রাহ্মণ জন্ম লাভের সাথে সাথেই দিব্য বুদ্ধিতে বাপদাদা শ্রীমৎ ভরে দিয়েছেন। অনেস্ট আত্মা সেই শ্রীমৎ এর ইশারাতে ন্যাচারালি সহজেই চলতে থাকে। তো অনেস্টের প্রথম লক্ষণ - প্রতিটি সেকেন্ড প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে অ্যাকুউরেট চলা। চলে সবাই, কিন্তু চলার ক্ষেত্রেও অনেক প্রকারের ভিন্নতা এসে যায়। কেউ কেউ সহজেই আর তীব্রগতিতে চলে, কেননা সেই আত্মাদের স্মৃতিতে সদা শ্রীমৎ স্পষ্ট ভাবে থাকার কারণে তারা সমর্থ হয়। এই হল নম্বর ওয়ান অনেস্ট। নম্বর ওয়ান আত্মাকে ভাবনা চিন্তা করতে হয় না যে এটা শ্রীমৎ নাকি নয়, এটা রাইট নাকি রং। কেননা তাদের কাছে স্পষ্ট। অন্য আত্মাদের কাছে স্পষ্ট না হওয়ার কারণে অনেক বার ভাবতে হয়। সেইজন্য তীব্রগতির থেকে মধ্যম গতির হয়ে যায়। এর সাথে সাথে কেউ কেউ ভাবনা চিন্তা করতে থাকে, কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে যায়। চলে তো সবাই, কিন্তু ভাবনা চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যারা তারা সেকেন্ড নম্বরের হয়ে যায়। কেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে? চলতে চলতে শ্রীমৎ এর ইশারাতে মনমত পরমত মিক্সড করে দেয়, সেইজন্য স্পষ্ট আর সোজা রাস্তার থেকে ছিটকে গিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তাতে চলে যায়। রেজাল্টের সময় যদিও পুনরায় ফিরেই আসতে হয়। কেননা প্রকৃত লক্ষ্যের রাস্তা হল একটাই, সেটা স্পষ্টতঃই সোজা এবং সহজ। সোজাকে বাঁকা বানিয়ে দেয়। সুতরাং তোমরা ভেবে দেখো যে বাঁকা পথে যদি চলতে থাকে, তারা কতদূর চলবে, কোন্ স্পীডে চলবে? আর তার পরিণাম কী হবে? ক্লান্ত আর নিরাশ হয়ে ফিরবে, সেইজন্য সেকেন্ড নম্বর হয়ে যায়। অনেক সেকেন্ড নষ্ট করেছে, অনেক শ্বাস নষ্ট করেছে, সর্ব শক্তিকে নষ্ট করেছে, সেইজন্য সেকেন্ড নম্বর হয়ে গেল। কেবল এতেই খুশী হয়ে যেও না যে আমি তো চলছি। বরং নিজের চলার ধরণ এবং গতি দুইই চেক করো। তাহলে বুঝতে পেরেছো, অনেস্ট কাকে বলা হয়?

অনেস্ট আত্মার আরও লক্ষণ হল - তারা কখনোই কোনো সম্পদকে ওয়েস্ট করবে না। কেবল স্থূল ধন বা সম্পদের বিষয় নয়, তোমাদের তো আরও অনেক সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে। অনেস্ট সঙ্গমযুগের সময়ের খাজানাকে এক সেকেন্ডের জন্যও ওয়েস্ট করবে না। কেননা সঙ্গমযুগের এক সেকেন্ড হল এক বছরের থেকেও বেশী। যেমন গরীব আত্মার স্থূল ধন আট আনা, আটশ'র সমান। কারণ আট আনাতে সত্যিকারের হৃদয়ের ভাবনা আটশ'র থেকেও বেশী। সেই রকমই সঙ্গমযুগের সময় এক সেকেন্ড এত বড়, কেননা এক সেকেন্ডে পদম গুণ সমান জমা হয়ে থাকে। সেকেন্ড নষ্ট করে ফেলা অর্থাৎ পদম গুণ সমান উপার্জনের সময়কে নষ্ট করে ফেলা। একই ভাবে সংকল্পের খাজানা, জ্ঞান ধনের খাজানা, সর্ব শক্তি, সর্ব গুণের খাজানাকে ওয়েস্ট করবে না তারা। যদি সর্ব শক্তি, সর্ব গুণ এবং জ্ঞানকে নিজের প্রতি এবং সেবার প্রতি কাজে না লাগালে তবে তাকেও ওয়েস্ট করাই বলা হবে। দাতা দিয়েছেন আর যারা নেওয়ার তারা যদি ধারণ না করল, তবে ওয়েস্টই হল না? যারা অনেস্ট হবে তারা কেবল ধনকে প্রাপ্ত করেই রেখে দেবে না। অনেস্ট এর লক্ষণ হল সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো। সম্পদকে বৃদ্ধি করবার উপায়ই হল সেগুলিকে কাজে লাগানো। জ্ঞান ধনকেও যদি সময় মতো সকল আত্মাদের প্রতি বা নিজের উন্নতির প্রতি ইউজ না করো, তবে সম্পদের বৃদ্ধি কখনোই হবে না। অনেস্ট ম্যানেজার কিম্বা ডায়রেক্টর তাকেই বলা হবে যে সকল কার্যে প্রফিট করিয়ে দেখাবে। প্রগতি করিয়ে দেখাবে। এই রকমই সংকল্পের খাজানাকে, গুণ গুলিকে, শক্তি গুলিকে কাজে লাগিয়ে প্রফিট করবার দিকে নাকি ওয়েস্ট করবার দিকে রয়েছে? অনেস্টের লক্ষণ হল - ওয়েস্ট না করা, প্রফিট করা। নিজের তন, মন এবং স্থূল ধন - এই তিনটিই হল বাবার দেওয়া খাজানা। তোমরা সকলে তন, মন, ধন বা বস্তু, যা কিছু ছিল সব কিছুই অর্পণ করে দিয়েছো। সংকল্প করেছে যে, সব কিছু তোমার, এমন নয় যে অল্প ধন আমার আর অল্প ধন বাবার, অল্প ধন আলাদা করে সরিয়ে রাখি, হাত খরচের জন্য রেখেছি, একটু একটু অসময়ের জন্য

সরিয়ে রেখেছি। অসময়ের জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখা এটা তো বুদ্ধিমানের মতো কাজ। যত বেশী আমার হবে ততই যেখানে আমার-আমার থাকে, সেখানে হেরা-ফেরি হয়ে থাকে। কারণ তাকে লুকাতে হয়। ভক্তি মার্গের মানুষও মনে করে - এ হল আমার আমার এর জাল, সেইজন্য যখন সব কিছু তোমার করে দিলে তখন যে কোনো প্রকারের তন, মন, ধন সম্পদ, কেবল টাকা পয়সাই নয়, বস্তুও অবশ্যই ধন। বস্তু কীসের থেকে তৈরি হয় ? ধনের থেকেই তো তৈরি হয়, তাই না ! সুতরাং যে কোনো বস্তু, যে কোনো স্থূল ধন, মনে উৎপন্ন হওয়া সংকল্প এবং শরীরের দ্বারা কৃত ব্যর্থ কর্ম কিম্বা ব্যর্থ সময় নষ্ট করা শরীরের দ্বারা - এও ওয়েস্ট বলেই গণ্য হবে। তো যে অনেস্ট হবে সে তনকেও ব্যর্থের দিকে লাগাবে না। সংকল্পকেও ওয়েস্টের দিকে লাগাবে না। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, তা সে প্রবৃত্তিতেই থাকো কিম্বা সেন্টারে অথবা মধুবনবাসী, সকলের তন-মন-ধন বাবার । নাকি প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে তারা ভাবছে যে আমরা তো সমর্পিত নই, তাহলে তো আমারই। না। এ তো হল বাবার দ্বারা গচ্ছিত (আমানত)। তাহলে অনেস্টি অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদের অপব্যবহার সে করতে (আমানতের খয়ানত) পারে না। ছোট'র থেকে ছোট বস্তুকেও সে ওয়েস্ট করবে না। অনেক সময় নিজের বুদ্ধির অন্যমস্কতার কারণে বা শরীরের দ্বারা কার্য করবার সময় অমনোযোগিতার কারণে ছোটখাটো জিনিসও ওয়েস্ট হয়ে যায়। তারপর এটাই ভাবতে থাকে যে, জেনে বুঝে তো করিনি, হয়ে গেছে। অর্থাৎ অমনোযোগ। সেটা বুদ্ধির হোক অথবা শারীরিক পরিশ্রমেরই অমনোযোগিতাই (অবহেলা) হোক, দুটি ক্ষেত্রেই অমনোযোগিতা ওয়েস্ট করে দেয়। অতএব ওয়েস্ট করো না। এক এর থেকে বহু গুণ বাড়তে হবে, ওয়েস্ট করা নয়। যাকে বাপদাদা সদা একটাই স্নোগানে বলে থাকেন - কম খরচে বেশী লাভ (কম খরচ বালানশীন)। এটাই হল বাড়ানো আর ওটা হল হারানো। অনেস্ট অর্থাৎ তন-মন-ধনকে সদা সফলকারী। এটাই হল অনেস্ট আত্মার লক্ষণ । তো তপস্বী অর্থাৎ এই সব অনেস্টির বিশেষত্ব গুলি সকল কর্মে প্রয়োগে আসবে। এমন নয় যে, মনের মধ্যে তো সব রয়েছে, সবই তো জানি। কিন্তু না। তপস্যা, যোগ এর অর্থই হল প্রয়োগে নিয়ে আসা। এই বিশেষত্ব গুলিকে যদি প্রয়োগে না নিয়ে আসে, তবে প্রয়োগী নয়, তবে তো যোগীও নয়। যদি প্রগতি না হয় তবে তো প্রয়োগী নয়। কোনো কোনো আত্মা এই রকম মনে মনে ভাবেও যে, আমি না তো এগোচ্ছি আর না তো পিছনে সরে আসছি। যেমন ছিলাম সেই রকমই রয়েছে। আবার কেউ কেউ তো এই রকমও বলে যে, প্রথম প্রথম তো খুব ভালো ছিলাম, খুব নেশা থাকতো, এখন নেশা কম হয়ে গেছে। তাহলে প্রগতি হল কি, তবে হলটা কি ? উড়তি কলা হল নাকি স্থবিরতার কলা হল, অতএব প্রয়োগী হও। অনেস্টির অর্থই হল প্রগতি করতে থাকা প্রয়োগী। এই রকম প্রয়োগী হয়েছে নাকি নিজের মধ্যে জমা করে রাখছে যে খাজানা গুলি ভিতরেই থাকুক ? এই রকম অনেস্ট হয়েছে ?

যে অনেস্ট হয়ে থাকে, তার উপরে বাবার, পরিবারের আন্তরিক ভালোবাসা সহজাত ভাবেই থাকে আর থাকে বিশ্বাস। বিশ্বাসের কারণে পূর্ণ অধিকার তার উপরে দিয়ে দেয়। অনেস্ট আত্মার স্বভাবতই বাবার কিম্বা পরিবারের ভালবাসার অনুভব হবে। বড় হোক, ছোট হোক অথবা সম বয়সী, সকলের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হবে। এই রকম ভালবাসার পাত্র বা বিশ্বাসের পাত্র কতখানি হয়েছে ? এটাও চেক করো। এইরকম ভাবে চালিয়ে দেওয়া নয় যে, অমুকটার কারণে আমার ওপরে বিশ্বাস নেই, তাহলে আমি বিশ্বাসের পাত্র কীভাবে হবো, নিজেকে পাত্র বানাও। অনেক বার এই রকমও তোমরা বলে থাকো যে, আমি তো ঠিক, কিন্তু আমার প্রতি বিশ্বাস নেই। তারপর তার পিছনের লম্বা চওড়া কারণ পেশ করতে থাকে। তারা তো অনেক কারণ বলে থাকেই আর সেই কারণ গুলি ঘটেও। কিন্তু অনেস্টি তোমাদের হৃদয়েও থাকবে, বুদ্ধিতেও থাকবে। নাহলে তোমাদের মাথাতে সেটা ওঠানামা করতে থাকে। সুতরাং হৃদয়েও অনেস্টি থাকবে, মাথাতে (বুদ্ধিতে) অনেস্টি থাকা চাই। যদি সকল প্রকারের অনেস্টি থাকে তবে তার প্রতি আজ যার অবিশ্বাস রয়েছে, আজ নয় তো কাল তাকে বিশ্বাসে নিয়ে আসবেই আসবে। যেই রকম প্রবাদ আছে না যে, সত্যের নৌকা কখনো ডুববে না, টলমল হয়ত করতে পারে। তো বিশ্বাসের তরণী হল সত্যতা, সত্যতা আছে তো সেটা আন্দোলিত হতে পারে কিন্তু অবিশ্বাসের থেকে বিশ্বাসের পাত্র হওয়া অর্থাৎ ডুববে না। সেইজন্য সত্যতার সাহসিকতার দ্বারা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠতে পারো। পূর্বেও বলেছি যে, সত্যকে সিদ্ধ করতে হয় না । সত্য হল স্বয়ং সিদ্ধ। সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণ করতে যেও না বরং সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে যাও । তো সময়ের গতি অনুসারে এখন তপস্যার জন্য তোলা পদক্ষেপ গুলিকে সহজে আর তীর গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলো। বুঝেছো - তপস্যা বর্ষে কী করতে হবে ? এখনও কিছু সময় পড়ে আছে। এই সকল বিধি গুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে সিদ্ধি-স্বরূপ হও। আচ্ছা !

সকল অনেস্ট আত্মাদেরকে, সদা সকল ঐশ্বর্যকে কাজে নিয়ে এসে বর্ধিত করতে থাকা আত্মাদেরকে, সদা তন-মন-ধনকে যথার্থ বিধিতে কার্যে লাগিয়ে থাকা আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে বিশ্বাস আর ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে থাকা আত্মাদেরকে, সদা ওয়েস্টকে বেস্টে পরিবর্তনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, দেশ-বিদেশে দূরে বসে থেকেও সমীপে সম্মুখে বসে থাকা

আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

দাদী জীর প্রতি : - বাবার সৃষ্টিতেও তোমরা রয়েছো আর দৃষ্টিতেও তোমরাই রয়েছো। তোমার সখী জনককে স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিও। এটাও বলবে যে, শরীর আর সেবা দুয়েরই যাতে সম্মিলিত ব্যালেন্স রাখে। অ্যাটেনশন রাখতে হবে, কেননা এরপর সময় আরও খারাপ আসবে। শরীর দুর্বল হতে থাকবে আর সেবা অধিক হতে থাকবে। এখন এই শরীরের দ্বারাই অনেক কাজ করতে হবে। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- 'আমার-আমার'কে সমাপ্ত করে পুরানো দুনিয়ার থেকে মৃত হয়ে নির্ভয় এবং ট্রাস্টি ভব মানুষ মরতে ভয় পায় আর তোমরা তো মরেই গেছো। তোমরা তো নতুন দুনিয়াতে জীবন যাপন করো। পুরানো দুনিয়ার থেকে মরে গেছো, তো যে মরে গেছে তার মৃত্যুতে ভয় কীসের ! সে তো স্বতঃতই নির্ভয় হবেই। কিন্তু কোনো রকমের 'আমার-আমার' হবে তো মায়া বিল্লি ম্যাঁও ম্যাঁও করবে। মানুষের মৃত্যু ভয়, জিনিসপত্রের কিস্বা পরিবারের জন্য চিন্তা হয়ে থাকে আর তোমরা হলে ট্রাস্টি, এই শরীরও আমার নয়, সেইজন্য তোমরা নির্লিপ্ত। এতটুকুও কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি নেই।

স্নোগানঃ- তোমার হৃদয়কে এমন বিশাল বানাও যে স্বপ্নেও জাগতিক সংস্কার ইমার্জ (ফুটে না ওঠে) না হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতার কঙ্কন বাঁধো, তাহলে তোমরা রাজতিলক প্রাপ্ত করবে, পাবন হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এখন কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে ?

*উত্তরঃ - বাবাকে স্মরণ করার বন্ধন । এই বন্ধনে আবদ্ধ হলে তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর ভবিষ্যতে বিকর্ম করার হাত থেকে বেঁচে যাবে । আত্মা পাবন হয়ে যাবে ।

*প্রশ্নঃ - ভক্তিমার্গের ফ্যাশন কি ?

*উত্তরঃ - বার্থ ডে, জন্মজয়ন্তী ইত্যাদি পালন করা -- এ'সব হলো ভক্তিমার্গের ফ্যাশন, কিন্তু এতে লাভ কিছুই নেই, কেননা যাঁর জয়ন্তী পালন করে, তাঁকে যথার্থ ভাবে জানেই না ।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । এখন এই গীত বাচ্চারা শুনেছে, এ সব যা কিছুই বানানো হয়েছে -- তা ভক্তিমার্গের মানুষই বানিয়েছে । ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী, পূজ্য ছিলো, তখন কোনো ভক্তিমার্গের চিহ্নই ছিলো না । না বেদ শাস্ত্র, না তপ তীর্থ, না দান পুণ্য, কিছুই হত না । এইসব ভক্তিমার্গেই তৈরী হয়েছে । এই গীতে প্রথমেই বলা হয়েছে - তুমি প্রেমের সাগর । যখন এক বিন্দু পান করান তখন আমরা এখান থেকে পাবন দুনিয়াতে চলে যাই, কিন্তু প্রেম পান করানো যায় না, প্রেম করা যায় । তিনি জ্ঞান অমৃত পান করান । বাবা হলেনই জ্ঞানের সাগর । এই যে এতো নদী নির্গত হয়েছে, এর ক্রিয়েটর কে ? অবশ্যই বলবে সাগর, সাগর থেকেই সব নদী নির্গত হয় । তাহলে জ্ঞানের সাগর তো পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন । তাঁর থেকে তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা নির্গত হও । যদিও তাঁর এমন মহিমা আছে যে, তিনি প্রেমের সাগর, সুখের সাগর । তুমি যখন জ্ঞান অমৃত পান করাও, তখন আমরা স্বর্গে চলে যাই । আমরা সদগতি প্রাপ্ত করি । বাবা বলেন - তোমরা আমাকে অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা পাবন হয়ে যাবে । একথা সবার প্রথমে কে শোনে ? এ তো গুপ্ত কথা হলো, তাই না । এমন গেয়েও থাকে, তুমি মাতা - পিতা... পিতা তো হলেন, কিন্তু তাঁকে মাতা কেন বলা হয় ? পিতা তো ঠিক আছে - এখন মাতা কাকে বলা হবে ? প্রথমে জ্ঞান অমৃত কে পান করেন ? তিনি এসে প্রবেশ করেন । তিনি যখন জ্ঞান শোনান, তখন প্রথমে কে শুনবে ? অবশ্যই ইনি । তাহলে ইনি মাতা হয়ে গেলেন -- এনার কান প্রথমে শোনে । বাস্তবে শরীর তো মাতার নয়, তাহলে মাতা কোথা থেকে আনবেন ? এইজন্য জগদম্বর সন্ন্যাসীর মহিমা আছে । সন্ন্যাসীর হাতে সেতার আছে, তিনি হলেন ব্রহ্মাকুমারী । কুমারীর অনেক মহিমা । ব্রহ্মার এতো মহিমা নেই, এতো মেলা হয় না, যতো মেলা জগদম্বার হয়ে থাকে । যে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয়, তাঁর মাথায়ই বাবা জ্ঞানের কলস রাখেন । জ্ঞান সাগর হলেন তিনি, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । পতিত হলো কলিযুগী দুনিয়া । পাবন হলো সত্যযুগী দুনিয়া । সত্যযুগে থাকে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব । এখন তাঁরা এই রাজতিলক কিভাবে পেলেন ? গায়ন আছে - জ্ঞানের সাগর যখন আসেন, তখনই পবিত্রতার কঙ্কন বাঁধেন । বোনকে মুখ্য মনে করা হয় । যে বসে অন্য ভাই - বোনদের রাখী বাঁধেন । পতিত পাবন বাবা বলেন - তোমরা পবিত্র হও, তাহলে তোমরা রাজতিলক প্রাপ্ত করবে । এই কথা হলো সঙ্গম যুগের । মানুষ যেই সময় ডাকে - হে পতিত পাবন, এসো । এখানে তো কোনো রাজত্ব নেই । বাবা বলেন, তোমরা পতিত ব্রহ্মাচারী থেকে পাবন শ্রেষ্ঠাচারী হলেই রাজতিলক প্রাপ্ত করবে । তিলক কখনো দেওয়া হয় না, এ তো বোঝানো হয় । পতিত দুনিয়াতে হলো পতিতের উপর পতিতের রাজত্ব । এখন তোমরা পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো । 'প্রতিজ্ঞা' অক্ষরও বলার জন্য বলা হয়, কিন্তু এ হলো জ্ঞানের কথা । বাচ্চারা জানে যে, আমরা পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর বাবার সন্তান হয়েছি, তাই অবশ্যই আমাদের পবিত্র হতে হবে । বাকি তো রাখী বন্ধনের দিন রাখী বাঁধার বা তিলক দানের কোনো প্রশ্ন ওঠে না । তোমরা তিলক কোথায় দাও ? ভক্তিমার্গে এই নিয়ম বের করেছে, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না । রাজতিলক কখন আর কিভাবে প্রাপ্ত করেছে ? এখানে সমস্তুই হলো জ্ঞানের কথা । তাই তোমাদের গিয়েই বোঝাতে হবে । এ হলো তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের কাজ । ওরা, যারা বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে, ওরা তো নিজেরা পবিত্র থাকেই না । প্রথমে যখন কুমারী থাকে, তখন পবিত্র থাকে, তারপর পতিত হয়ে যায় । মাতারা, কন্যারা, উভয়েই রাখী বাঁধতে যায়, তারা কি পবিত্র নাকি ? মাতা তো হলো অপবিত্র, তাই অপবিত্র, অপবিত্রকে রাখী বাঁধে, তাতে লাভ তো কিছুই হয় না । প্রকৃতপক্ষে যে সত্য ঘটনা ঘটে, তারই স্মরণিকা পালন করা হয় । কৃষ্ণ জয়ন্তী যেমন হয়ে গেছে, পরে তা মানুষ পালন করে । স্মরণ করা বা বার্থ ডে পালন, এ তো এক ফ্যাশন হয়ে গেছে । এতে তো কোনো লাভই নেই কেবলমাত্র কিছু খরচ হওয়া ছাড়া । শিব জয়ন্তী পালন করা হয় অর্থাৎ বার্থ ডে পালন করে, কিন্তু ওরা তো কিছুই জানে না যে, শিব রাত্রি বা

শিব জয়ন্তী প্রকৃতপক্ষে কখন হয়েছিলো। সত্য থাকলে সেখানে লাভ হয় আর অসত্য থেকে লোকসান হয়। এ হলোই মিথ্যা দুনিয়া। মানুষ মিথ্যা রাখী উৎসব পালন করে। বাস্তবে হলো পবিত্রতার কথা। পবিত্রতারই প্রতিজ্ঞা করা হয়। এ তো এখন শুরু হয়েছে। প্রথমে তো এও জানতো না যে, পতিত পাবন কে, তিনি কিভাবে এসে রাখী বাঁধেন। তাই তোমরা কখনো পতিত হয়ে না। তোমরাও সবাইকে এই কথাই বলো -- আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো, পাবন বানান যিনি, আমরা সেই বাবার কাছ থেকে স্বর্গের স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। আমরা অবশ্যই পবিত্র হবো। যে রাবণ পতিত বানায়, তার সেনা আমাদের বড় বিরক্ত করে।

বাবা বলেন, তোমরা এখন আমার স্মরণে পাবন হতে থাকবে, তোমাদের বিকর্ম ভস্ম হবে। ভগবান উবাচঃ -- তোমরা মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে তো রাখীর কোনো কথাই নেই। পতিত পাবন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের অতীতের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর ভবিষ্যতেও কোনো বিকর্ম হবে না কেননা তোমরা পবিত্রই থাকবে। তোমরা কতো ভালোভাবে বোঝাও। ব্রহ্মাকুমার অথবা কুমারী - পুরুষ তো ব্রহ্মাকুমার, তাই না। মহিমা মাতাদের দিয়ে দিয়েছে। মাতা গুরু তো একজন হতে পারেন না। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। যারা উৎসব পালন করে, তারা অর্থ উপার্জনের জন্য অন্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। আগে ব্রাহ্মণরা তো এক ধরনের রাখীই নিয়ে যেতো। পুরুষ - মহিলা সবাইকেই বাঁধতো। এক পয়সা পেয়ে যেতো। কোনো বিত্তবান ব্যক্তি এক আনা বা দুই আনা দিয়ে দিতো। কোনো ধনী ব্যক্তি হলে এক টাকাও দিয়ে দিতো। এখন কি করে দিয়েছে। বোন রাখী বেঁধে তিলক দান করে, তারপর ভাই বোনকে ভালো উপহার দেয়। গিনিও দেবে। পঞ্চাশ টাকাও দিয়ে দেয়। এখন নিয়মই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ হলো ব্রাহ্মণদের কাজ। তোমরা তো হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, মুখ বংশাবলী। ওরা তো হলো কুল জাত বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা হও। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর পবিত্র হওয়া শুরু করো। এক বাবাই হলেন পতিত পাবন। এখন কন্যা রাখী বাঁধতে যায়, তারপর গিয়ে যদি অপবিত্র হয়, তাহলে তিলকও মুছে যায়। রাজস্ব তো আর পাওয়া যায় না। এখানে তো পরমপিতা পরমাত্মা নির্দেশ জারি করেন যে, যারা পবিত্র হবে তারা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। তোমরাই তো কেবল পবিত্র হও।

তাই তোমাদের প্রথম - প্রথম এই কথা বোঝানো উচিত যে, রাখী বন্ধন হলো পবিত্রতার নিদর্শন। তোমরা যদি এই কাম শত্রুকে জয় করো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের বন্ধন খুবই কড়া, কেননা তোমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। একথা বাবাই তোমাদের বোঝান যে, সত্যযুগ থেকে ত্রেতা পর্যন্ত তোমরা পবিত্র ছিলে, তখন পবিত্র স্বরাজ্য ছিলো। তারা কিভাবে স্বরাজ্য পেয়েছিলো - এই ড্রামার চক্র এই নিয়মেই ঘুরতে থাকে। পতিত পাবন বাবা এসে সবাইকে বলেন - তোমরা সবাই পবিত্র হও। যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, যারা কমল পুষ্প সমান পবিত্র হয়ে গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবাকে স্মরণ করে, তারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এমনই হয়েছিলো, এখনো তাই হবে। আজকালকার দুনিয়া দেখো কেমন, গীতও তো আছে, তাই না -- আজকের মানুষকে দেখো কি হয়ে গেছে। কোথায় নতুন ভারত স্বর্গ, আর কোথায় পুরানো ভারত নরক। ওখানে সবাই একে অপরকে ভালোবাসত, কেননা সেখানে সুখধাম ছিলো। এ হলো দুঃখধাম। রাবণ তোমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই রাম আর রাবণের কাহিনী বানাতে হয়েছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রামরাজ্য ছিলো, স্বরাজ্য ছিলো। বাবা এখন বলছেন - তোমরা একমাত্র আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমরা কমল পুষ্প সমান পবিত্র হও। তাহলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার রাজতিলক প্রাপ্ত করবে। আমরা রাজযোগ শিখি। এ হলো স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার পাঠক্রম। ওই তিলক তো ব্রাহ্মণরা লাগায়। এ হলো স্বরাজ্যের তিলক। তোমরা বাচ্চারা রাজস্ব প্রাপ্ত করো, যদি তোমরা তোমাদের বাবার কথা মানো তাহলেই, তাই জিজ্ঞেস করা হয় -- পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? বাবা হলেন সেই একমাত্র পতিত পাবন। তিনি বলেন, তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। বাবা এই সঙ্গম যুগেই তোমাদের পবিত্র করেন। এখন হলো সেই সঙ্গম, মৃত্যু তোমাদের সামনে উপস্থিত, তাই তিনি বলেন - তোমরা বাবার হয়ে যাও। রায়ও দিয়ে থাকেন - এ হলো বোঝার মতো কথা। আমরা হলাম ভগবানের রচনা, তাই বাবার উত্তরাধিকারই হলো স্বর্গ। বরাবর ভারতেই স্বর্গ ছিলো। তোমরা বলেও থাকো - ভক্তকে ভগবান এসেই নিজের ধামে নিয়ে যাবেন। ধাম হলো দুটি - মুক্তি আর জীবনমুক্তি। ভারত যখন জীবনমুক্ত ছিলো, তখন অন্য আত্মারা শান্তিধামে ছিলো। যখন সুখধাম ছিলো, তখন কোনো দুঃখধাম ছিলোই না। এখন সেই সুখধাম আবার দুঃখধাম হয়ে গিয়েছে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হয়, কলিযুগের পর সত্যযুগ আসে। একমাত্র বাবাই সত্যযুগ স্থাপন করেন, তিনিই হলেন পতিত পাবন। কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে আবার পবিত্র দুনিয়া তৈরী হবে। তখন আবার রামরাজ্য শুরু হয়ে যাবে। ভগবানের মহাবাক্য হলো - তোমরা কমল ফুল সমান পবিত্র হও। কাম মহাশত্রুকে জয় করো। বাকি ওই ব্রাহ্মণরা, ভাই - বোন সবাই পতিত।

পতিত, পতিতকে রাখী বাঁধে । এ তো এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান । যতক্ষণ না পতিত পাবন বাবা আসেন, ততক্ষণ স্বরাজ্য কোথায় ? বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দেন -- কিভাবে কাউকে বোঝাবে । তোমরা বলো-- প্রথমে তোমরা বলো, পতিত পাবন এসো, একথা কাকে বলো ? তোমরা গেয়েও থাকো -- তুমি মাতা - পিতা... এ কার মহিমা করো ? অবশ্যই ভগবানেরই হবে । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । তিনি যখন আসেন, তখনই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান । দ্বিতীয় কথা, তোমাদের উপর জন্ম - জন্মান্তরের বোঝা । অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ রাজ্য হয় । তোমরা দিনে - দিনে দুঃখী - পতিত হয়ে একদম ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছো । তোমাদের আয়ুও কম হয়ে গেছে । অকালে মৃত্যুও হতে থাকে । তোমরা ভোগীও হয়ে গেছো । সত্যযুগে যোগী ছিলো -- ঘর - গৃহস্থতেই থাকতো, তাঁদের বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন... সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । প্রবৃত্তি মার্গের দুনিয়া তো, তাই না । সেখানে রাজত্বও করে । বিয়েও হবে । সে হলো পাবন রাজ্য । পতিত পাবন বাবা কিভাবে নিজে পতিত দুনিয়াকে পাবন বানান, তা তোমরা বসে বোঝো । পবিত্রতার রাখীই বাঁধা হয় । বন্দে মাতরম তো বলা হয়, তাই না । কন্যাই মাতা হয় । এখানে কন্যা, মাতা, পুরুষ সবাই পতিত থেকে পাবন হয় । পতিত পাবন বাবা এসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান যে - "মন্মথানাভব ।" তোমরা পবিত্র হও এবং আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হওয়ার আর অন্য কোনো উপায় নেই । সাজা যদি ভোগ করো তাহলে রাজপদও প্রাপ্ত করতে পারবে না । যারা যোগে থেকে বিকর্মজিৎ হবে তারাই বিকর্মজিৎ রাজা হতে পারবে । বিকর্মজিৎ সংবৎ ১ থেকে ২৫০০ বছর পর্যন্ত তারপর বিক্রম রাজার সংবৎ ২৫০০ বছর থেকে ৫ হাজার বছর পর্যন্ত । মানুষ এই সম্বৎকে জানে না । বিকর্মজিৎ বাদশাহী সত্যযুগ আর ত্রেতাতে চলে, একে মানুষ লক্ষ বছর বলে দিয়েছে । আর বিক্রম সম্বৎকে ২ হাজার বছর দিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে অর্ধেক - অর্ধেক হওয়া উচিত । এই সব কথা বোঝার মতো কথা । সর্বপ্রথম কথা হলো পতিত পাবন কে ? পতিত মানুষই তাঁকে স্মরণ করে । পাবন স্মরণ করে না । ওখানে তো সুখই থাকে, তাই স্মরণ করে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) যোগে থেকে বিকর্মজিৎ হতে হবে । বিকর্মকে জয় করলেই বিকর্মজিৎ রাজা হতে পারবে । নিজেকে নিজেই স্বরাজ্যের তিলক দিতে হবে ।

২) পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । কমল পুষ্প সমান থাকতে হবে ।

বরদান:- নলেজের শক্তির দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে শাসন করে সফল স্বরাজ্য অধিকারী হবে
প্রত্যহ নিজের সহযোগী সর্ব কর্মচারীদের রাজ্য দরবার লাগাও আর চেক করো কোনো কর্মেন্দ্রিয় বা কর্মচারীর দ্বারা বার বার ভুল তো হয়ে যায় না । কেননা ভুল কার্য করতে করতে সংস্কার দূট হয়ে যায়, তাই জ্ঞানের শক্তির দ্বারা চেক করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করে দাও, তখনই বলা হবে সফল স্বরাজ্য অধিকারী । এমন স্বরাজ্য চালাতে যে সফল হয়, তার সম্পর্কে আসা সর্ব আত্মা সন্তুষ্ট থাকে, সে সকলের শুভেচ্ছার পাত্র হয়ে যায় ।

স্লোগান:- প্রতি মুহূর্তে করন-করাবনহার বাবা যদি স্মরণে থাকে তাহলে আমিত্ব ভাবের অহমিকা আসতে পারে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য ডবল হিংসা ত্যাগ করতে হবে, অস্ত্রাত যোদ্ধা হয়ে মায়া রূপী শত্রুকে জয় করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - ছোট মুখে বড় কথা.... এই প্রবাদ কার জন্য এবং কেন প্রসিদ্ধ ?

*উত্তরঃ - এই প্রবাদ পরমাত্মার জন্য। তিনি একজন সাধারণ শরীরে বসে ছোট মুখ দিয়ে তোমাদের বড়-বড় কথা (ঐশ্বরীয় জ্ঞান) শোনান। গরিবের বন্ধু বাবা তোমাদের গরিব থেকে বিত্তবান করে তোলেন। তোমরা বাচ্চারাও বলে থাকো আমরা শক্তিশালী উত্তরাধিকারী। আমরা রাবণকে জয় করে সম্পূর্ণ বিশ্বে স্বর্গ স্থাপনা করছি। সুতরাং এটাও ঠিক যেন ছোট মুখে বড় কথা শোনানো। মানুষ এইসব কথা শুনে হাসে, কিছুই বুঝতে পারে না। তোমাদের মতো করে কথা আর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে আর এর অর্থও বুঝেছে, দূত বিশ্বাসের সাথে বসেছে যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়, সেই বাবা এখন এসেছেন। পতিত-পাবনের সাথে গরিবের বন্ধু শব্দটিও চলে আসে। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া নরক হয়ে গেছে। গরিবও আছে অসংখ্য। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই গরিব হয়ে গেছে। এমন ভেবো না যে রাশিয়া, আমেরিকা বিত্তবান, তা নয়। তাদের কাছে যা কিছু অল্প-স্বল্প আছে, সেটা স্বর্গের তুলনায় কিছুই নয়। সব সাধন, বৈভব একত্র করলেও সে'সব স্বর্গের তুলনায় কিছুই নয়। যদিও লিখে থাকে চায়না (চীন) এতো মিলিয়ন পাউন্ড সোনা কিনতে পারে। আমেরিকাও তো এমনই বিত্তবান। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের যে রাজধানী বা স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে, তার কাছে ওসব কিছুই নয়। এতো সব থাকতেও গরিব। স্বর্গের তুলনায় সম্পূর্ণ বিশ্বই গরিব। এই বাবার নামই হচ্ছে গরিবের বন্ধু বা নাথ। ভারত স্বর্গে কত ধনবান ছিল। তুলনা করা যেতে পারে। এখন দেখো কি অবস্থা হয়েছে। গরিবের বন্ধু বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন এবং তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তোমরা জানো বাবা আমাদের কত বিত্তবান করে তোলেন। আমরা মহারাজা মহারানী কত বিত্তবান হই। ভক্তি মার্গে কত সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে। সুতরাং বাবা গরিবের বন্ধু এই নাম তো শোভা পায়, তাইনা। ওটা হচ্ছে নতুন দুনিয়া। এটা হলো পুরানো দুনিয়া। বুঝতে পারে যে পুরানো দুনিয়ার মানুষের কি অবস্থা হয়ে গেছে। স্বর্গ তো সুখের ভান্ডার। কেউ তো এই দুঃখের দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য আছে না ? কিভাবে পরিবর্তন করে। সেটাও তোমরা জানো। কোনো লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি করার ব্যাপার নেই। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। দুনিয়া পরিবর্তন তো কৃষ্ণ করতে পারে না। দুনিয়াকে পরিবর্তন করেন যিনি তাঁকে গড বলা হয়। এখন তোমরা বুঝেছ বাবা আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে তুলছেন। আমরা তো কিছুই জানতাম না। আমরাই বিশ্বের মহারাজা মহারানী হই। নামই তার গোল্ডেন এজ, সোনার দুনিয়া। দ্বারকাকেও সোনার বলা হয়। দ্বারকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ শহর সোনার। সুতরাং নিশ্চয়ই অগাধ ধন হবে, বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। বাবা বলেন তোমরা যত এগিয়ে যাবে ততই ক্ষণে ক্ষণে সাক্ষাৎকার হবে। নিজের দেশ যত কাছে এগিয়ে আসে মনে হয় এক্ষুনি পৌঁছে যাব। তোমরা জানো লড়াইও অবশ্যই হবে তবেই এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। যেমন দেখা দিল্লী পুরানো ছিল, এখন নতুন তৈরি করেছে। তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে গেছে, এরপর পরিস্থান হবে। বাবা আমাদের নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। ভারতের আজ সেই দিন এসেছে – গরিব ভারত বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী পেতে চলেছে। নতুন দিল্লীকে তো সমগ্র দুনিয়া বলা যাবে না। নতুন দুনিয়াতে নতুন দিল্লী বলবে। গান্ধীজি বলতেন এখনও মানুষজন বলে যে রামরাজ্য হোক। সুতরাং বোঝা উচিত যে নিশ্চয়ই এটা রাবণ রাজ্য। বলে থাকে অমুক স্বর্গে গেছে। নিশ্চয়ই নরকে ছিল, তবেই তো স্বর্গে গেছে। স্বর্গে এই কথা বলা হয় না। এখানে যেমন স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে তেমনই বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় হেভেনলি অ্যাবোড (স্বর্গীয় আবাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন)। ঐ হেভেন কোন্ ধর্মের নিবাস স্থান ? গডফাদারই হেভেন স্থাপন করেন। তোমরা দেখ কত সাধারণ ভাবে তিনি বসে আছেন। ড্রামার রহস্য সম্পর্কে তোমরাই জানো। যে সিন (দৃশ্য) যে সময় চলছে সেটাই পরে রিপিট হয়। আবারও ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। ক্রাইস্টকে ক্রসে চড়িয়েছিল, সেটা পাস্ট হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী যা পুনরায় রিপিট হবে। ক্রিস্টান ধর্ম থাকবে না, পরে ক্রাইস্ট এসে স্থাপন করবে। এ'সব বিষয় তোমরা ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতেই নেই। বাবা বলেন আমি পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। টিচার বলবে আমি তোমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য শোনাচ্ছি। এই নলেজ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এ'সব বিষয় শাস্ত্রতেও

নেই। এরা খোড়াই এই বিষয়ে বোঝে। ক্রাইস্ট আবারও ৩ হাজার বছর পরে আসবে। এখন ২ হাজার বছর হয়েছে সুতরাং ৫ হাজার বছরের হিসেব হলো না! কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই বসেনা।

তোমরা বাচ্চারা জানো পুনরায় স্বর্গ স্থাপনা হচ্ছে। কোনো লড়াই ইত্যাদি নেই। বাবা কখনো হিংসার পথ দেখান না। তোমরা বাবা দ্বারা ডবল অহিংসক হয়ে ডবল মুকুটধারী হচ্ছে। বাবা বলেন – কাম মহাশত্রু। তাকে জয় করতে পারলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এখন সেই সময়। সরকমস্ট্যানসেসও (পরিস্থিতি) দেখতে পাচ্ছ। এই ভারতের লড়াইও ৫ হাজার বছর আগে হয়েছিল। তারপর কারা বিজয়ী হয়েছে? যাদব কৌরব সবাই শেষ হওয়ার পর রেজাল্ট কি হলো? কিছুই দেখায়নি। বাবা এলেন, মহাভারতের লড়াই হলো তারপর কি হলো? দেখিয়েছে পান্ডব পাহাড়ে গলে মারা গেছে। কুকুরও সাথে দেখানো হয়েছে। কিছুই বোঝেনা। অসীমের কত বড় চক্র, কত ধর্ম। তোমাদের বুদ্ধিতে নটশেলের (সংক্ষিপ্তাকারে) সম্পূর্ণ রহস্য আছে। প্রথম-প্রথম তোমরা খুব বিতর্কালী ছিলে। এখন অনেক গরিব হয়ে গেছে। এখন জনসংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এটা বোঝে এবং বলেও থাকে পরিস্থিতি এমনই ছিল। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করছি - কল্প পূর্ব অনুসারে। এই নেশা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তাইনা। গুপ্ত আননোন ওয়ারিয়র্স (অজ্ঞাত যোদ্ধা) বলা হয় না? তোমরা বাস্তবে প্রকৃতপক্ষেই অজ্ঞাত, কিন্তু ভেরি ওয়েলস নোন (খুব ভালো ভাবেই পরিচিত)। ওরা বলে থাকে – আননোন ওয়ারিওয়র্স, তবুও এতো ওয়েল নোন (পরিচিত) যে বড় বড় মানুষও যায় ফুল অর্পণ করতে। তোমরাও কত প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তোমাদের উপরেও কত ফুল অর্পণ করবে, কত মন্দির নির্মাণ করবে। এখন তোমাদের কেউ জানেনা। ওরা তো বন্দুক- বাজি ইত্যাদির মাধ্যমেই মারা যায়। তোমরা ভারতকে স্বর্গ করে তোলা, তারপর তোমরা বিষ্ণু মালা বা রুদ্র মালায় চলে যাও। কিন্তু এটাও কেউ-ই বোঝে না যে শিব শক্তি পান্ডব সেনারা কি করেছিল। এখনও জানেনা যে তোমরা কি করতে চলেছ। তোমরা হলে কত বিস্ময়কর ওয়ারিয়র্স (যোদ্ধা)। তোমাদের যুদ্ধ কার সাথে? রাবণের সাথে। তোমরা যদি কাউকে বলে যে আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি তারা শুনে হাসবে। বলা হয় না যে – ছোট মুখে বড়-বড় কথা বলে। আমরা স্বর্গ স্থাপনা করছি। তোমাদের মতো করে কথা বলা কারো আসবে না। অসীমের পিতা এসে এই ছোট মুখে কত বড় কথা (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) শোনান। ওরা কৃষ্ণের জন্য বলে থাকে ছোট মুখে বড় কথা। কিন্তু কৃষ্ণ তো ছোট। বাচ্চাদের মুখ তো ছোটই হয়। ছোট মুখে বড় কথা এটা পরমাত্মার জন্য বলা হয়। বাবা হলেন গরিবের বন্ধু। সবাইকে সাহায্য করে তোলেন। পুরানো শরীরে তিনি আসেন। তোমরা গরিব, ভারতও গরিব হয়ে গেছে, তাদের পিতাই গরিবের বন্ধু হন। তোমরা বলে থাকো বাবা এসে নরককে স্বর্গ করে তোলেন। কত গুহ্য বিষয়। বলে থাকে ভারতকে কিভাবে স্বর্গ করে তুলবে? কিভাবে এটা সম্ভব হবে? কলেজ দেখো কেমন! কে পড়ান? এর দ্বারাই তোমরা কত উচ্চ পদ পেয়ে থাকো। দেখ তোমরা কিভাবে বসেছ। কি চমৎকার তাইনা। কল্পে-কল্পে এমনটাই হবে। শুরু থেকেই যেভাবে হয়ে আসছে, বাবা যেভাবে এসেছেন তারই পুনরাবৃত্তি হবে। এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে বসে বুমিয়ে থাকেন। তুমি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানো না, আমিই এসে বলে থাকি। নিশ্চয় তারই হবে যার কল্প পূর্বেও হয়েছিল। মায়াও কম নয়। নিশ্চয় হয়ে অন্যদেরও নিশ্চয় করে তোলার পরেও মায়া এসে সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয়। তারপর যারা সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়, তাদের আবারও নিশ্চয় বুদ্ধি করে তোলা হয়। বোঝে যে প্রকৃত অর্থেই বাবার নলেজ বড়ই চমৎকার, সেইজন্যই বলা হয় ভগবানের গতি মতি ভগবানই জানেন। গরিবের বন্ধু বাবা এসে কত বিত্তবান করে তোলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বকে পাল্টে দেন। তাকে রিজুভিনেট (পুনরায় তারুণ্য প্রদান করে) করে কায়া কল্পতরুও করে দেন। তোমাদের কায়া (শরীর) কেমন ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যায়। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, সত্যযুগে আমাদের আয়ু দীর্ঘ ছিল। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতাম। এখানে দেখো কি অবস্থা হয়েছে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। বাচ্চারা তোমাদের সাক্ষাৎকারও করানো হয়েছে। তোমরা যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাও, কেউ সামনে উপস্থিত হলে তার সাক্ষাৎকার হয়ে যায় – মনে করে এ তো দেবী, সাথে সাথে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদের কত সামলে রাখেন, সেইজন্যই তোমাদের নাম শক্তি রাখা হয়েছে। তোমাদের দেখে সব মানুষ ভয় পাবে। কালীকে কত ভয় পায়। কালীর ভয়ঙ্কর রূপ দেখানো হয়। এটাও সাক্ষাৎকার হয়েছে। কোনো চোর সামনে এসে কালীর রূপ দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। কত সামলে রাখেন, রক্ষাও করেন। কার থেকে? রাবণের থেকে। তোমাদের কত রকম যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন। বাবাকে স্মরণ করলে মায়া ধারেকাছেও আসবে না, সেইজন্যই বাবা বলেন নিজের কাছে চার্ট অবশ্যই রাখো। এটা হল তোমাদের রেস। যখন রেস শুরু হয়, তখন তাদের দেখাশোনা করার জন্য কেউ থাকে। যাতে কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়। তোমাদের তো শ্রীমতে চলতে হবে, সেইজন্য বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। মায়া অনেক বিকল্প (ব্যর্থ সংকল্প) নিয়ে আসবে। তখন মনে হবে আগে তো এমন ভাবনা আসেনি। এখন তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি তবুও এই সঙ্কল্প কেন আসছে। ঘুম্নে অনেক স্বপ্নও আসবে। কিন্তু মায়ার তুফানে ভয় পেলে চলবে না। কাম অগ্নিতে জ্বলা উচিত নয়। বাবা বুমিয়েছেন এই সময় সবাই কামনার চিতায় বসে জ্বলে মরছে। দুর্গন্ধময় করে তুলছে। বিদেশে ৪-৫

টি সন্তানের জন্ম দেয় যারা তাদের উপহার দেওয়া হয়। সংবাদপত্রে এমন অনেক খবর আসে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়ার খবর শোনান- কি - কি হচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমেও জানা যায় কোথাও লড়াই ছড়িয়ে পড়েনি তো ! তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা বিত্তবান হতে চলেছি। স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। ওখানে প্রজারাও বিত্তবান হয়। তাদের কাছে অপ্রাপ্ত বলে কোনো জিনিসই থাকে না, যার জন্য আবিষ্কার করতে হবে। কৃষ্ণ তো অত্যধিক বিত্তবান, শিববাবার কাছে কি কোনো টাকাপয়সা ইত্যাদি আছে ? কৃষ্ণ তো বৈকুণ্ঠের মালিক। তোমরা জানো যে আমাদের লক্ষ্য কত বড়। এই লক্ষী-নারায়ণ অবশ্যই মহারাজা মহারানী ছিল। এখন নেই। এখন পুনরায় বাবা এমনই করে তুলছেন। এরা এখন কত গরিব হয়ে গেছে, কত বিত্তবান ছিল। তোমাদের এই লক্ষী-নারায়ণের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী সম্পর্কে জানা আছে। এমন কোনো মানুষ আছে যার নিজের ৮৪ জন্ম সম্পর্কে জানা আছে ? তোমরা এখন কত উচ্চ শিক্ষা পেয়ে থাকো। বলে থাকেন একমাত্র বাবা। ওঁনার নামে কত মন্দির তৈরি করে থাকে। তোমরা বলবে আমরাই রাজত্ব করেছিলাম। আমাদের জন্য কত মন্দির তৈরি করেছে। সারা দিন এসব বিষয়ে মনন করে উৎফুল্ল থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার তুফানে ভীত হবে না, স্মরণের রেস করতে হবে। স্মরণের চাট রাখতে হবে। স্মরণই হলো সেক্টীর সাধন (উপায়)।

২) শ্রীমৎ অনুসারে আমরা রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা আন-নোন (গুপ্ত) কিন্তু ভেরি ওয়েলনোন (সুপ্রসিদ্ধ) ওয়্যারিয়র্স (যোদ্ধা)। এই রূহানী নেশায় থাকতে হবে।

বরদান:- পরমাত্মার ভালোবাসার শক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা পদমাপদম ভাগ্যবান ভব পদ্মগুণ ভাগ্যবান বাচ্চারা সদা পরমাত্মার ভালোবাসাতে লভনীয় হয়ে থাকে। পরমাত্মার ভালোবাসার শক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে বদলে দেয়। অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়। কঠিনও সহজ হয়ে যায়। কেননা বাপদাদার প্রতিশ্রুতি হল যে, সকল সমস্যাকে পার করবার জন্য তিনি স্নেহের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। কিন্তু কেবলমাত্র কখনো কখনো প্রীতি রাখো এমন নয়, বরং সদা প্রীতির দায়িত্ব পালনকারী হয়ে ওঠো।

স্লোগান:- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার আচরণের দ্বারা আশীর্বাদ (দুয়া) জমা করে নাও, তবে পাহাড় প্রমাণ বিষয়ও তুলোর মতো (হালকা) অনুভব হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্ভারা - এখন তোমাদের আসুরীয় অবগুণ নিরসন করে ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করতে হবে, বাবার থেকে নিজেদের ২১ জন্মের স্বরাজ্য নিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাম্ভারা, বাবার এমন কোন্ কার্য সম্পন্ন হতে থাকে যা তোমাদেরও করা উচিত ?

*উত্তরঃ - বাবার কাজ হলো সকলকে জ্ঞান আর যোগ শেখানো। বাম্ভারা, এই কাজ তোমাদেরকেও করতে হবে। অপবিত্রদের পবিত্র করতে হবে। তোমাদের কাজই হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী) সার্ভিস করা। কোনো-কোনো বাম্ভা শরীর ত্যাগ করে চলে যায় পুনরায় নতুন শরীর ধারণ করে এই কাজই করে থাকে। দিনে-দিনে তোমাদের সার্ভিস বাড়তে থাকবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । এই গান এখানেই শোভা পায়, কারণ এ হলো সর্বোচ্চ শিববাবার মহিমা। রুদ্রবাবা নয়, শিববাবা। শিব বা রুদ্র বাবা সঠিক। তবুও শিববাবা বললে ভালো লাগে। তোমরাও শরীর নিয়ে বসে রয়েছো। বাবা ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন। নাহলে শিববাবা কিভাবে বলতে পারবেন। তিনি হলেন চৈতন্য, সত্য, জ্ঞানের সাগর। অবশ্যই জ্ঞানই শোনাবেন। নিজের পরিচয় দেওয়া, সেও তো জ্ঞানই হলো। আবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান অর্থাৎ বুঝিয়ে থাকেন। একেও জ্ঞানই বলা হয়ে থাকে। কাউকে বোঝানো, এ'টাই জ্ঞান দান করা। সেও আবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বোঝানো জ্ঞান। সে তো ঈশ্বরই স্বয়ং পরিচয় দেন। ইংরেজীতে বলাও হয়ে থাকে -- ফাদার শো'জ সন। বাবা এসে নিজের এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন। ঋষি, মুনি ইত্যাদি সকলেই বলেছেন যে আমরা রচয়িতা এবং রচনাকে জানি না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন তাই এখন বোঝা যায় যে এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ উচ্চ থেকেও উচ্চ পদ লাভ করে। অবশ্যই উচ্চ থেকেও উচ্চ পদ হলোই দেবী-দেবতাদের। বাম্ভারা, এখন তোমরা জানো যে অখন্ড, অটল, পবিত্রতা, সুখ-শান্তি-সম্পত্তিই হলো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, যা পুনরায় প্রাপ্ত করছি। ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার হলো সুখধাম আর আসুরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার হলো এই দুঃখধাম। রাবণের দ্বারাই আমরা পতিত হয়ে যাই। রাবণের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ই পতিত হওয়ার। পুনরায় পতিত থেকে পবিত্র একমাত্র পরমাত্মা রামই করেন। একথা কারোর জানা নেই যে রাবণ হলো ভারতের অর্ধকল্প পুরোনো শত্রু। বলাও হয়ে থাকে যে রাম-রাজ্য চাই অর্থাৎ এখন রাবণ-রাজ্য রয়েছে। কিন্তু নিজেকে পতিত বা রাবণ মনে করে না। এখন এই আসুরীয় সম্প্রদায় পরিবর্তিত হয়ে দৈবী-সম্প্রদায় গঠিত হতে চলেছে। তোমরা এখানে আসোও আসুরীয় অবগুণগুলিকে নিষ্কাশিত করে ঈশ্বরীয় গুণগুলি ধারণ করতে। ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করান বাবা-ই। তোমরা জানো যে আমরা এসেছি অসীম জগতের পিতার থেকে পুনরায় নিজেদের জন্মসিদ্ধ অধিকার ২১ জন্মের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে। এখানে বসেই আছে সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে। যে স্বরাজ্য তোমরা প্রতিকল্পে প্রাপ্ত করে এসেছো। হারিয়ে ফেলো আবার ফিরে পাও। এ তো বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তাই না! এখন আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাই। উত্তরাধিকার প্রাপ্তকারী বাম্ভাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না! এ তো বুদ্ধিতে আসা উচিত - আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে রয়েছি উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। উনি ব্রহ্মার মুখ মাধ্যমে আমাদের শুনিয়ে থাকেন। যিনি দত্তক নেন তাঁকে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ বলা হবে। এ হলো জ্ঞান-যজ্ঞ, এছাড়া যজ্ঞ বলা বা পাঠশালা, একই কথা হলো। যখন রুদ্র-যজ্ঞ রচনা করেন তখন পাঠশালাও বানিয়ে দেন। একদিকে বেদ-শাস্ত্রাদি, একদিকে গীতা, একদিকে রামায়ণ ইত্যাদি রাখে। যারা রামায়ণ শুনবে তারা ওদের দিকে গিয়ে শুনবে, যারা গীতা শুনবে তারা এদের কাছে গিয়ে শুনুক। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যেখানে সবকিছু স্বাধা হয়ে যাবে। সৃষ্টির অন্ত অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞেরও অন্ত। জ্ঞান যজ্ঞ তো একটাই। বাকি যে অনেক রকমের যজ্ঞ আছে -- এ'সব হলো মেটেরিয়াল(পার্থিব) যজ্ঞ। যার মধ্যে যব, তিল ইত্যাদি সামগ্রী অর্পণ করা হয়ে থাকে। এ হলো অসীমের যজ্ঞ যার মধ্যে এইসব স্বাধা হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে জন্ম হবে। ওখানে দুঃখ দেওয়ার মতন কোনো বস্তুই থাকে না। এখানে তো কত দুঃখ থাকে। অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ,রোগ উৎপন্ন হচ্ছে। ড্রামায় এ'সকল পূর্ব নির্ধারিত। যেমন মানুষ তেমনই বিভিন্ন ধরনের রোগ উৎপন্ন হচ্ছে। একে বলাই হয় দুঃখধাম, শোক-বাটিকা। মানুষ দুঃখী কারণ রাবণ রাজ্য রয়েছে। রাম রাজ্যে রাবণ থাকেই না। অর্ধেক কল্প হলো সুখধাম, অর্ধেক কল্প হলো দুঃখধাম। রাম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয়ে থাকে। এক হলো রুদ্রমালা নিরাকার আত্মাদের আর তারপর বিষ্ণুর মালা হয় সাকারী। সে'টা হলো রাজত্বের জন্য। তারপর সেখানে নশ্বরের ক্রমান্বয়ে রাজ্য করে থাকে। বাম্ভারা, এ তোমাদের ভালভাবে বুঝতে

এবং বোঝাতে হবে। যত সময় অতিক্রান্ত হতে থাকবে ততই জ্ঞান ছোট হতে থাকবে। এত ছোট্ট করে বোঝানোর জন্য বাবা যুক্তি রচনা করছেন। বিনাশের সময় মানুষের বৈরাগ্য আসবে। তখন বুঝবে যে অবশ্যই এ হলো সেই ভয়ঙ্কর মহাভারতের যুদ্ধ। অবশ্যই নিরাকার ঈশ্বরই হবেন, কৃষ্ণ তো হতে পারে না। নিরাকারকেই সকলের পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা বলা হয়ে থাকে। এই টাইটেল আর কাউকে দিতে পারো না।

বাবা এও বুঝিয়েছেন যে পবিত্র দেবতারা কখনো অপবিত্র দুনিয়ায় পা রাখতে পারে না। তোমরা লক্ষ্মীর থেকে ধনসম্পদ চাও কিন্তু লক্ষ্মী কোথা থেকে আসবে? এখানেও মাঝা, বাবার থেকে ধন নিয়ে থাকে। এখানে সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মা। ওখানেও দুজনকে অবশ্যই চাই। তার তো কিছু লক্ষণ থাকতে হবে। কোথা থেকে ধন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য মহালক্ষ্মীর পূজা হয়ে থাকে। ওঁনাকে ৪ ভূজ দেওয়া হয়। পা তো এতগুলি দেয় না। রাবণকে ১০টি মুখ দেয়। পা তো দেয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে এইরকম মানুষ হয় না। এ তো বোঝানোর জন্য। যখন কারোর পতি মারা যায় তখন তার আত্মাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু আসবে কীভাবে? ব্রাহ্মণের শরীরে আসে। আহ্বান করা হয়ে থাকে। এই রীতি-রেওয়াজ ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে। তারপর যা হয়, ওখানে আত্মারা এসে থাকে। আত্মাকে আহ্বান করে ভোজন করানো হয়। বাচ্চারা, এখানে তো বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের খাওয়ান। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কাজই হলো এই সেবার। শরীর ত্যাগ করে কোথাও জন্ম নিয়ে পুনরায় পরিশ্রম করে। তোমাদের কাজই হলো পতিতকে পবিত্র করার। তোমরা ভবিষ্যতে দেখবে যে কিভাবে সার্ভিস বৃদ্ধি পায়। কল্পপূর্বেও এমনই হয়েছিল, সেই রীলই চলছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে যাকিছু হচ্ছে তা পূর্ব কল্পের মতনই। বাবাও জ্ঞান আর যোগ শেখানোর সেই অ্যাক্টই করেন, যা কল্পপূর্বে করেছিলেন। এতে সামান্যতম অন্তরও হতে পারে না। এ হলো ড্রামা, তাই না! আমরা আত্মারা ঘর থেকে আসি, তাই না! মনুষ্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। ৮৪ চক্র আর ড্রামার চক্রকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে হবে। আর কেউ জানে না, স্বয়ং আমরাই জানতাম না। তোমরাই কল্পপূর্বে জেনেছিলে, আর পুনরায় এখন জানছো। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এখন বুঝেছো। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন বাবা, তিনিই উত্তরাধিকার দেন। তারপর হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, পুনরায় তিনিই পালন করেন, বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে। বিষ্ণুপুরী বলা বা লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরীই বলা, কথা তো একই। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত করছি, ২১ জন্মের জন্য। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আমার ছিলে, আমিই তোমাদের ভূমিকা পালনের জন্য পাঠিয়েছি। এও ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। কেউ কোথাও যায় না। তোমরা এও বোঝ, যে ভালভাবে পুরুষার্থ করবে সে পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে সুখধামে আসবে। তোমরা স্মরণ করে থাকো সুখধামকে। জানো যে, এ হলো দুঃখধাম, আর কারোর জানা নেই। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে এ হলো দুঃখধাম। তোমরা সুখধাম স্থাপনকারী বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তোমরা জীবিতাবস্থায় তাঁর হয়ে গেছো। রাজার দ্বারা অ্যাডপ্ট হলে তখন মনে করে -- আমি ওঁনার। প্রথমেও লৌকিক আর দ্বিতীয়ও লৌকিক সম্বন্ধই থাকে। এখানে অলৌকিক পরে পারলৌকিক হয়ে যায়। তোমরা জানো যে এখন আমরা রামের হয়েছি। বাকি আর সকলেই হলো রাবণ কুলের। একদিকে তারা, অন্যদিকে আমরা। আত্মা মনে করে, অবশ্যই আমি ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি। আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন (জন্ম) নিয়ে থাকি। পুরুষার্থ করছি -- জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন, সঙ্গতিদাতা বাবার মাধ্যমে। উনি এই ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। পড়ে আত্মা। আত্মার মধ্যেই ব্যারিস্টারী ইত্যাদির সংস্কার রয়েছে, তাই না! আত্মা বলে থাকে -- কর্মেন্দ্রিয়ের (অরগ্যান্স) দ্বারা। আত্মা-অভিমানী হতে তোমাদের অত্যন্ত পরিশ্রম হয়। বাবা রায় দেন -- অমৃতবেলার মুহূর্ত অত্যন্ত সুবিদিত (নামী)। সেইসময়েই নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের আত্মায় যে জং পড়েছে তা পরিস্কার হয়ে যাবে। এখানে তোমরা বাবার স্মরণে বসো আর কোনো কষ্টের কথা নেই। যে'রকম বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ওই (লৌকিক) আত্মা শরীরকে স্মরণ করে। আর এখন তোমরা আত্মারা নিজেদের বাবাকে স্মরণ করো। এখন বাবা বলেন -- আমি হলাম অসীম জগতের পিতা তাহলে অবশ্যই অসীম জগতের সুখই দেবো। কল্পপূর্বেও দিয়েছিলাম। বরাবর ভারতই বিশ্বের মালিক ছিল। শত্রু ইত্যাদি কেউ ছিল না। তোমরা এখন সুখধামের মালিক হতে চলেছো। তোমরা যারা স্বর্গের উপযুক্ত ছিলে, এখন নরকের যোগ্য হয়ে গেছো, পুনরায় স্বর্গের উপযুক্ত করে তুলতে বাবা এসেছেন। প্রথমে নিরাকার শিবের জয়ন্তী হয়, তারপর গীতা জয়ন্তী হয়ে থাকে। শিববাবা যখন আসেন তখনই ভগবানুবাচ হয়। তাহলে গীতারও তো জয়ন্তী(জন্মদিন) হয়ে গেলো, তাই না! বাবা এসে যা শুনিয়েছেন, তারই পুনরায় গীতা রচিত হয়েছে(সেই কথাই বইয়ের আকারে রচিত হয়েছে)। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে রাবণ কাকে বলা হয়ে থাকে। এখন এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কল্পপূর্বেও এই দুনিয়া বদল হয়েছিল। কত ভালভাবে বোঝান হয়ে থাকে। পরিশ্রম আছে, ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমলফুলের মতন পবিত্র থেকে তারপর সাথে থেকে কোর্স করাও। টিচারকে জিজ্ঞেস করো। কোর্স তো অতি

সহজ। ঘরে থেকে আমায় স্মরণ করে রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। ৭ দিন বোঝার মতো খুব কমই উঠে আসে। প্রত্যেকটি মানুষের নাড়ি দেখা (পরীক্ষা) হয়। দেখা হয় যে এদের মনোযোগ অত্যন্ত ভালো। ছটপট করতে থাকে, আমরা সামনে থেকে বাবার জ্ঞান শুনবো। তাদের চেহারা বাতাবরণ থেকেই বুঝতে পারো। নাড়ি সম্পূর্ণরূপে না বোঝার কারণে ভালো ভালোরাও চলে যায়। ৭ দিন সময় নেই, কি করবো? কেউ বলে দর্শন করাও। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ?

ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো তোমরাও, তাই না! শিববাবার পৌত্র, তাহলে ব্রহ্মাবাবার সন্তান হয়ে গেলে। বাবা স্বর্গের রচয়িতা। তাই অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রদান করে থাকেন। রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বুঝিয়ে পুনরায় লেখানো উচিত। একদিনও কেউ ভালভাবে বুঝতে পারে। এমন তীক্ষ্ণ বেরোবে যে অনেক গ্যালপ (দ্রুতবেগে) করে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে প্রেমপূর্বক স্মরণ করে আত্ম-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারা বিকারের জং নিষ্কাশিত করতে হবে।

২) ঘর-গৃহস্থ থেকে পদ্মফুলের মতন হওয়ার অনুশীলন করতে হবে। প্রত্যেকের নাড়ি বা মনোযোগ দেখে জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

বরদানঃ:- শিক্ষক হওয়ার সাথে-সাথে করুণার ভাবনা রেখে ক্ষমা প্রদানকারী মাস্টার মাসীফুল (করুণাময়) ভব সকলের আশীর্বাদ নিতে হলে শিক্ষক হওয়ার সাথে-সাথে মাস্টার মাসীফুলও হও। দয়ালু হয়ে ক্ষমা করে দাও তবেই এই ক্ষমা করা শিক্ষা প্রদান করা হয়ে যাবে। কেবল শিক্ষকই হবে না, ক্ষমাও করতে হবে - এই সংস্কারের দ্বারাই সকলকে আশীর্বাদ দিতে পারবে। এখন থেকেই সকলকে আশীর্বাদ দেওয়ার সংস্কার পাকা করো তবেই তোমাদের জড় চিত্রগুলির থেকেও আশীর্বাদ নিতে থাকবে, এরজন্য প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমতানুসারে চলে আশীর্বাদের খাজানা ভরপুর করে নাও।

স্লোগানঃ:- যাদের ঝুলি পরমাত্ম-আশীর্বাদে পরিপূর্ণ, তাদের কাছে মায়া আসতেই পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা পঠন-পাঠনে কখনো ক্লান্ত হয়ো না, অক্লান্ত হতে হবে, অক্লান্ত হওয়া অর্থাৎ কর্মাতিত অবস্থা প্রাপ্ত করা"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছো আর কেন ?

*উত্তরঃ - তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো যে কাউকে দুঃখ দেবো না। সকলকে সুখের রাস্তা বলে দেবো।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের পালনা যন্ত্রের থেকে হয়?

*উত্তরঃ - যারা নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ হৃদয় থেকে সবকিছুই স্যারেন্ডার করে দেয়। তারা থাকে গৃহস্থ ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যও করে কিন্তু ট্রাস্টি থাকে। যেন শিববাবার খাজানা থেকে আহালাদি গ্রহণ করে।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবাকে পেয়ে গেছে আর এখন অনুভবের দ্বারা বলে যে যথার্থ কাঁটা থেকে ফুল আর কেউই বানাতে পারেন না। ভারত দেবী ফুলের পরিস্থান ছিল। এখন কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন যা কিছু শুনছো সেগুলি মহাবাক্যই শুনছো, এগুলি শোনান যিনি তিনি হলেন উঁচুর থেকে উঁচু পিতা তাই না। ওঁনার এক একটি বাক্যই হল মহান। মহান সুখের সাগর। মহান জ্ঞানের সাগর। মহান শান্তির সাগর। বাচ্চারা ভালোভাবে বুঝে গেছে যে পূর্বে প্রতিটি কথায় কাঁটা ছিল। প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অপরকে দুঃখই দিতাম। এখন আমরা নিজেরাই কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি। যেমন বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা সে'রকমই বাচ্চাদেরও হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না, প্রত্যেককে সুখধামের রাস্তা বলতে হবে। এই সকল ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা কার মতের আধারে চলে? শ্রীমতের আধারে। ব্রহ্মার মতের কথা গায়নেও আছে। এমনিতেও সকলকে বলে যে - গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, কিন্তু গুরুকে আবার ভগবান বলা যায় না। তাদেরকে দেবতা বলা হয়। মাতা-পিতাও বলা যায় না। বাবা বোঝান যে লৌকিক মাতা-পিতার থেকে তো অল্পকালের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রাপ্তির পরেও আবার পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকে তো স্মরণ করবে না। ওনাদেরকে মাতা-পিতা বলবে না। ওনারা তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী তাই না। ওনাদের ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলে। এতো সব বাচ্চারা কাউকেই

মাতা-পিতা বলতে পারে না। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণকেও সকলে মাতা-পিতা বলতে পারবে না। এই পারলৌকিক মাতা-পিতার জন্যই গায়ন করে। তোমরা মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার.... অনেক প্রকারের আশীর্বাদ, কৃপা চাইতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বেহদের পিতা কিরূপ আশীর্বাদ অথবা কৃপা প্রদান করেন। এ'রকম তো বলেন না আয়ুস্মান ভব, চিরঞ্জীবী ভব। বাবা তো এসে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন। আশীর্বাদ বা কৃপা ভক্তি মার্গে অনেক দিতে থাকে একে অপরকে। ভালো দৃষ্টি রাখা, দয়ার দৃষ্টি রাখা তা তো কেবল পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই রাখতে পারে না। এ'রকম নয় কারোর দৃষ্টির দ্বারা দেবতাতে পরিণত হয়ে যায়। না, এটা তো হল পাঠশালা। পাঠশালাতে পঠন-পাঠন করতে হয়।

এখন তোমরা জানো যে সেই নিরাকার এই সাকার তনে এসেছেন। মাম্মা, বাবা, দাদা এঁনারা হলেন কুটুম্ব তাই না, ঈশ্বরীয় পরিবার। এত বড় পাঠশালা শহর থেকে একটু দূরে হওয়া উচিত। এখানেও দেখা শহর থেকে কত দূরে আছে। কতো নিস্কলতা বিদ্যমান কারণ আমাদের শান্তিই দরকার। আমাদেরকে যেতে হবে শান্তিধামে। শান্তিধাম কাকে বলা হয়, এটা এখন তোমরা জানো। আত্মা তো হলই শান্ত স্বরূপ। মনের শান্তি দরকার, এ'রকম বলতে পারবে না। আত্মাতেই মন বুদ্ধি আছে তাই না। আত্মা শরীর হল পৃথক-পৃথক। নাক, কান ইত্যাদির শান্তির প্রয়োজনীয়তা নেই। শান্তির প্রয়োজনীয়তা হল আত্মার। আত্মার মধ্যেই সমগ্র পার্ট নিহিত আছে, সেটি ইমাজ তখনই হয় যখন শরীর প্রাপ্ত হয়। আত্মার মধ্যেই সমগ্র খেলা নিহিত আছে। এতো ছোট একটা আত্মায় কতো পার্ট নিহিত রয়েছে। শরীর প্রাপ্ত করার ফলেই সে পার্ট প্লে করবে। এটাও এখন তোমরা জানো। যথার্থ দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। এটা এখন তোমরা জানো, সত্যযুগে যানবে না। এই সময়ের জন্যই গায়ন আছে হিরে তুল্য অমূল্য জন্ম..... কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। মাম্মা বাবা বলা তাই না। অজ্ঞানকালেও যা গায়ন করতে - তুমি মাতা পিতা.... এটি কার মহিমা। এটাও

জানতে না। তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি এখন হন সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। এখন বুঝেছো যে জন্ম-জন্মান্তর শাস্ত্র পড়েও নিচে নামতে থেকেছি। এটিও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। ভক্তি করতেই হবে, না ভক্তি পরিবর্তন হবে, না জ্ঞান পরিবর্তন হবে। ভক্তির অনেক সামগ্রী আছে। বেদ শাস্ত্র অসংখ্য আছে। লিস্ট তৈরি করলে অনেক বড় লিস্ট হয়ে যাবে। সমগ্র দুনিয়াতে কি কিই না করছে। কত মেলা ইত্যাদি হতে থাকে। এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা অর্ধকল্প ভক্তি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এই পঠন-পাঠনে তো ক্লান্ত হওয়ার কথাই নয়, এতে তো আরোই খুশি হয় কারণ এখানে প্রাপ্তি আছে। প্রাপ্তিতে কখনোই হাই তোলা বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। ধারণা পাকাপোক্ত নয়, নলেজের ভ্যালু বুঝতে পারে না তাই ক্লান্তি এসে যায়। বাবার স্মরণে বসার ফলেও অনেক প্রাপ্তি হতে থাকে। এতে ক্লান্ত হয়ো না। বিবেক বলে যে তোমাদেরকে অক্লান্ত অবশ্যই হতে হবে। পুরুষার্থ করার জন্য অক্লান্ত অর্থাৎ কর্মজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। এখন যারা পুরুষার্থ করবে তাদেরই। মালা কত ছোট হয়। প্রজা তো অনেকই হয়। বাবা তো পুরুষার্থ করাতে থাকেন। বলেন যে ফলো ফাদার মাদার। বাচ্চারা তো অসংখ্য আছে তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও অ্যাডপ্টেড বাচ্চা আছে তাই না। শিববাবার অ্যাডপ্টেড বাচ্চা তো বলবে না। শিববাবার বাচ্চা অর্থাৎ তোমরা হলে আত্মা। অজ্ঞান কালেও শিববাবা বলতে থাকে। কিন্তু শিববাবা কে? ওঁনার পার্ট কি? এটা কেউই জানে না। শিববাবা বলেন যে আমারও ড্রামাতে পার্ট নির্ধারিত রয়েছে। এইরকম নয় যে যা চাইব তাই করতে পারব। আমারও যা পার্ট থাকবে সেটাই চলবে তাই না। এতে কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়ার কোনো কথাই নেই। বাবা জানেন যে বাচ্চাদের লালন-পালন কিভাবে করতে হবে - জ্ঞান আর যোগের দ্বারা। তোমাদের লালন-পালন হলই জ্ঞান আর যোগের। আমাকে বলেই বাবা, কারণ আমি তো হলাম-ই রচয়িতা তাই না। তাহলে অবশ্যই বাবা বলবে। লৌকিক মাতা-পিতা থাকতেও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। এখন তোমরা জানো যে পারলৌকিক মাতা-পিতা এভাবে হন। আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, শরীর নির্বাহ তো সকলকেই করতে হবে। সংযমের জন্য এ' সব বোঝানো হয়। অপবিত্র কোনো বস্তু থাকে না। বাকি ঘরে তো থাকতেই হবে। স্যারেন্ডার হয়ে গেছো তাই না। বাবা এই সব কিছুই হল আপনার। বাবার সব কিছু মনে করে চলো। তারা যা কিছু আহারাদি গ্রহণ করে সে'সবই হল যঞ্জেব। আমরা হলাম ট্রাস্টি। আমরা যঞ্জেব থেকে খাই, তারা তখন সতোগুণী হয়ে যায়। যদি অর্পণময় না হয়, নিজেকে ট্রাস্টি মনে না করে তাহলে তারা যঞ্জেবও হল না। প্রথমে তো নিজেকে ট্রাস্টি মনে করতে হবে। মানুষ মনে করে ঈশ্বরই সকলকে সবকিছু প্রদান করেন। দেবতাদের পূজাও করে। মনে করে ওনাদের দ্বারাই প্রাপ্তি হয়। গুরুদ্বারা প্রাপ্তি হয়, এ'রকমও মনে করে। কিন্তু প্রদানকারী সকলের হল এক বাবাই। সকলের দাতা হলেন এক। ভক্তি মার্গে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছেই ইনসিওর করে। মনে করে পরবর্তী জন্মে প্রাপ্তি হবে। তোমরাও সবকিছু বাবার কাছেই ইনসিওর করো। এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, পরবর্তী জন্মে জন্য। ভালো কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরকে অর্পণম্ করে থাকে। ঈশ্বরকে অর্পণ অর্থাৎ ইনসিওর করে থাকে। এটি হল ইনডাইরেক্ট আর এটি হল ডাইরেক্ট। ওরা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে না তাই সবকিছু অর্পণ করতে পারে না। এখানে সবকিছু অর্পণ করে থাকে। বাবা বলেন নিজেকে ট্রাস্টি মনে করো। তোমরা যা কিছু খাচ্ছে তা মনে করো আমরা শিববাবার যঞ্জেব থেকেই গ্রহণ করছি। রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। কোনো তমোগুণী ভোগ দিতে পারবে না। মন্দিরেও শুদ্ধ ভোগ দেওয়া। তারা বৈষ্ণব থাকে। বিকারী তো হল সকলেই। নির্বিকারী শ্রেষ্ঠ শরীর এখানে এলো কোথা থেকে? লক্ষ্মী-নারায়ণের হলই শ্রেষ্ঠ শরীর তাই না। ব্রহ্মচারী বিকারীদের বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি, যাকে অর্ধকল্প আহ্বান করেছি। অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে যারা তারাই এখানে আসবে। অনেক তীরভাবে ভক্তি করে। বাচ্চারা তোমাদেরকে আবার তীক্ষ্ণ ভাবে জ্ঞান ধারণ করতে হবে। অল্লেই রাজি হলে চলবে না। কত পয়েন্ট দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য। বৃদ্ধারা তো এতো বোঝাতে পারবে না। ওনাদেরকে আবার বাবা বলেন যে তোমরা প্রত্যেককে কেবল এটা বোঝাও যে পারোলৌকিক পিতার যখন পরিচয় আছে তখন সেই পিতাকে স্মরণ করো। তোমরা হলে ভক্ত, উনি হলেন ভগবান। ভগবানুবাচ - তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা আমার মুক্তিধামে পৌঁছে যাবে। কৃষ্ণ বলেন - আমার বৈকুণ্ঠধামে পৌঁছে যাবে। প্রথমে তো নির্বাণধামে যেতে হবে, তাহলে অবশ্যই নিরাকারী পিতাকে স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণও তো হয়ে গেল দেহধারী, ওনাকে স্মরণ করা অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের বিনাশী শরীরকে স্মরণ করা। এটা তো হয়ে গেল ভক্তিমার্গ। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে ভক্তির কত বিস্তার আছে। সেকেন্ডে এই জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন। ভক্তি হল রাত। ঠোঁকর খায় তাই না সেইজন্য নাম রেখে দিয়েছে অন্ধকারময় রাত। জানেও যে ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। বিষ্ণুর জন্য কেন বলে না। এই জ্ঞান এখন প্রাপ্ত করো তোমরা ব্রাহ্মণরা, সেইজন্যই ব্রহ্মার জন্য গায়ন আছে। ব্রহ্মাই দিন আর রাতকে জানেন। ব্রহ্মা জানেন এখন রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, দিন আসতে চলেছে। ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত। এটি হল বোঝার বিষয় তাই না। বিষ্ণু এ'রকম বলবে না আমার রাত আর দিন। তোমরা বলতে পারো - এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা এত উঁচু প্রালম্ব প্রাপ্ত করি, তারপর এই জ্ঞান গুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এই শাস্ত্র ইত্যাদিও নির্ধারিত রয়েছে। আবারও সেই শাস্ত্র তৈরি হবে, যারজন্য বলে থাকে পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এ'রকম নয় যে ধরিণী থেকে

শাস্ত্র বেরিয়ে আসবে। বাবা এসে সত্য বলেন। এই ভক্তি মার্গের সামগ্রী আবারও সেখানেই উঠে আসবে। বৃদ্ধা মাতাদের এটাও বুঝিয়ে দাও - উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা যিনি পরমধামে থাকেন। যেখানে আত্মারা থাকে, সেটি হলো উঁচু স্থান মূলবতন তারপর সূক্ষ্মবতনে আছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। তারপর স্থূল বতনে আসলে প্রথমে রাজ্য থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের, যা নতুন রচনা বাবা রচিত করছেন, পতিতদের পবিত্র বানাচ্ছেন। বলেও থাকে পতিত-পাবন এসো তাহলে অবশ্যই সমগ্র সৃষ্টি হল পতিতদের, তাদেরকে এসে পবিত্র বানান। যারা পরিশ্রম করবে তারাই পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। মূল কথা হল নিজের পিতাকে আর নিজের ঘরকে স্মরণ করা। সকলকে এটাই বলো যে হে আত্মারা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। শরীর তো সকলেরই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আত্মার সম্বন্ধে সকলে হল ভাই-ভাই। ব্রাদার্স আর শরীরের সম্বন্ধে হল ভাই-বোন। কতো মিষ্টি মিষ্টি বিষয় এসব।

তোমরা এখানে হোস্টেলে বসে আছো। তোমরা হলে এখানকার বাসিন্দা। হোস্টেলে এইজন্য রাখা হয় যেন বাইরের খারাপ সম্প্রদায় না লাগে। এখানে তোমাদের নির্বিকারীদের সঙ্গ আছে। আচ্ছা - আজ তো হল ব্রহ্মা ভোজন। শিববাবা তো আহালাদি করেন না। উনি তো হলেন অভোক্তা। দেবতাদের, ব্রাহ্মণদের ভোজন ভালো লাগে কারণ এই ব্রাহ্মণদের ভোজনের দ্বারাই দেবতা হওয়া যায়। তাহলে ব্রাহ্মণদের ভোজনের কতো মহত্ব। তার অনেক ভালো প্রভাব পড়ে। তোমাদের উপযুক্ত যোগীদের ভোজন প্রাপ্ত হয় তাহলে বুদ্ধি অনেক ভালো হয়ে যাবে। সারাদিন শিববাবার স্মরণে থেকে কেউ স্বদর্শন চক্র আবর্তিত করতে করতে ভোজন বানাবে এ'রকম যোগীর প্রয়োজন। পবিত্র তো অনেকেই থাকে। বিধবা মাতা অথবা কুমারীরাও হল পবিত্র। কিন্তু যোগিনীও আছে। যোগিনীর হাতের তৈরি ভোজন প্রাপ্ত হলে তোমাদের অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। ৫-৭ জন এ'রকম যোগী বাচ্চারা থাকবে যারা স্মরণে থেকে ভোজন প্রস্তুত করবে, এর ফলে তোমাদের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে যাবে। যোগেও অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) মাতা পিতাকে অনুসরণ করে জ্ঞান-যোগের দ্বারা সকলের লালন-পালন করতে হবে। সেই পালনাতেই থাকতে হবে। জ্ঞান যোগে তীক্ষ্ণ হতে হবে।

২) পবিত্র আর যোগিনীর হাতের তৈরি ভোজন গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে শুদ্ধ বানানোর জন্য ভোজনে অনেক সংযম রাখতে হবে।

বরদান:- স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হওয়া সকল খাজানার মালিক ভব তোমাদের স্লোগান হল "বদলা নয়, বদলে দেখাও"। স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন। কোনো কোনো বাচ্চারা মনে করে যে এটা ঠিক হয়ে গেলে তাহলে আমি ঠিক হয়ে যাবো, এই সিস্টেম ঠিক হলে তাহলে আমি ঠিক থাকবো। ক্রোধীদের শীতল করে দিলে তাহলে আমি শীতল হয়ে যাবো, এই থিউটিকারীকে অপসারিত করে দিলে সেন্টার ঠিক হয়ে যাবে, এটা ভাবাই ভুল। প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করো তাহলে বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে যাবে। এরজন্য সকল খাজানার মালিক হয়ে সময় অনুসারে খাজানাকে কার্যে প্রয়োগ করো।

স্লোগান:- সর্বশক্তির লাইট সর্বদা সাথে থাকলে মায়া দূর থেকেই পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে নিজেদের সমবয়সীদের উদ্ধার করতে হবে, বাবা মাতাদের উপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন সেইজন্য মাতাদের উপরে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে”

*প্রশ্নঃ - মাতারা, তোমরা কোন্ বিশেষ কর্তব্য পালনে নিমিত্ত হয়েছো ? তোমাদের উপরে কিসের দায়িত্ব আছে ?

*উত্তরঃ - তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া, নরককে স্বর্গ বানানোর নিমিত্ত হয়েছো। মাতারা, বাবা তোমাদের উপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন, সেইজন্য সকলকে সন্নতি দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের উপর আছে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। তোমাদেরকে এখন নিজের সমবয়সীদের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে। বেশ্যাদেরও উদ্ধার করতে হবে।

*গীতঃ- রাতের পথিক...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে - এখন চলো বতনের দিকে অর্থাৎ সুখধামের দিকে। সুখধামের স্থাপনার জন্য মাতাদেরকেই রাখা হয়েছে। জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদের উপরেই রাখা হয়েছে। যেরকম ওপেনিং সেরিমনি বা স্থাপনার সেরিমনি করা হয়, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা বৈকুণ্ঠের ওপেনিং করাচ্ছেন মাতাদের দ্বারা। কলস মাতাদের উপরেই রেখেছেন। তো এখন কন্যাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। শক্তিদল, তাইনা। বাচ্চাদের উপরে বাবা দায়িত্ব দিয়েছেন। এমন নয় যে এই গুরুদেবকে বাবা দায়িত্ব দিয়েছেন যে সবাইকে সন্নতি দাও। এখন তোমরা জেনে গেছো যে সন্নতি প্রদান করা এই মাতাদেরই কাজ। সন্নতি হয় জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানের কলস মাতাদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। সবার প্রথমে দেখানো হয় যে - কলস রাখা হয়েছে জগদম্বার উপর। শাস্ত্রে তো লক্ষ্মীর নাম রেখে দিয়েছে। এটাই পার্থক্য হয়ে গেছে। কলস রাখা হয়েছে তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের উপরে। কালীর উপরে কলস রাখা হয়েছে। কালীর মহিমা আছে তাই না। চিত্র তো অনেক বানিয়ে দিয়েছে। তো এখন মাতাদের উপরে কলস রাখা হয়েছে কেননা এই সময় তোমাদের সমবয়সী মাতাদেরও দুর্গতি হচ্ছে। তোমাদেরকে শিবশক্তি বলা হয়ে থাকে। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। তোমাদের বুদ্ধিতে উৎসাহের সঞ্চার হওয়া চাই। তোমরা নিজেদের স্বরাজ্য স্থাপন করছো। বন্দেমাতরমও গাওয়া হয়ে থাকে। ভারত খন্ডের নামই গাওয়া হয়ে থাকে। বলে যে ভারত মাতার জয় অর্থাৎ ভারতবাসী মাতাদের জয়। যে মায়েরা বিশ্বকে স্বর্গ বানাচ্ছেন, সেই মায়েদের জয়। তারা আবার ভুল করে কেবল বলে দেয় যে ভারত মাতা। মাতারা, বাবা তোমাদের খ্যাতনামা করছেন। স্বর্গের ওপেনিং সেরিমনি করান। তোমরা বলো যে, শিববাবা আমাদের (মাতাদের) নিমিত্ত করে বিশ্বকে স্বর্গ বানাচ্ছেন। ভীষ্ম পিতামহ প্রমুখদেরকেও তোমরাই জ্ঞান বাণ মেরেছো। তাই বাবা বলছেন যে জ্ঞান বাণ মারতে ভয় পাবে না। পড়তেও হবে, অন্যদেরকে পড়তেও হবে। তোমরা সেনারাই নিমিত্ত হয়েছো। তোমরা হলে মাস্টার নলেজফুল তাই না। সরস্বতীকে বড় বীণা দিয়ে দিয়েছে কেননা তিনি সবার থেকে এগিয়ে আছেন। দুনিয়ার মানুষ তো এসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে আমরা এখন শ্যাম বর্ণ থেকে গৌর বর্ণ হচ্ছি। কালীর কাছে যাবে। তারা তো মা-মা করে এতই কাঁদতে থাকবে যে সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না। তাতে তো কিছুই হয় না। কলকাতাতে কালীর অনেক মহিমা রয়েছে। এখন এই ব্রহ্মা তো মা নন, এইজন্য কলস মাতাদের প্রাপ্ত হয়। তোমরা সকল সমবয়সীরা হলে মাতৃসেনা। তোমরা বলো যে - বাবা যেমন আছি, তেমন আছি, তোমারাই আছি। ইনিও (বাবা) বলেন যে যেমন আছো, তেমন আছো আমার আছো, কিন্তু শ্রীমতে চলতে হবে। তোমরা সবাই তো হলে সজনী তাই না। সবাই বলে আমি হলাম ঈশ্বরের। এমন তোমাদেরকে বোঝানোও হয় যে সবাই হল শিববাবার সন্তান। এটা প্রমাণ করতে হবে। সবার প্রথমে হল শিবের মহিমা, উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন তিনি, তাঁকেই ভগবান বলা হয়। শিববাবা-ই উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তিনি হলেন নিরাকার, সকল আত্মাদের পিতা। তো এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে নিজেদের সমবয়সীদের উদ্ধার করতে হবে। মাতাদের উপরেই সব দায়িত্ব বর্তায়। বাবাও বলেন বন্দেমাতরম্, শিব হলেন বালক (সন্তান) তাই বন্দেমাতরম্ (মাতাদের বন্দনা) তো করতেই হবে তাই না। ইনি তোমাদের বন্দনা করছেন, তোমরা তাঁর বন্দনা করছো। আশ্চর্যের বিষয় তাই না। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা জানো যে শিববাবা সাক্ষাৎকারও করান। ঘরে বসেই ময়ূর মুকুটধারীর সাক্ষাৎকার হয়। তো মুকুট তো সকলেরই হবে। এটা এক ট্রেডমার্ক বানিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণকে এত বড় মুকুট দিয়ে দিয়েছে। না হলে তো এত বড় মুকুট থাকে না। বাবা বসে মাতাদেরকে এইম্ অবজেক্টের সাক্ষাৎকার করাচ্ছেন। তোমরা প্রিন্সের মা হবে। কৃষ্ণের মা তো সবাই হবে না। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো অনেক হবে তাই না। প্রিন্সের মা অর্থাৎ মহারাজা-মহারানী হবে। তোমাদের এইম্ অবজেক্ট কতইনা সুন্দর। তোমাদের কোলে প্রিন্স থাকবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তোমাদের

সংগঠন অনেক বড় হওয়া চাই। মেমোরেন্ডাম (স্মারকলিপি) বানাতে হবে। আমরা হলাম শিবশক্তি ভারত মাতা। শ্রীমৎ অনুসারে কল্প পূর্বেও আমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে ছিলাম। মাতাদেরকে অনেক সুচতুর হতে হবে। আজকাল তোমাদের সমবয়সীদেরকে বিষের জন্য অনেক মার খেতে হচ্ছে। তোমাদেরকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। গভর্নমেন্টকে বলতে হবে - আমরা কল্প কল্প পবিত্রতার শক্তি দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছি, এই কার্যে এরা আমাকে বিঘ্ন দিচ্ছে। আমি পবিত্র থাকতে চাই। সাথে সাথে এই পুরুষরাও বলবে বরাবর পবিত্রতাই হল শ্রেষ্ঠ। কলিমুগী মানুষ ঔষুধ ইত্যাদির দ্বারা বাচ্চার জন্ম হওয়া বন্ধ করে। কিন্তু এর দ্বারা তো কিছুই হবে না। বাবা বলেন যে পবিত্র হও। মাতারা তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য গোপও আছে। বাচ্চাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখাতে হবে। গভর্নমেন্টকে

বলতে হবে যে ভগবান বাবা বলছেন যে পবিত্র হও। শিববাবার বাচ্চা তো সবাই, তাই ভাই-ভাই হয়ে গেল। আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার কারণে ভাই-বোন হয়ে যায়। এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। শিববাবার সন্তান প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা ভাই-বোন, বিষের আদান-প্রদান করতে পারবে না। এটাই হল যুক্তি। কল্প পূর্বেও বাবা এইরকম পবিত্র বানিয়েছিলেন। আমরা মায়া রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করি। এই রাবণই হল ভারতের সবথেকে বড় শত্রু। রাবণের কাছে হেরে গেলে হার। রাম এসে রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেকেরই পতি ইত্যাদিতে এমন মোহ রয়েছে যে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করে না। এখন মাতারা তোমাদের জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত হয়। বোঝাতে হবে যে আমরা তো স্বর্গের দ্বার খুলছি। তারা তো এই কলস লক্ষ্মীকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মী তো হলেনই পবিত্র। তিনি জ্ঞানের কলস রেখে কি করবেন। জ্ঞানের কলস তো আছে জগদম্বার উপরে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই ফরমান (নির্দেশ) জারি করেছেন যে কাম হল মহাশত্রু, যে এর উপর জয় প্রাপ্ত করবে সে-ই শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে স্বর্গের মালিক হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক লভ থাকা চাই। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের যেন একটা সেনা একত্রিত হোক। কারোরই তো জানা নেই যে কে কে কোথায় আছে। সকল সেন্টারের বাচ্চাদের তো আহ্বানও করতে পারবে না। মাতাদের বন্ধনও অনেক থাকে, বাচ্চাদেরকেও দেখাশোনা করতে হবে। নাহলে তো পুরুষরা রিপোর্ট করবে। এমনি তে যখন পুরুষ চলে যায় তো তখন ঘরে বাহিরে কে দেখাশোনা করে? তোমাদেরকে দেখাতে হবে, তারা তো হঠমোগ শেখায়। আমরা রাজযোগ শেখাই সেইজন্য আমাদের স্যালভেশন (উদ্ধার) হয়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে তোমরা বেশ্যাদেরও বোঝাও যে এই নোংরা ধান্দা এখন বন্ধ করো। তোমরা স্বর্গের দ্বার হও। তোমরা এই কাজ করে দেখাও তো তোমরা অনেক খ্যাতি অর্জন করবে। তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। এই সপ্তম যুগ হলই কল্যাণকারী, পবিত্রতার উপরে বিশেষ ভাষণ দিতে হবে। এই বেশ্যাদের উপর দয়া করতে হবে। গভর্নমেন্টও এখন তাদেরকে কিছু না কিছু কাজে লাগাচ্ছে। তোমরা এমন ভাবে বোঝাও যে খবরের কাগজেও পড়ে যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা বেশ্যাদেরকেও নলেজ দিয়ে এই নোংরা ধান্দা থেকে মুক্ত করছে। কেননা কাম হল মহাশত্রু, এর দ্বারাই তোমরা পতিত নোংরা হচ্ছে। এই দুনিয়াই হল ব্রষ্টাচারী তাই না। বাবা এসে মাতাদেরকে সামনে রাখেন। গোপদের কাজ হল সহায়তা করা। যে পরিশ্রম করবে সে উঁচুপদ পাবে। নিজেদের সমবয়সীদের উপরে করুণা করতে হবে। এর নামই হল বেশ্যালয়। বাবা এসে শিবালয় বানাচ্ছেন। বাস্তবে এ হল জ্ঞানের কথা। বাবা এই মনুষ্যতনে এসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা এখন কবরস্থানী থেকে পরিস্থানী হচ্ছি। এটাই হল জ্ঞান মান সরোবর। জ্ঞানের গভীরে যেতে হবে, এছাড়া জলের কথা নেই। তীর্থ করতে যায়, অনেক পরিশ্রম ইত্যাদি করে। পায়ে হেঁটে যাওয়া, মালপত্র তোলা, অনেক পরিশ্রম হয়। এখন তোমরা বুঝে গেছো - বাবা মনুষ্য তনে বসে জ্ঞান স্নান করাচ্ছেন। এছাড়া আলাদা করে পরি ইত্যাদি কিছু নেই। তোমাদেরকে জ্ঞান পরি বানাচ্ছেন শিববাবা। ধারণা করার জন্য কত ভালো ভালো কথা আছে। বাচ্চারা এগিয়ে এলে তো অনেক কাজ করতে পারবে। মাতারা তোমাদেরকেই তো এগিয়ে যেতে হবে। বলো, যেখানে যেখানে বেশ্যারা রয়েছে, তাদের সংগঠন তৈরী করো। বড় বড় ব্যক্তিদেরকে বোঝাও। কিন্তু এমনও নয় যে বাইরে থেকে বলতে থাকো যে আমার তো এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই আর অন্তরে অন্য কেউ আকর্ষণ করতে থাকে। এইরকমও কাজ চলতে পারে না। বাবার সত্য বাচ্চা হতে হবে। সেই খুশীতে ভরা চেহারা কোথায়? আরে অসীম বাবার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে তো দৌড়ে দৌড়ে এসে খুশীতে ভরপুর হয়ে বাবার সাথে মিলিত হও। আমি তো গিয়ে বাবার গলার হার হবো। ক্লান্ত হয়ে যেও না। তোমাদের স্মরণই হল দৌড়। সেটা তো হল শরীরের দৌড়। এটা হল তোমাদের আত্মিক দৌড়। চেহারাতে খুশীর ঝলক দেখা যাবে। কারো পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তারপর কোথাও যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তখন স্ত্রী রাস্তায় - গলি-গলি দিয়ে পাগলের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে এসে মিলিত হয়। আর ইনি হলেন অসীম জগতের পতিদেরও পতি। তার থেকে ভয় কি! যার থেকে

স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তার কাছে তো দৌড়াতে দৌড়াতে এসে মিলিত হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সত্যিকারের বাচ্চা হতে হবে, অন্তরে একরকম, বাইরে অন্যরকম হবে না। স্মরণে থাকার আত্মিক দৌড় প্রতিযোগিতাতে সকলের আগে যেতে হবে। সদা খুশী মনে থাকতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে থাকতে হবে, শিবশক্তি সেনাদের সংগঠন তৈরী করে নিজের সমবয়সীদের (হমজিন্স) বাঁচাতে হবে। পবিত্র থাকার এবং অন্যদেরকে পবিত্র বানানোর যুক্তি রচনা করতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা সুখময় স্থিতি নির্মাণকারী সুখস্বরূপ ভব স্থিতির আধার হল স্মৃতি। তোমরা কেবল স্মৃতি স্বরূপ হও, তবে স্মরণে এলেই যেরকম স্মৃতি সেইরকম স্থিতি স্বতঃতই হয়ে যাবে। খুশীর স্মৃতিতে থাকো তাহলে স্থিতিও খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর দুঃখের স্মৃতি করো তো দুঃখের স্মৃতি হয়ে যাবে। সংসারে তো দুঃখ বৃদ্ধি পাবেই, সবকিছুই অতি-র দিকে যেতে থাকবে কিন্তু তোমরা সুখের সাগরের বাচ্চারা সদা খুশীতে থাকো, দুঃখ থেকে পৃথক হয়ে সুখ স্বরূপ হও, এইজন্য যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু তোমরা সর্বদা আমোদে থাকো।

স্লোগানঃ:- সময় রূপী খাজনাকে ব্যর্থ থেকে বাঁচাও - এটাই হল তীর পুরুষার্থীর লক্ষণ।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

“ভারতের প্রাচীন যোগ পরমাত্মার দ্বারা শেখানো হয়েছে”

আমাদের এই ঈশ্বরীয় যোগ ভারতের প্রাচীন যোগ নামে পরিচিত। এই যোগকে অবিনাশী যোগ কেন বলা হয় ? কেননা অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা শেখানো হয়েছে। যদিও অন্যান্য মনুষ্যাত্মারাও যোগ শেখায় এইজন্য তারা যোগাশ্রম ইত্যাদি খুলতেও থাকে কিন্তু তারা প্রাচীন যোগ শেখাতে পারে না। যদি এই রকম যোগ তারা শেখাতো তাহলে সেই শক্তি কোথায়! ভারত তো দিন-দিন নির্বল হয়ে যাচ্ছে, এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে তাদের যোগ অবিনাশী যোগ নয়, যার সাথে যোগ লাগতে হবে তিনি নিজেই শেখাচ্ছেন। এছাড়া অন্যদের সাথে তো যোগ লাগানোই উচিত নয়, তাহলে তারা শেখাবে কীভাবে ? এই কাজ তো স্বয়ং পরমাত্মাই করতে পারেন, তিনিই আমাদেরকে এই পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে পারেন। এছাড়া তো চারিদিকে সবাই বলতে থাকে - আমি যোগ শেখাবো...। এটা তো আমরা জানি যে সত্যিকারের যোগ তো পরমাত্মা নিজেই শিখিয়ে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজ পরিবার স্থাপন করেন। এখন সেই প্রাচীন যোগও পরমাত্মা এসে প্রত্যেক কল্পে আমাদের শেখাচ্ছেন। তোমরা আত্মারা আমার সাথে (পরমাত্মার সাথে) যোগ লাগাও তো তোমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা- ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরে কোনো মজা নেই, সেইজন্য এর থেকে জীবিত অবস্থায় মরে গিয়ে বাবার হয়ে যাও, প্রকৃত বহিঃপতঙ্গ হও”

*প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগের ফ্যাশান কোনটি ?

*উত্তর:- এই সঙ্গম যুগেই তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে-বসেই নিজের স্বশুরালয় বৈকুণ্ঠের ভ্রমণ করে আসো। এই সঙ্গম যুগের এটাই হল ফ্যাশান। সৃষ্টিবতনের রহস্যও এখনই উন্মোচিত হয়।

*প্রশ্ন:- কোন বিধির দ্বারা দারিদ্র বা দুঃখ গুলিকে সহজেই ভুলে থাকতে পারো ?

*উত্তর:- অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো তাহলে দারিদ্র বা দুঃখ সব ভুলে যাবে। গরিব বাচ্চাদের কাছেই বাবা আসেন বিত্তবান বানাতে। গরিব বাচ্চারাই বাবার কোলে স্থান লাভ করে।

*গীত:- আসরে স্বলে উঠলো দীপশিখা....

ওম্ শান্তি । আত্মাদের প্রীতি অনুভব হয় নিজের পারলৌকিক পিতা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন। কোনো আত্মা দেহ ত্যাগ করে যেতে চাইলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত পরিশ্রম করে। যেমন সাবিগ্রী সত্যবানের কাহিনীতে বলা হয়েছে । সেই আত্মাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কত উঠে পড়ে লেগেছিল যাতে শরীরে প্রাণ ফিরে আসে। কিন্তু তার মধ্যে স্ত্রানের কথা তো কিছু ছিল না। তোমাদের বুদ্ধিতে স্ত্রান আছে, আমাদের প্রত্যেকের প্রীতিও আছে এক পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে। প্রীতি কেন আছে ? মরবার জন্য। বাবার প্রতি এই প্রীতি তো অত্যন্ত উত্তম। আত্মারা অর্ধেক কল্প ভক্তিমাগে বিভ্রান্ত হয় যাতে শান্তি ধামে ফিরে যেতে পারে। হয়ো সেটা। বাবাও বলেন অশরীরী হও, মরে যাও। আত্মা দেহ থেকে আলাদা হলেই তো মরে যাওয়া বলে। বাবা বোঝান বাচ্চারা, এই দুনিয়া বা এই বন্ধন থেকে মরে যাও অর্থাৎ আমার আপন হয়ে যাও। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো দেহে কোনো আনন্দ নেই। এ হল ছিঃ ছিঃ নোংরা দুনিয়া। একেবারেই ঘোর নরক। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বলছি তোমরা আমার আপন হয়ে যাও। আমি এসেছি সুখ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে দুঃখের নাম চিহ্নটুকুও থাকে না। তাই এই দীপশিখার কাছে খুশী মনে বহিঃ পতঙ্গ হয়ে যাও। বহিঃ পতঙ্গ সানন্দে আসে তাইনা - ছুটে ছুটে আসে। অনেক এমন বহিঃ পতঙ্গ থাকে জ্যোতি প্রজ্বলিত হলে জন্মায়, জ্যোতি নিভে গেলে মরে যায়। দীপাবলীতে অসংখ্য ছোট ছোট সবুজ রঙের পতঙ্গ থাকে। দীপশিখায় সমর্পণ করে। জ্যোতি নিভে গেলে মরে যায় । এখন বাবা হলেন সর্বোচ্চ দীপ শিখা। বাবা বলেন তোমরাও বহিঃ পতঙ্গের মতন বলিদান করো। তোমরা তো হলে চৈতন্য মানব, যা কিছু দেহের বন্ধন রয়েছে, সেসব জীবিত অবস্থাতেই পরিত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। খুশীতে থাকো তবে এই দেহের বোধ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা আত্মারা এই দুনিয়াকে ত্যাগ করে নিজের ধামে ফিরে যাই। এই দুনিয়া এখন আর কোনো কাজের নয়, এর প্রতি আসক্তি রেখো না। এই দুনিয়ায় অনেক গরিব মানুষ আছে। গরিবরাই দুঃখী হয়।

বাবা বলেন বাচ্চারা, এখন অশরীরী হও। আমরা আত্মারা সেখানকার, শান্তিধামের অধিবাসী। এখন তো শান্তি ধামে কেউ যেতে পারবে না, যতক্ষণ না পবিত্র হচ্ছে। এই সময়ে সকলের ডানা ভেঙে গেছে। সবচেয়ে বেশি ডানা ভেঙেছে তাদের, যারা নিজেকে ভগবান ভেবে নিয়েছে। অতএব তারা কোথায় নিয়ে যাবে। নিজেরাই যেতে পারবে না তো তোমাদের সদগতি করবে কীভাবে তাই ভগবান বলেন এই সাধুদের উদ্ধার আমাকেই করতে হবে। শুধুমাত্র তারা বোঝে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ কিন্তু শিব ভগবানুবাচ। শিব হলেন অশরীরী। তাই নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা বোঝাবেন। মানুষের রচনা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা হয়। এই কথা তো সবাই স্বীকার করে। কাউকে জিজ্ঞাসা করো তাদের অনুভব হয় যে সঠিকভাবে বাবা বাচ্চাদের রচনা কেন করেন। বাবা রচনা করেন বর্ষা প্রদান করার জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। তোমরা জানো বাবা আমাদের পড়ান, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য, বাবা আসেন দুনিয়া পরিবর্তন করার জন্য। নরককে স্বর্গে পরিণত করার জন্য। মনুষ্য সৃষ্টিকে দৈবী সৃষ্টি বানাতে। তিনি ই তো আসবেন সুখ প্রদান করতে, তাইনা। যদিও এখানে মানুষ হল পদ্মপতি, মহল গাড়ি ইত্যাদি আছে, কিন্তু তোমরা যে পড়াশোনা করছো তার দ্বারা তোমরা সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। দৈহিক জগতের শিক্ষা প্রাপ্ত করে তারা ভাবে আমরা ব্যারিস্টার হই। আমরা আই. এ.এস হই। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমাদেরকে শিববাবা পড়ান বিশ্বের মালিক করার জন্য। এ হল উঁচু থেকে উঁচু পদ, ২১ জন্মের জন্য কখনও রুগী হয় না। অকালে মৃত্যু হয় না। কিন্তু কার ? যে বহিঃপতঙ্গ

বাবাকে আপন করে। যারা বাবার কোলে আশ্রয় নেয়। ধনী মানুষ তো গরিবের কোলে আসবে না। গরিব বাচ্চারা ধনীদেব কোলে আসে। এখন তো সবাই গরিব। তোমরা জানো এই মহল গাড়ি ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে, মাটিতে মিশে যাবে। আমরাই বিশ্বের মালিক হবো। মালিক ছিলাম, এখন নেই, পুনরায় মালিক হবো। সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক অন্য কেউ হয় না।

তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও ২১ জন্মের জন্য। সুখ তো সবার জন্যই আছে। এখানে তো কম আয়ুর মানুষও মরে যায়। অনেকে এমনও হয় যারা রাজার কাছে জন্ম নেওয়ার পরে মারা যায়। রাজস্ব শুধুমাত্র জন্ম নেওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এখানে আমরা বসে আছি অসীম জগতের পিতার সম্মুখে। আত্মা শরীর ধারণ করে পাট প্লে করার জন্য। এখন আত্মারূপী বাচ্চারা জানে আত্মাদের পিতা এসেছেন। পুরানো বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন সম্বন্ধে যুক্ত করার জন্য। অবশ্যই তোমরা সূক্ষ্মবতন, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদিতে যাও, দেখা সাক্ষাৎ করো। তোমাদের অসীম জগতের কনেকশন যুক্ত হয়েছে। কত সুন্দর ফ্যাশন হয়ে গেল এটা। নিজের স্বশ্রববাড়িতে যেতে পারো। মীরার স্বশ্রববাড়ি তো ছিল বৈকুণ্ঠ, তাই না। সে চাইতো বৈকুণ্ঠে যাই। এটা স্বশ্রববাড়ি নয়। এখানে তো একেবারেই গরিব। তোমাদের কাছে কিছুই নেই। ভারত আমাদের উচ্চ মহান দেশ। সোনার ভারত ছিল, এখন নেই। যখন ছিল সেই মহিমা গায়ন করে। এখন তো সোনা কিরূপ হয়েছে। গহনা ইত্যাদি সব কেড়ে নেয়। তারা লুকিয়ে রাখে, যাতে ডাকাত লুট না করে। সেখানে তো অপরিসীম সোনা থাকবে। নিদর্শনও আছে। সোমনাথের মন্দিরে নিদর্শন আছে। মণি ইত্যাদি মুসলমানরা কবরে গিয়ে লাগিয়েছে। ইংরেজরাও নিয়ে গেছে। নিদর্শন তো আছে। সুতরাং ভারত অনেক ধনী বিত্তশালী ছিল। এখন দেখো ভারতের কি অবস্থা হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো পিতার সন্তান হয়েছে, স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। বাবা এসেছেন। পূর্বেও এসেছিলেন। শিবরাত্রি উৎসব পালন করে। এখন রাত্রি কৃষ্ণেরও বলা হয়। শিবের রাত্রিও বলা হয়। মাত্র এইটুকু প্রভেদ। এই কথা গুলি এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, কৃষ্ণের জন্ম তো দিনে হোক কিন্তু রাতে - তাতে কি আছে? কৃষ্ণের রাত্রি পালন করা ভুল, রাত্রি হল শিবের। কিন্তু এ হল অসীমের কথা এবং শিব ভগবানুবাচ। তারা শিবকে ভুলে কৃষ্ণের রাত্রি লিখে দিয়েছে। যখন রাত পূর্ণ হবে তখন দিন আরম্ভ হবে। বাবা তো আসেন অসীমের দিন বানাতে। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? গর্ভ থেকে জন্ম হয়নি। ব্রহ্মার মাতা পিতা কে? খুবই বিচিত্র কথা। বাবা অ্যাডপ্ট করেন। এনাকে মা রূপে পরিণত করেন, সন্তান রূপে পরিণত করেন। মা স্বয়ং অ্যাডপ্ট করেন তাই গায়ন করা হয় তুমি মাতা পিতা... আমরা সব আত্মারা আপনার সন্তান। আত্মা পড়াশোনা করে, এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে। বাচ্চারা ভুলে যায়। দেহ বোধের অনুভবে এসে যায়। বাবা বোঝান - তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী। শরীর হল বিনাশী। বাবা বুঝিয়েছেন - আমাকে স্মরণ করো। এ হল তোমাদের শেষ জন্ম, যা হল হীরে তুল্য। যারা বাবার আপন হয়, তাদেরই হীরে তুল্য জন্ম হয়। তোমাদের আত্মা দেহ সহকারে পরম পিতা পরমাত্মার হয়েছে। এখন আত্মা হিরের মতন হয় অর্থাৎ খাঁটি সোনায় পরিণত হয় ২৪ ক্যারেট। এখন তো ক্যারেট হীন হয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের সম্মুখে বসে শুনলে মধুবনের কথা মনে পড়ে। এখানেই মুরলী বাজে। সে বাবা যেখানেই যান না কেন, কিন্তু এইরকম আনন্দ অনুভব হয় না। কারণ মুরলী শুনে পরে মিত্র আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির মায়ার রাজ্যে ফিরে যাও। এখানে তো ভাঙিতে থাকো। এখানে তো রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য পড়াশোনা করছো। এ হল তোমাদের থাকার হোস্টেল। ঘরেরও আবার বাইরেরও অনেকেই এখানে এসে থাকে। এখানে তোমরা স্কুলে বসে আছো। এখানে এলে চাকরি বাকরি ইত্যাদির কোনো কিছুই ব্যাপার থাকে না। নিজেদের মধ্যে চিট চ্যাট করতে থাকে। এক দিকে সম্পূর্ণ দুনিয়া, অন্য দিকে হলে তোমরা।

বাবা বসে বোঝান তোমাদের আত্মাদের প্রীতম একজনই। আত্মা তাঁকেই স্মরণ করে। ভক্তিতে কতো বিভ্রান্ত হয়, নিরাকার বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কতো কাতর হয়। সত্য যুগে কেউ বিভ্রান্ত হয় না। এখন তো অনেক চিত্র বানিয়েছে, যার যেমন খুশি চিত্র বানিয়েছে। গুরুদের অনেক মান এখন। তারা ভাবে যেমন অন্য গুরুরা আছে এখানেও তেমন গুরু আছেন। যেমন সাধু বাসওয়ানী প্রথমে টিচার ছিল, পরে সাধু হয়েছে। গরিবদের সেবা করেছে। এখন তার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা আসে। মানুষ ভাবে অন্য আশ্রম গুলি যেমন, এই ব্রহ্মাকুমারীজ আশ্রমও সেইরকম। কিন্তু তোমরা বুঝেছো এখানে স্বয়ং বাবা (শিববাবা) আসেন ব্রহ্মার দেহে। অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা থাকা উচিত। ব্রহ্মার মুখবংশধর তো চাই তাইনা, যারা রুদ্র যশোর রচনা করবে। এ হল রুদ্র শিববাবার যশু। এখন কেবল এককেই স্মরণ করতে হবে। এখানে তো হল মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার বিষয়। এমন কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে এইরূপ কোনো কথা বলা হয় যে, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে। তোমাদেরই স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। তোমাদের কথা শুনে মানুষ উপহাস করে যে এ কীভাবে সম্ভব। তারপরে যখন পুরোপুরি বুঝতে পারে তখন বলে কথা তো রাইট। নিশ্চয়ই ভগবান হলেন পিতা, তাইনা। পিতার কাছে সম্পত্তির (স্বর্গের) অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত হয়। আমরা বিশ্বের মালিক

ছিল। এখন দেখো কিরকম অবস্থা হয়েছে। লোকেদেরকে বলা উনি তো হলেন আমাদের পিতা, স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে না কেন। নরকে কেন বসে আছো। এখন তো হল রাবণের রাজ্য, সত্যযুগে তো রাবণ থাকে না। অহিংসা পরম ধর্ম। তার নাম বিষ্ণুপুরী। কিন্তু বুঝতে পারে না যে বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ স্বর্গ পুরী। তোমরা বাচ্চারা জানো বিষ্ণুপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসে পড়ান। বলেন মামেকম স্মরণ করো। পরম পিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের দ্বারা নিজের কর্তব্য পালন করেন। ক্রিয়ার লেখা আছে। বিষ্ণুপুরী বলা বা কৃষ্ণপুরী, একই কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে হল রাধে কৃষ্ণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন সাকারী তাইনা। সূক্ষ্ম বতনে তো প্রজাপিতা বলা হবে না, তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপশন হয়। বাবা আপন করে নেন। কত সহজ এইসব কথা। তোমরা ত্রিমূর্তির চিত্র রাখো নিজেদের গৃহে। তাতে লেখাও যেন থাকে যে, গাওয়াও হয় - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়ে শিব পিতাকে লুপ্ত করে দিয়েছে। এখন তোমরা বুঝেছো - উনি হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা, ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হয়। দেবতা তখন বলা হবে যখন সম্পূর্ণ ফারিস্তা স্বরূপে পরিণত হবে। তোমাদের এখন দেবতা বলা হবে না। দেবতার থাকেন সত্য যুগে। তোমাদের হল দৈবী ধর্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর দেবতায় নমঃ বলা হয়, ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় না। যখন এনাদেরকেই দেবতা বলা হয় তবে নিজেকে পরমাত্মা কেন বলে তারা। সবাই পরমাত্মার রূপ, কীভাবে হবে। এইসবও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। তাদের কোনো দোষ নেই। এখন কীভাবে তাদের পথ বলে দেওয়া যায়। ভক্তরা সবাই বিভ্রান্ত হয়ে ভুলে গেছে। বিভিন্ন রকমের পথ দেখাতে থাকে। এখন বাবা বোঝান মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বর্সা (স্বর্গের অধিকার) নিতে হলে ব্রহ্মাকে ছাড়া তো শিববার বর্সা প্রাপ্ত হবে না। সবাই সেই এক প্রীতমকে আহ্বান করে। আহ্বান করে। আমি প্রতি কল্পের এই সঙ্গমে আসি। আমিও হলাম বিন্দু। দেখো তুলনা কীভাবে করছে। কত ছোট্ট আত্মায় অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে। এটাই হল নেচার। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে হৃদয়ের ভালোবাসার প্রীতি এক পিতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই দুনিয়া কোনো কাজের নয় তাই এই দুনিয়াকে বুদ্ধি দিয়ে ভুলে যেতে হবে।

২) নিজের জীবনকে হীরে তুল্য বানানোর জন্য একমাত্র বাবার ওপরে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ (ফিদা) করতে হবে। আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় নয় কেউ - এই পার্টটি পাকা করতে হবে।

বরদানঃ:- সমস্যার পাহাড় গুলিকে উড়ন্ত কলার দ্বারা পার করে তীর পুরুষাথী ভব যেমন সময়ের গতি তীরবেগে সর্বদা এগিয়ে যায়। সময় কখনও থেমে থাকে না, যদি কেউ তাকে থামাতে চায় তবুও থামে না। সময় তো রচনা, তোমরা রচয়িতা তাই যে কোনো রকমের পরিস্থিতি অথবা সমস্যার পাহাড় এসে যাক না কেন, যারা উড়ন্ত কলায় থাকে তারা কখনও থামবে না। যদি উড়ন্ত কোনো বস্তু লক্ষ্যে না পৌঁছে থেমে যায় তবে তো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। তাই তোমরা বাচ্চারাও তীর পুরুষাথী হয়ে উড়তে থাকো, কখনও ক্লান্ত হবে না কখনও থামবে না।

স্লোগানঃ:- স্মরণের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানানো - এটাই হল মন্সা সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"যথার্থ চাটের অর্থ - প্রগতি আর পরিবর্তন"

আজ বাপদাদা তাঁর বিশ্ব নব-নির্মাতা বাচ্চাদের দেখছেন। আজকের দিনে নতুন বছরের আরম্ভ দুনিয়ার চতুর্দিকে উদযাপন করে। কিন্তু তারা উদযাপন করে নতুন বছর আর তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা নতুন সঙ্গমযুগে প্রতিটি দিনই নতুন মনে করে উদযাপন করতে থাকো। তারা একদিন উদযাপন করে আর তোমরা প্রতিদিন নতুন অনুভব করো। সেটা হলো সীমিত বছরের চক্র আর এ' হলো অসীম দুনিয়ার নতুন সঙ্গমযুগের চক্র। সব যুগের মধ্যে সঙ্গমযুগ সব রকমের নবীনত্ব নিয়ে আসার যুগ। তোমরা সবাই অনুভব করো যে, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবন নতুন জীবন। নতুন নলেজের দ্বারা নতুন বৃত্তি, নতুন দৃষ্টি আর নতুন সৃষ্টিতে এসে গেছে। দিন-রাত, প্রতিটা সেকেন্ড এবং প্রতিটা মুহূর্ত নতুন লাগে। কত নতুন সম্বন্ধও হয়ে গেছে ! পুরানো সম্বন্ধে আর নতুন সম্বন্ধে কত প্রভেদ ! পুরানো সম্বন্ধের লিস্ট স্মৃতিতে নিয়ে এসো; কত লম্বা সেটা ! কিন্তু নতুন সঙ্গমযুগের নতুন সম্বন্ধ কত আছে? সেটা কি লম্বা লিস্ট ? শুধু বাপদাদা আর ভাই-বোন আর কত নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সম্বন্ধ ! সেখানে ছিল বহু স্বার্থের সম্বন্ধ। সুতরাং নতুন যুগ, নতুন ছোট ব্রাহ্মণ সংসারই অতি প্রিয়।

দুনিয়ার লোকে একদিন একে অপরকে অভিনন্দন জানায় আর তোমরা কী করো ? বাপদাদা কী করেন ? প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মুহূর্ত প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ কামনার অভিনন্দন জানিয়ে থাকো তোমরা। যখনই কাউকে কোনো উৎসবের দিনের অভিনন্দন জানাও তখন কী বলে ? খুশিতে থাকো, সুখী থাকো, শক্তিশালী থাকো, সুস্থ থাকো। তাহলে, তোমরা সবসময় কী সেবা করো ? আত্মাদেরকে নতুন জীবন দিয়ে থাকো। তোমাদের সবাইকেও বাপদাদা নতুন জীবন দিয়েছেন তো না ! আর এই নতুন জীবনে এই সমস্ত অভিনন্দন সদাসর্বদার জন্য প্রাপ্ত হয়েই যায়। তোমাদের মতো সৌভাগ্যশালী, খুশির খাজানায় সম্পন্ন, সদা সুখী আর কেউ হতে পারে ! এই নবীনত্বের বিশেষত্ব তোমাদের দৈবী জীবনেও নেই। সুতরাং, সবসময় আপনা থেকেই বাপদাদার দ্বারা অভিনন্দন, শুভেচ্ছা অথবা গ্রিটিংস প্রাপ্ত হতেই থাকে। দুনিয়ার লোকে নাচবে, গাইবে আর খাওয়া দাওয়া করবে। আর তোমরা কী করো ? প্রতিটা সেকেন্ড নাচতে, গাইতে থাকো এবং প্রতিদিন ব্রহ্মাভোজন খেতে থাকো। লোকে তো বিশেষ পার্টিজ অ্যারেঞ্জ করে, তোমাদের সদাই সংগঠনের পার্টিজ হতেই থাকে। পার্টিতেই মিলন হয় তো না ! তোমরা সব ব্রাহ্মণের পার্টি অমৃতবেলা থেকে শুরু হয়ে যায়। সবার আগে বাপদাদার সাথে উদযাপন করো, একের মধ্যে অনেক সম্বন্ধ আর স্বরূপের সাথে উদযাপন করো। তারপরে তোমরা ব্রাহ্মণরা যখন নিজেদের মধ্যে ক্লাস করো তখন সংগঠনে মিলন উদযাপন করো, করো তা না, আর মুরলী শুনতে শুনতে তোমরা নাচো, গাও। এছাড়াও সবসময় তোমরা তোমাদের উৎসাহে ভরা জীবনে উড়তে থাকো। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাসই হলো উৎসাহ। যদি উৎসাহ কম হয় তাহলে ব্রাহ্মণ জীবন যাপনে আনন্দই থাকে না। ঠিক যেমন, শরীরে শ্বাসের গতি যথার্থরূপে চললে ভালো স্বাস্থ্য বলে মানা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কখনো খুব তীব্র গতিতে চলে, কখনো স্লো হয়ে যায় তাহলে সুস্বাস্থ্য বলা যায় না তো না ! ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ উৎসাহ, নিরাশা নয়। যিনি সব আশা পূরণ করে দেন, সেই বাবারই যখন হয়ে গেছে তখন নিরাশা কোথা থেকে আসে? তোমাদের অকুপেশনই হলো নিরাশাবাদীকে আশাবাদী বানিয়ে দেওয়া। তোমাদের এটাই তো সেবা, তাই না ! সীমিত দুনিয়ার চক্র অনুসারে তোমরাও তো এই দিনটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ, কিন্তু বাস্তবে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার কাছে সঙ্গমযুগই নবীনত্বের যুগ। নতুন দুনিয়াও এই সময়েই বানাও। শুধুমাত্র এই সময়েই তোমরা সব আত্মার কাছে নতুন দুনিয়ার জ্ঞান থাকে। ওখানে নতুন দুনিয়ায় নতুন-পুরানোর নলেজ থাকবে না। নতুন যুগে নতুন দুনিয়া স্থাপন করছ।

সবাই তপস্যা-বর্ষে তপস্যা দ্বারা নিজের মধ্যে অলৌকিক নবীনত্ব এনেছ নাকি সেই একই পুরানো আচার-আচরণই আছে? তোমরা জানো কোনটা তোমাদের পুরানো আচরণ? আমার যোগ ভালো, আমার অনুভবও ভালো হয়, আমি এগিয়েও যাচ্ছি, আমার ধারণাতেও অনেক পার্থক্য হয়েছে, অ্যাটেনশনও খুব ভালো, সেবাতেও বৃদ্ধি ভালো... কিন্তু, কিন্তুর লেজুড জুড়ে যায়। কখনো কখনো এ'রকম হয়ে যায়, এই কখনো কখনো-র লেজুড কবে নাগাদ সমাপ্ত করবে ? তপস্যা-বর্ষে এই নবীনত্ব আনো। পুরুষার্থ বা সেবার সফলতার, সন্তুষ্টির পার্সেন্টেজ কখনো খুব উঁচু, কখনো নিচু - এতে সদা শ্রেষ্ঠ পার্সেন্টেজের নবীনত্ব আনো। যেমন, আজকালকার ডাক্তার কোন বিষয়ে বেশি চেক করে? আজকাল সবচাইতে বেশি চেক করে ব্লাড প্রেসার। যদি ব্লাড প্রেসার কখনো খুব ওপরে হয়, আর কখনো নিচে নেমে যায় তাহলে কী হবে? সেইজন্য, বাপদাদা পুরুষার্থের প্রেসার দেখেন - সাধারণতঃ খুব ভালো, কিন্তু কখনো কখনো জাম্প করে। 'কখনো কখনো' এই শব্দ

সমাপ্ত করো। এখন তো সবাই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তো না? এই সমগ্র সভায় এমন কে আছে যে মনে করে আমি পুরস্কারের যোগ্য হয়েছি? কখনো-কখনো-র যারা, তারা কী পুরস্কার নেবে ?

পুরস্কার নেওয়ার আগে এই বিশেষত্ব দেখ যে, বিগত ছয় মাসের মধ্যে এই তিন প্রকারের সন্তুষ্টিতা প্রাপ্ত করেছে কিনা !

প্রথমতঃ - নিজে সাক্ষী হয়ে নিজের চেক করো - নিজেকে নিজে চেক করো যে, তুমি তোমার স্বচ্ছ মন আর সত্য হৃদয়ের দিক থেকে সন্তুষ্ট তো?

দ্বিতীয়তঃ - বিধি-পূর্বক স্মরণের পার্সেন্টেজ অনুসারে বাপদাদা যা চান, সেই বিধি-পূর্বক মন-বচন-কর্ম আর সম্পর্কের সম্পূর্ণ চাট ছিল ? অর্থাৎ বাবাও যেন সন্তুষ্ট হন।

তৃতীয়তঃ - ব্রাহ্মণ পরিবার আমার শ্রেষ্ঠ যোগী জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থেকেছে? সুতরাং তিন প্রকারের সন্তুষ্টিতা অনুভব করা অর্থাৎ প্রাইজের যোগ্য হওয়া। বিধি-পূর্বক আঞ্জাকারী হয়ে চাট রাখার আঞ্জা পালন করেছে? এমন আঞ্জাকারীরও মার্কস্ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পাস মার্কস্ তারই প্রাপ্ত হয় যে আঞ্জাকারী হয়ে চাট রাখার সাথে সাথে পুরুষার্থের বিধি আর বৃদ্ধিরও মার্কস্ নেবে। যারা এই নিয়ম পালন করেছে, যারা অ্যাক্যুয়েটলি চাট লিখেছে, তারাও বাপদাদা দ্বারা, ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা অভিনন্দন প্রাপ্ত করার যোগ্য। কিন্তু যারা পুরস্কার নেওয়ার যোগ্য তারা সকলের সন্তুষ্টিতার অভিনন্দন প্রাপ্ত করার উপযুক্ত। তোমাদের কর্মে, সম্বন্ধে আর সংস্কারে নবীনত্বের বিশেষত্ব নিজেদেরও অনুভূত হবে এবং অন্যরাও অনুভব করবে - সেটাই যথার্থ তপস্যার লক্ষণ। যথার্থ চাটের অর্থ প্রতিটি সাবজেক্টে প্রগতি অনুভব হবে, পরিবর্তন অনুভব হবে। ব্রাহ্মণ জীবনে সমস্ত পরিস্থিতি, ব্যক্তির দ্বারা কিংবা প্রকৃতির দ্বারা অথবা মায়ার দ্বারা আসবে, যা আসারই আছে। কিন্তু স্ব-স্থিতির শক্তি পরিস্থিতির প্রভাবে এমনভাবে সমাপ্ত করেছে যেন এক চিত্ত-বিনোদনের সীন সামনে এসেছে আর গেছে। সঙ্কল্পেও পরিস্থিতি থেকে অস্থিরতার অনুভূতি যেন না হয়। স্মরণের যাত্রা সহজও হোক আর শক্তিশালীও হোক। পাওয়ারফুল স্মরণ একই সময়ে ডবল অনুভব করায়। একদিকে, স্মরণ অগ্নিরূপ হয়ে ভস্ম করার কাজ করে, পরিবর্তন করার কাজ করে, আরেকদিকে, খুশি আর হাল্কা ভাবের অনুভব করায়। এরকম বিধিপূর্বক শক্তিশালী স্মরণই যথার্থ স্মরণ বলা হয়। তবুও বাপদাদা বাচ্চাদের উদ্যম আর নিষ্ঠা দেখে খুশি হন। তোমাদের মেজরিটির লক্ষ্য স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে রয়েছে। স্মৃতিতে বজায় রাখতে তোমরা ভালো নম্বর নিয়েছ, কিন্তু স্মৃতির সাথে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা নম্বর অনুক্রমে হয়ে যাও। স্মৃতি থাকা আর শক্তিশালী হওয়া, দুইই একসাথে থাকলে বলা হবে নম্বর ওয়ান প্রাইজের যোগ্য। স্মৃতি সদা থাকবে আর শক্তিশালী কখনো কখনো বা পার্সেন্টেজে থাকলে - তাকে নম্বরক্রমের লিস্টে বলা হবে। বুঝেছ ! যারা অ্যাক্যুয়েট চাট রাখে তাদেরও নামের মালা হবে। এখন অনেক সময় নেই তবুও কিছু তো আছে, এই অল্প সময়েও যদি বিধিপূর্বক পুরুষার্থের বৃদ্ধি করে আপন মন-বুদ্ধি-কর্ম আর সম্বন্ধকে সদা অটল-অনড় বানাতে পারো, তাহলে এই অল্প সময়ের অটল-অনড় স্থিতির পুরুষার্থ ভবিষ্যতে অনেক কার্যকরী হবে এবং সফলতার খুশি নিজেও অনুভব করবে আর অন্যদের দ্বারাও সন্তুষ্টিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকবে, সেইজন্য এ'রকম ভেবো না যে, সময় অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বর্তমান আর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো।

এখনো বিশেষ স্মৃতি-মাস হলো এক্সট্রা বরদান প্রাপ্ত করার মাস। যেভাবে তপস্যা-বর্ষের চান্স প্রাপ্ত হয়েছে, সে'ভাবে স্মৃতির মাসের বিশেষ চান্স আছে। এই মাসের ৩০ দিনও যদি সহজ ও আপনা থেকেই শক্তিশালী, বিজয়ী আত্মা হওয়ার অনুভব হয় তাহলে এটাও সদাসর্বদার জন্য ন্যাচারাল সংস্কার বানানোর গিস্ট প্রাপ্ত করতে পারো। যা কিছু আসুক, যা কিছু হয়ে যাক, পরিস্থিতি রূপী সর্বাধিক বড় পাহাড়ও যদি এসে যায়, সংস্কার সম্বর্ষের মেঘও যদি আসে, প্রকৃতিও পেপার নেয়, কিন্তু তবুও অঙ্গদের মতো অন্তর্মণ বা বুদ্ধিরূপী পা নড়তে দিও না, অনড় থেকে। যা হয়ে গেছে তাতে যদি কোনো অস্থিরতা হয়ে থাকে তবে সেই স্মৃতি সঙ্কল্পেও এনো না। ফুল স্টপ লাগাও। বর্তমানকে বাবা সমান শ্রেষ্ঠ, সহজ বানাও আর ভবিষ্যৎকে সদা সফলতার অধিকারে দেখ। এই বিধি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করো। কাল থেকে নয়, এখন থেকে করো। স্মৃতি মাসের অল্প সময়কে বহুকালের সংস্কার বানাও। এই বিশেষ বরদান বিধিপূর্বক প্রাপ্ত করো। বরদানের অর্থ এই নয় যে, অমনোযোগী হও। অমনোযোগী হ'য়োনা, বরং সহজ পুরুষার্থী হও। আচ্ছা।

কুমারীদের সংগঠন বসে আছে। তোমাদের কেন সামনে বসার চান্স দেওয়া হয়েছে? সদা সামনে থাকতে হবে, সেইজন্য সামনে বসার এই চান্স তোমাদের দেওয়া হয়েছে। বুঝেছ ! পাকা ফল হয়ে বের হ'য়ো, কাঁচা পড়ে যেও না। সবাই পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে সেন্টারে যাবে, নাকি ঘরে (বাড়ী) যাবে? যদি মা-বাবা বাড়ী ফিরে যেতে বলেন তাহলে কী করবে?

যদি নিজের মনোবল থাকে তাহলে কেউ কাউকে আটকাতে পারে না। অল্প-অল্প আকর্ষণ থাকলে যারা আটকানোর তারা আটকাবে।

নববর্ষ উদযাপন করতে সবাই তোমরা দৌড়ে দৌড়ে এসে গেছ। নতুন বছর উদযাপন করা অর্থাৎ প্রতিটা মুহূর্তকে নতুন বানানো, সবসময় নিজের মধ্যে আত্মিক নবীনত্বের আমদানি করা।

চারিদিকের সব স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চারাও আজকের দিনের মহত্বকে জেনে বিশেষভাবে হৃদয় থেকে অথবা পত্র কিংবা কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ স্মরণ করছে এবং তারা পোস্ট করার আগেই সে'সব বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। লেখার আগেই পৌঁছে যায়। সঞ্চল করা মাত্রই পৌঁছে গেল। অনেক বাচ্চাদের সহযোগীদের কার্ড দেহিতে পৌঁছাবে বলে বাপদাদা আগে থেকেই সবাইকে নতুন যুগে নতুন দিন উদযাপনের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যেমন, কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম হয় তো আজকালকার লোকে কী করে? নিজেদের টি. ভি. খুলে বসে যায়। সুতরাং সব রুহানী বাচ্চা নিজস্ব বুদ্ধির দূরদর্শনের সুইচ অন করে বসে আছে। বাপদাদা চারিদিকের অভিনন্দন-যোগ্য বাচ্চাদের প্রতি সেকেন্ডে অভিনন্দনের আশীর্বাণী দ্বারা রেসপন্ড করছেন। সবসময়ের স্মরণ আর ভালোবাসার এই আশীর্বাদ বাচ্চাদের হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিরন্তর বর্ধিত করে। সুতরাং সদা নিজেকে সহজ পুরুষার্থী আর সদা পুরুষার্থী, সদা বিধি দ্বারা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত করে যোগ্য আত্মা বানিয়ে উড়তে থাকো।

এই ভাবে যারা সদা বর্তমানকে বাবা সমান বানায় আর ভবিষ্যৎকে সফলতা স্বরূপ বানায়, সেই শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন-যোগ্য আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- নিজের সমস্ত দায়িত্বের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে হাল্কা হয়ে নিমিত্ত আর নির্মাণ ভব যখন নিজের দায়িত্ব মনে করে নাও তখন মাথা ভারী হয়ে যায়। দায়িত্ব বাবার, আমি নিমিত্ত - এই স্মৃতি (সচেতনতা) তোমাদের হালকা বানায়, সেইজন্য নিজের পুরুষার্থের বোঝা, সেবার বোঝা, সম্পর্ক-সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনের বোঝা... ছোটখাটো সব বোঝা বাবাকে দিয়ে হাল্কা হয়ে যাও। যদি সামান্যতম সঞ্চল উৎপন্ন হয় যে, আমাকে করতে হয়, আমাকে একা করতে হবে, তখন এই আমিষ বোধ ভারী বানিয়ে দেবে আর নিরভিমান ভাব থাকবে না। নিমিত্ত মনে করলে নির্মাণ (নিরহঙ্কার) হওয়ার গুণও আপনা থেকেই এসে যায়।

স্লোগান:- সন্তুষ্টমণি সেই হয় যার জীবনের অলঙ্কার সন্তুষ্টতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2

Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;